প্রকাশক : শমিত সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম-সংস্করণ : জুলাই ১৯৬০

মুদ্রাকর :
দিলীপ কুমার পান
বি. বি. প্রিন্টার্স
২০এ, রাধানাথ বোস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

তখন ১৯৪১ সাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। একদিন রাত্রে ঘুমোতে যাবার সময়ে, নিষ্প্রদীপ কলকাতা শহরের আকাশে গুট্ গুট্ ক'রে শব্দ করতে করতে কয়েকটি জাপানী বোমারু বিমান এসে বোমা ফেলে গেল।

সেই অন্ধকারে সামান্য কিছু অ্যান্টি এয়ার ক্রাফ্ট্ গান্-এর (যাকে বলা হোত অ্যাক্-অ্যাক্ গান্), তার দোদমা গোলার শব্দ সত্ত্বেও যে কি ভীষণ অসহায় লেগেছিল সে-কথা আজও মনে পড়ে।

সেই সময় নাগাদই আমি হঠাৎই আমার প্রথম নাটক লিখতে আরম্ভ করি।

তাছাড়া সেই সময়ে পেশাদারী মঞ্চের অভিনয়ভঙ্গী পরিত্যাগ করে যেন একটা ভিন্ন অভিনয়ধারা আমার মধ্যে আকার পেতে থাকছিল। সেটা তৎকালীন অনেক নাটকের সংলাপ ও সংলাপগত বিষয়ের সঙ্গে এ নাটকের তুলনা ক'রে যদি কেউ পড়েন তাহলে হয়তো তাঁর কাছে এ চিন্তা খানিক ধরা পড়বে।

তখন আমি শ্যামবাজারের থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছি, এবং ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে পরিচিত হইনি। কিন্তু একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমাদের নিঃসহায়তায় কষ্ট পেয়েছি। তারপর ৯ই আগস্ট '৪২-এ নেতাদের বন্দী হওয়া, সারা দেশে আগুন জ্বলা, ইংরেজ সরকারের এ. আর. পি-র নামে, সিভিক গার্ডের নামে নানারকম কন্ট্রাক্টরি ছড়িয়ে দেশের উত্তেজনাকে নিভিয়ে দেবার চেষ্টা—সবের যে জটিল আলোড়ন মনের মধ্যে ছিল, সেইসব অনুভবের ছায়াও এই নাটক রচনার পটভূমিকায় ছিল।—১৯৪২ এর শেষ দিকে বা '৪৩ সালের একেবারে গোড়ার দিকে এ নাটক শেষ করা হয়েছিল।

তখন থেকেই প্রথম একটা চিন্তা মনের মধ্যে আসতে থাকে যে, বাইরে যেসব ঘটনা ঘটে যায়, শিল্পী-মনে তার একটা প্রতিফলন ঘটেই—কিন্তু সেটা স্লোগান তোলার মতন সোজাসুজি নয়। সেটা অনেক জটিল উপায়ে আলোড়ন তোলে। এবং সেই আলোড়ন ও অনুভব কেমন-কেমন ক'রে যেন তার শিল্পকর্মে প্রকাশ পায়। এই কৌতূহলটা এই সময়েই মনে প্রথম জাগ্রত হয়।

তারপর ১৯৫০ সালে বহুরূপীর নাটক পাওয়ার দুর্ভিক্ষের সময়ে নাটকের কিছু বদল ক'রে, লেখকের একটা ছদ্মনাম দিয়ে, এটি অভিনীত হয়। 'উলুখাগড়া' নামটি মহর্ষির দেওয়া।

ঘূর্ণি

তারপর এক ভয়ঙ্কর মন্বন্তর হোল। মানুষের তৈরী সেই মন্বন্তর। লক্ষ লক্ষ লোক না-খেতে পেয়ে শহরের রাস্তায় মারা গেল। '৪৩ সালে। আমাদের চোখের সামনে।—তারপর '৪৬ সালে বীভৎস দাঙ্গা হোল হিন্দু-মুসলমানের। '৪৭ সালের ১৪ই অগাস্টে কলকাতার অলিতে গলিতে নাকি কোলাকুলি হয়েছে, আতর ছড়ানো হয়েছে—হিন্দু-মুসলমানে মিলে। মনে হয়েছিল রাত বুঝি কেটেই গেল। কিন্তু কোথায়? হিন্দু-মুসলমানের সেই আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলতে থেকেছে। আজ পর্যন্ত। প্রথমেই শোনা গেল এ আজাদী সত্য নয়, এটা মিথ্যা। দলে দলে ছিন্নমূল লোকেরা এসে পশ্চিমবঙ্গের স্বল্প পরিসরকে ভরিয়ে রেখেছে এবং এখনও রাখছে। তখন সকলে মিলে মানুষের দুর্দশা দূর করার চেষ্টার বদলে রাজনৈতিক দলেরা ছিন্নমূলদের নিয়ে ব্যবসা সুরু করল। গড়া নয়, ভাঙা—এই যেন হোল স্পর্ধিত প্রগতির কথা। ট্রাম জ্বালানো, ট্রেন ওড়ানো, পুলিশের গুলি চালানো,—সব যেন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে উঠলো। পার্লামেন্টরি ডিমোক্র্যাসীর প্রাথমিক সভ্য নিয়মগুলো দেশের লোক বোঝবার আগেই এ্যাসেম্বলিতে চটি ছোঁড়াছুড়ি হতে লাগলো। লোকে শিখলো, 'যেমন করে পার মেরে নাও।' তখন কাকে না গালি দেওয়া হয়েছে? রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে? এরই পটভূমিকায় এবং নাট্য প্রযোজনার একটা নতুন ভঙ্গী আবিষ্কারের চেষ্টায়—'ঘূর্ণি' লেখার কষ্টকর প্রচেষ্টা।

'ঘূর্ণি' লেখা শুরু হয়, যতদূর মনে পড়ে, ১৯৫০ সালের সুরুতে, বোম্বের এক হোটেলের নির্জন ঘরে, এবং যথানিয়মে কিছুটা লেখার পর প'ড়ে থাকে। কলকাতায় ফিরেই বহুরূপীর নানা কাজে জড়িয়ে পড়তে হয়। তারপরে 'চার অধ্যায়'-এর মঞ্চরূপের ছবি মনের মধ্যে জাগতে থাকে। যে কথাগুলো তখন বলবার জন্যে মনের মধ্যে অস্থির লাগছিল তারই এক গভীর চিত্র ফুটে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের এই অতুলনীয় আখ্যানে। তার পরের বছর বোধহয় একটা কঠিন ব্যাধিতে শয্যাগত হবার পর এ নাটক শেষ হয়। কিন্তু যে প্রয়োগ-কৌশল মনের মধ্যে আসছিল তা ঠিকমত রূপ পাচ্ছিল না। তাই অপরের কথা শুনে বদলানোও হয়েছে (সাহিত্য পত্রে বা বহুরূপী পত্রিকায় ছাপা হবার সময়ে)। এবার সে সব বাদ দিয়ে আমার নিজস্ব হিসেবেই—(হিসেবটা ১৩৭৩ সালে প্রথম বই হয়ে বেরুবার সময়ে) ছাপা হোল। এখানে সেই পাঠই অনুসৃত।

একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে। নাটককারদের লেখার সময়ে—অনেক সময়েই—এক বা একাধিক অভিনেতা বা অভিনেত্রী তাঁদের চোখের সামনে থাকে। যেমন পড়া যায় বার্নাড শ'-এর কিছু নাটকে ছিল, সার্তর নাটকেও ছিল, এবং অনেকেই অনুমান করেন যে শেক্সপীয়রের নাটকেও ছিল। সুতরাং ছোট নাটককারদের তো থাকতেই পারে। যেমন ছিল আমাদের অনেকদিনের পরে লেখা 'কাঞ্চনরঙ্গ'ও। তেমনি এই নাটক লেখবার সময়েও কিছু লোকের কথা আমার মনের মধ্যে ছিল। যেমন—দেবেন্দ্র হবেন মহর্ষি; অবিনাশ—কালী সরকার মশায়; সমীর—সবিতাব্রত দত্ত, প্রণব শোভেন মজুমদার; খুকু—শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র; এবং তারিণী মাষ্টার করার জন্যে বিজন (ভট্টাচার্য)-কে বলবো। পার্কের মধ্যে মহর্ষি ও বিজনের দৃশ্যটা আমি যেন দেখতে পাই। কিন্তু এ নাটক আমি কখনো অভিনয় করাই নি।

উলুখাগড়া

প্রথম অঙ্ক

[স্থান—দুজন যুবক প্রতিষ্ঠিত একটি মাসিক পত্রিকার অফিস। একটি যুবক টাইপ ক'রে যাচ্ছে। মুখ দেখে বোধ হচ্ছে বিশ্বসংসারের উপর সে সম্প্রতি নিদারুণ ক্রুদ্ধ।—একটি জিনিস সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে! পিছনের জানলায় একটি কাচ ভাঙা, সেখানে পিজবোর্ড লাগানো।

আর একটি যুবক ঢুকলো আপিসে। মুখে গুন গুন গান, চলনে ভারি তাল। প্রথম যুবক ক্রোধ সম্বরণ করার চেষ্টা ক'রেও পারে না, ব'লে ওঠে]

সুরেশ ॥ এটা আপিস না আড্ডাখানা আমি ঠিক বুঝতে পারি না! বিকেল সাড়ে চারটের সময় তুমি আপিস করতে এলে? কাগজ না চালাতে চাও তুলে দিলেই হয়। এ সব ইয়ার্কির মানে কী?

[বিনোদ গান থামিয়ে বড়ো বড়ো চোখ ক'রে তাকিয়ে থাকে]

সুরেশ ॥ বিজ্ঞাপনের জন্য গিয়েছিলে?

বিনোদ ॥ (অপরাধীভাবে) না ভাই। কিন্তু তুমি দেখো।

সুরেশ ॥ (বাধা দিয়ে) অসীম দত্তের গল্পটা চেয়ে এনেছ?

বিনোদ ॥ এই রে!

সুরেশ ॥ এতগুলো প্রুফ আছে আজই দেখে প্রেসে পাঠাতে হবে। অসীম দত্তের গল্প বেরুবে ব'লে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলে না বড়ো ক'রে? ম্যাটার কম্পোজ করা যাচ্ছে না বিজ্ঞাপন-গুলোর ফয়সালা করোনি ব'লে। হরিসাধনকে পাঠাতে হয়েছে আপিসের কাজ ফেলে তোমায় খোঁজ ক'রে আনতে।

বিনোদ ॥ ব্যাপার কী সুরেশ, বাড়ীওয়ালার দারোয়ানটা কি আজ আবার ভাড়ার তাগাদা দিতে এসেছিল?

সুরেশ ॥ না, আসবে না। এবং শুধু সেই নয়, প্রেসের কাছেও বাকি টাকার জন্যে আমাকে কড়া কথা শুনতে হয়েছে। অথচ ক্যাশে যা বাড়তি টাকা ছিল সব তুমি বন্ধুদের চা খাওয়াতে এবং বান্ধবীদের প্রেজেন্ট দিতে ফুঁকে দিয়েছ। এই ভাবে কি আমাদের পার্টনারশিপ? তুমি টাকাগুলো নেবে আর আমি গালাগালিটা?—ছুত্তোর কাগজের নিকুচি করেছে, আমি আজই আপিস তুলে দোব।

বিনোদ ॥ (পকেট থেকে অনেকগুলো নোট সুরেশের সামনে ফেলে দিতে দিতে) বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা। কাল যখন সেই বেটা দারোয়ান আসবে, ছুঁড়ে মেরে দেবে ঐগুলো তার মুখের ওপর। বেটা ভেবেছে কী! তোমাকে অপমান? বেটাকে কাল আমি জরাসন্ধ-বধ ক'রে ফেলবো, চালাকি পেয়েছে?

সুরেশ ॥ (আশ্চর্য) এতো টাকা তুমি পেলে কোত্থেকে?

বিনোদ ॥ ঐ তো মজা,—আরে বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য—নির্বুদ্ধেস্তু—অর্থাৎ তোমার মতেস্তু কুতঃ বলম্?

সুরেশ ॥ (গম্ভীরভাবেই) তোমার টাকা তুমি নিয়ে যাও, কোনও দরকার নেই। কাগজ তুলে দেওয়া হবে।

বিনোদ ॥ দেখ কাণ্ড, আবার কী হোল, সুরেশ—আরে—

সুরেশ ॥ এ সেই ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে ব্ল্যাকমেল করা টাকা তো?

বিনোদ ॥ মাইরি না, কোন শা—সরি, কোন্ ভদ্রলোক মিথ্যে কথা বলে। এ সে টাকা নয়।

সুরেশ ॥ তবে? মার কাছ হতে চেয়ে এনেছ বাজে ভড়ং দিয়ে?

বিনোদ ॥ মা কালীর দিব্যি। কোন শা—মানে কোন সম্বন্ধী মিথ্যে কথা বলে। তাও না।

সুরেশ ॥ তাহলে এ টাকা এলো কোত্থেকে? কারুর পকেট মেরেছ?

বিনোদ ॥ পকেট মেরেছি! দেখো ভালো হবে না কিন্তু ব'লে দিচ্ছি সুরেশ। খারাপ কাজ ছাড়া তোমরা আমাকে কিছু করতে

দেখ না, না? এক্ষুণি বলেছ নির্লজ্জ—তার ওপর বল্‌ছো পকেটমার, কী ভেবেছ কী বলতে পারো?

সুরেশ ॥ অভিনয়ের একটু বাড়াবাড়ি ঘ'টে যাচ্ছে বিনোদ, ব্ল্যাকমেল যে করতে পারে, পকেটও সে মারতে পারে। নয় কি?

বিনোদ ॥ না পারে না। এ সমস্ত সূক্ষ্ম ভেদাভেদ তোমার মত আইডিয়ালিস্টরা বুঝবে না। ব্ল্যাকমেল হচ্ছে, একটা লোক একটা অন্যায় করেছে, এখন আমি যদি খবরটা চাউর না করি তাহলে তার যা সুবিধা বা মুনাফা হবে তার থেকে আমাকে একটা ভাগ দেবে না? এ হোল পিওর পোলিটিক্যাল বিজনেস, আদর্শ ব্যবসার কথা। আর একটা নিরীহ লোক তোমাকে বিশ্বাস ক'রে পাশে পাশে চলেছে, তুমি ফাঁক পেয়ে তার পকেটে হাত সাফাই ক'রে নিলে, এটা কী? এতো একেবারে আমাদের দেশের কম্যুনাল পলিটিক্স্‌, নিরীহ অপর সম্প্রদায়কে একলা রাস্তায় পেয়ে সাফ ক'রে দিলে। এটা কি বিজ্‌নেস্‌?—আরে কোথায় চললে?

সুরেশ ॥ (হতাশ গম্ভীরভাবে) চক্রবর্তীদের আজ টাকা দেবার কথা ছিল, দেখি।

বিনোদ ॥ তার মানে? আমার এ টাকা তুমি নেবে না?

সুরেশ ॥ না যতোক্ষণ পর্য্যন্ত না বলছো যে এ টাকা তুমি কোথায় পেয়েছ ততোক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুতেই নেওয়া হবে না আপিসে।

বিনোদ ॥ দেখ টাকাটা আমি পেয়েছি—আচ্ছা সে যদি আমি না-ই বলি? আপিসের টাকার দরকার, আমি একজন পার্টনার, এনে দিলুম টাকা। ব্যস্‌ চুকে গেল। কোত্থেকে পেলুম সে খবরে আপিসের কী দরকার?

সুরেশ ॥ হ্যাঁ, আপিসের দরকার আছে। তুমি যদি জোচ্চুরি ক'রে

এনে থাকো, সেই টাকায় কি কাগজে প্রগতিমূলক প্রবন্ধ লেখা হবে ?

বিনোদ ॥ (অপরাধীর ভাব ক'রে) ওটা জোচ্চুরি ক'রেই এনেছি সুরেশ।

সুরেশ ॥ সেটা আন্দাজ করতে আমার কষ্ট হয়নি। জোচ্চুরির রকমটা শুনি ?

বিনোদ ॥ (যেন মিনতি করে) কথা দাও, সবটা শুনে তুমি টাকাটা ফেরৎ দেবে না।

সুরেশ ॥ সেই কথাই যদি দেব তাহলে গোড়াতেই আমার টাকাটা নিতে আপত্তি কী ছিল ? আশা করি, আমার আপত্তিটা তুমি এতক্ষণ ধ'রে ন্যাকামি ব'লে মনে করোনি।

বিনোদ ॥ (সুরেশের মুখের দিকে একটুখানি চেয়ে থেকে) তুমি একেবারে হার্টলেস্, জানো, হার্টলেস্ মানুষকে বিচার করার সময়ে যে সিম্‌প্যাথি, যে অনুকম্পা—

সুরেশ ॥ (বাধা দিয়ে) যতদুর স্মরণ হচ্ছে জোচ্চুরির রকমটা আমি জানতে চেয়েছিলুম।

বিনোদ ॥ (রাগতভাবে) হ্যাঁ হ্যাঁ আমারও তা স্মরণ আছে। (একটু পরে) এ টাকা মিনতির টাকা, তোমার নাম ক'রে আমি তার কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।

সুরেশ ॥ (অত্যন্ত বিস্ময়ে) মিনতির টাকা! আমার নাম ক'রে চেয়ে এনেছ! ন্যাকামি না ক'রে খুলে বল সবটা।

বিনোদ ॥ (দুষ্টু হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে) তোমার নাম ক'রে চাইতেই, জানো সুরেশ, তক্ষুণি দিয়ে দিলে।

সুরেশ ॥ (উত্তেজিত হয়ে) স্কাউণ্ড্রেল, ভিলেন, কার হুকুমে তুমি আমার নাম ক'রে তার কাছ থেকে টাকা চেয়ে এনেছ ? ঈডিয়ট কোথাকার।

বিনোদ ॥ বারে বা। দেখলুম প্রেমে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছ, অথচ মুখ ফুটে কিছু বলতেও পাচ্ছ না,—তাই তার মনটা বোঝবার

জন্যে নাম ক'রে চাইলাম টাকাটা,—টাকাও এসে গেল, মনটাও বোঝা গেল। তা না স্কাউণ্ড্রেল, ভিলেন,—এই সব ?

সুরেশ ॥ কে তোমাকে বলেছিল তার মন বুঝতে ? নন্‌সেন্স। এমন এক একটা কাজ করবে—ফুল। ছি, ছি, কি না জানি সে ভাবলে ?

বিনোদ ॥ ভাববে আর কি ? দ্যাখ সুরেশ, সে হচ্ছে বিনোদ মিত্তিরের বোন, সুরেশ সরকার নয়। অত ভাবাভাবির সে ধার ধারেনা। গোড়াতে যখন চাইলুম (অনুপস্থিত ভগ্নীকে ভেংচিয়ে) কোত্থেকে দেবো দাদা, সত্যি বলছি সব খরচ হয়ে গেছে। একটা পয়সাও নেই। আরে, ঐ বলে কি আমায় ফাঁকি দেওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস ফেলে ছাড়লুম—আমার জন্যে তো নয়, আমার এক বন্ধু আছে সুরেশ সরকার—তুই বোধ হয় চিনিস না তাকে—তারই দরকার। এটা কেন বললুম বুঝলে ? আরে পষ্টাপষ্টি বললে যে লজ্জা পেয়ে যাবে, ভান করতে সুরু করবে, তাই বোকার মত বললুম—তুই বোধ হয় চিনিস না তাকে। তারি ভগ্নীপতিটি মারা গেছে কিনা, আহা—কচি বিধবা বোনটিকে নিয়ে···হি হি হি।

সুরেশ ॥ (রাগের মধ্যেও না হেসে পারল না) আচ্ছা তোর কি মিথ্যে কথা ছাড়া আর কিছুই জিভ্ দিয়ে বেরোয় না। শুধু শুধু এক বিধবা বোনের গল্প বানিয়ে ব'লে এলি ?

বিনোদ ॥ আরে বাবা, এই মিথ্যে কথাতেই চিরকাল কাজ হয়ে এসেছে, আজও হয়। সত্যি জিনিসটা বড় গুরুপাক, একটু মিথ্যে দিয়ে না জারিয়ে নিলে লোকের হজম হয় না। সত্যি কথা বললে কি এই টাকাগুলো পাওয়া যেত ? ফুঃ। কিন্তু যেমনি মিথ্যেটা ছাড়লুম ব্যস, মুখ দেখেই বুঝে নিলুম যে ফোর্ট উইলিয়াম ইজ্ বীটন্। ওই এক বানানো

বোনেই মেরে দিয়েছি কেল্লা। তাই উঠে বললুম যাকগে তোর কাছে যখন নেইই—তখন তাড়াতাড়ি উঠে বলছে—নেই কি বলছ দাদা! তুমি ক'টাকা নেবে নাও না। (বলতে বলতে হাসিতে ফেটে পড়ল, সুরেশও না হেসে পারল না। বিনোদ আঙ্গুল তুলে বলল)।

বিনোদ ॥ কি গো বন্ধু সুরেশ সরকার, খুব হাসি যে! বলি টাকা রাখবে না ফেরৎ দেবে? না ভাই দিয়ে দাও তুমি টাকা, আমি স্কাউণ্ড্রেল, আমি ভিলেন, দরকার কি আপিসে এই সব জোচ্চুরির টাকা নিয়ে।

সুরেশ ॥ যা যা বাজে বকিসনি। [নোটগুলো দেরাজে রেখে দিয়ে চাবি দিল।]

বিনোদ ॥ ওঃ শুনেছে কিনা ভালবেসে দিয়েছে তাই অমনি একগাল হাসি। কিন্তু রিয়ালি কোন শা—মানে কোন তালব্য শ তোমার উপকার করতে যায় দেখি।

সুরেশ ॥ তুমি তালব্য শ করবে আবার কে?

বিনোদ ॥ (নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে পড়ে) তাহলে সব ঠিক হয়ে গেল তো? কাল সেই বেটা দারোয়ান এলেই তার মুখের ওপর টাকাগুলো ছুঁড়ে মেরে তবে তুমি অন্য কাজ করবে। তোমাকে কড়া কথা ব'লে যায় এতবড় আস্পর্দ্ধা তার! আমি সামনে থাকলে কাল হয়তো তাকে মেরেই বসবো। না না কাল তুমি আমাকে আর আপিসে আসতে বলোনা, আমি একেবারে পরশুদিন আসবো।

সুরেশ ॥ (ঘুষি তুললো) হতভাগা কোথাকার!

বিনোদ ॥ (কথা বলতে বলতে পিছনের জানলার পাশে গিয়ে) না, না, হাসি নয়, সত্যি। এমনিতে আমি খুব নন্-ভায়োলেন্ট কিন্তু একবার যদি রেগে উঠি—আরে এখানে পিজবোর্ড ঢাকা দিল কে?

সুরেশ ।। ওটা আমি দিয়েছি। কাল সকালে হরিসাধনের গোঁতায় কাচ ভেঙ্গে ঐ লোকসানটি হয়েছে।

বিনোদ ।। লোকসান! অথচ আমার মনে হোল হরিসাধন কখনো আপিসে এতো লাভ তুলে দেয়নি। কী ক'রে যে আমরা এক সঙ্গে ব্যবসা করি! ওহে উন্নত চরিত্র আদর্শবাদী অন্ধ, একবার পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে অবহিত হয়েছ কি? এই কাচভাঙ্গা ফ্রেম দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাবে যে ফুট দশেক দূরেই একখানা সুসজ্জিত ঘরে একটি অল্প বয়সী যুবতী হাফপ্যাণ্ট প'রে থুড়ি কোয়ার্টার প্যাণ্ট প'রে এক্সারসাইজ করছে। দৃশ্যটা কি ফ্যাল্‌না যে পিজবোর্ড দিয়ে তাকে রোধ করেছো?

সুরেশ ।। সাধারণ ভদ্রলোকের পক্ষে খুব একটা দ্রষ্টব্যও নয় ব্যাপারটা। বিশেষ ক'রে এই রকম চোরের মত চুরি ক'রে।

বিনোদ ।। আরে চুরি ক'রে না দেখলে যখন দেখাই যাবে না চুরি করা ছাড়া উপায় কী? যদি কখনো গিয়ে পড়ি কোনো ন্যুডিস্ট কলোনিতে, তখন তো আর চুরি ক'রে চাইবো না। দরকার হবে না যে। কিন্তু এই সমাজে ভালো জিনিষ উপভোগ করার উপায় যদি কেবলমাত্র চুরিতেই থাকে তাহলে করবো চুরি, কেয়া পরোয়া। গীতায় তো ভগবান স্পষ্ট ব'লে দিয়েছে—অহম ত্বাম সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি, ম শুচ।

সুরেশ ।। যাকগে, যে যার নিজের ধর্ম নিজে বেছে নেবে, এইই নিয়ম।—তবে বেশীর ভাগ লোক তোমার মত কথা বলে না, এইটেই রক্ষে।

বিনোদ ।। এই দেখ আইডিয়ালিস্টের মরণ! বলবে কেন? তারা করে। বাড়ী থেকে বলো, মেস থেকে বলো, কলেজ থেকে বলো,—যখনি যে কেউ সুবিধে পাচ্ছে অমনি উঁকি মেরে দেখছে। বলি কোনও তালব্য আজ পর্যন্ত স্পষ্ট ক'রে বলেছে যে ব্ল্যাকমার্কেটিং হচ্ছে খাঁটি বিজ্‌নেস।

কিম্বা ডিমাগগিই হচ্ছে আসল পলিটিকস্ ? বলেনি তো ? অথচ সেই না বলার দরুন সমাজের কোন্ স্তরে মহত্ত্বের মর্যাদাটি বাড়ছে ? অর্থাৎ লোকে ভদ্রলোক থাকছে, তুমি হোয়াইট মার্কেটে জিনিষ পাচ্ছো ? ও সব গাঁজার স্বপ্ন ছাড়ো ভাই, বি রিয়াল। বাস্তব বলছে যে একে অপরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিবে। আর যে না ভাঙ্গিবে সে মরিবে।

সুরেশ ॥ আজ্ঞে না। বাস্তব ওর চেয়ে একটু বেশী বলে। বাস্তব বলছে যে এই হন্যে হইয়া কাঁঠাল ভাঙ্গাভাঙ্গির যুদ্ধে অবশেষে একদিন কাঁঠালই দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে। এবং তাহারই নাম সঙ্কট। বাংলায় যাকে বলা হয় ক্রাইসিস। যাকগে, এখন তোমার ঐ বেহায়া বুদ্ধিটাকে একটু এই প্রুফগুলো দেখার কাজে নিযুক্ত করো। দেশের সভ্যতা-ভব্যতা যেটুকু এখনো আছে কিছুক্ষণের জন্য অন্ততঃ সেটা একটু রেহাৎ পাক। আমি চক্রবর্ত্তীদের আজ টাকা দেবার কথা ছিল—তাগাদা দিয়ে আসি।

বিনোদ ॥ (লাফিয়ে উঠে সুরেশেরই কাছে গিয়ে) আরে একথা তো মনে ছিল না। দেখ ভাই সুরেশ, চক্রবর্ত্তীরা যদি টাকা দেয় তাহলে কিন্তু এ টাকাগুলো আমায় ফেরৎ দিও। এ টাকাগুলো তো আমার।

সুরেশ ॥ সুরেশ তখন ডেকে বললে—টাকা গো টাকা, তুমি কার ? (কানে হাত দিয়ে) টাকা বললে—যার দেরাজে আছি তার। অতএব নো কাঁঠাল—নো ভাঙ্গবার মাথা। [প্রস্থান]

বিনোদ ॥ (ভেংচিয়ে) নো কাঁঠাল, নো ভাঙ্গাবার মাথা, (চেঁচিয়ে সুরেশের উদ্দেশ্যে) টেবিল আমি নীলেমে বেচে দেবো, আজকেই। (কোন সাড়া এলো না দেখে) সুইস্যান্স !

[জানলার কাছে গিয়ে ফুটো দিয়ে দেখতে দেখতে গুন গুন ক'রে গান গাইতে লাগল। এমন সময়ে ঘরে প্রবেশ করল একটি মেয়ে।

যে মেয়েটি ব্যায়াম করে। হাতে একটা চাবুক। শব্দ শুনে বিনোদ মুখ ফিরিয়ে মেয়েটাকে দেখে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল উঁচু টুলটার ওপর, আর সংগে সংগে চাবুকের একটা ঘা পড়লো টুলের ওপর সপাং ক'রে]

বিনোদ ॥ (চীৎকার ক'রে) আরে রোখকে রোখকে ; কেয়া তাজ্জব—মানুষ খুন করবেন নাকি ?

মেয়েটা ॥ মানুষ নয়, জানোয়ার। (ফের চাবুক তুলল)

বিনোদ ॥ আরে দাঁড়ান দাঁড়ান—খেলে কচুপোড়া [আর একবার চাবুক পড়তেই সে লাফিয়ে স্বরেশের টেবিলটায় গিয়ে উঠলো ; মেয়েটিও সেদিকে অগ্রসর হতেই ও চেঁচিয়ে উঠল] দাঁড়ান, দাঁড়ান বলছি ওইখানে ; আর এক পা কাছে এগিয়েছেন কি আমি এই টাইপরাইটার ছুঁড়ে আপনাকে মেরেছি, সত্যি কথা বলছি আপনাকে কোন তালব্য শ মিথ্যে কথা বলে, আমি মরিয়া হয়ে গেছি, মাইরি বলছি—সরি,—

[আস্তে আস্তে মেশিনটা নামিয়ে টেবিলটার ওপর রাখল। মেয়েটি তখনো ফুলছে। বিনোদ টেবিলের উপর উবু হয়ে ব'সে গলা বাড়িয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলো]

ব্যাপার কি বলুন তো ? ভদ্রলোকের আপিসে এরকম চাবুক নিয়ে ঢুকে ভূতের নৃত্য স্বরু করেছেন কেন ?

মেয়েটি ॥ ভদ্রলোকের আপিস ? ছোটলোকের আপিস। আপনাদের ঐ জানালায় একটা কাচ ভাঙ্গা কিসের জন্যে, কী দেখছিলেন আপনি ঐখানে ঐ টুলটায় ব'সে ব'সে, রোজ এই সময়ে কী দেখেন আপনারা আমাদের বাড়ীর দিকে ?

বিনোদ ॥ (একগাল হেসে) আপনাকে দেখি, আজও তাই চেষ্টা করছিলুম।

মেয়েটি ॥ বেহায়া কোথাকার, আমার সামনে একথা বলতে আপনার লজ্জা করলো না ?

বিনোদ ॥ আবার সেই লজ্জা। বলি, জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি কথা

বললুম, এতে লজ্জার কথা আসে কেন? আপনার জন্যে কি আমায় মিথ্যে কথা বলতে হবে নাকি? বাঃ বা রে আব্দার।

মেয়েটি ॥ (কষ্টে সংযত হয়ে) কি দেখতেন আপনি আমাকে? বলুন, উত্তর দিন।

বিনোদ ॥ না না মিছে আমায় জিজ্ঞাসা করবেন না আমি উত্তর দিতে পারব না।

মেয়েটি ॥ (ফেটে প'ড়ে) দিতেই হবে আপনাকে উত্তর।

বিনোদ ॥ কেন ভয় দেখাচ্ছেন শুধু শুধু। দিতে হলে আমাকে সত্যি উত্তরই দিতে হবে। আর সে তো আপনার ভাল লাগবে না—অতএব—

মেয়েটি ॥ (ব্যংগে) ওঃ! আপনি বুঝি মিথ্যে বলেন না কখনও?

বিনোদ ॥ (সহজভাবে) তা বলবো না কেন। লোককে যখন ঠকাতে চাই তখন বলি। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার কি এমন ঠকাবার সম্পর্ক যে আপনার জন্যে আমি মিথ্যে বলতে যাব? না, না, সে আমি পারব না, আপনি মিথ্যে চেষ্টা করছেন।

মেয়েটি ॥ উঃ কি মিথ্যুক! আমি চেষ্টা করছি আপনাকে মিথ্যে কথা বলাবার জন্যে!

বিনোদ ॥ তা না তো কী? সত্যিকথা বললেই তো রেগে টং হয়ে উঠছেন। আমি যদি বলি যে ঐ ফুটোর মধ্যে দিয়ে যে ক'দিন আপনাকে দেখেছি, পরীর মত সুন্দর লেগেছে দেখতে। আর এখন দেখাচ্ছে যেন একটা কদাকার হিড়িম্বার মতন—

[মেয়েটি ফের চাবুক তুলতেই সেও চেঁচিয়ে উঠল]

নন্-ভায়োলেন্স, নন্-কো অপারেশন! গান্ধীর দেশের মেয়ে হয়ে এ কী রকম ব্যবহার আপনার। তর্কে হেরে গিয়ে চাবুক তুলবেন। ছিঃ, আমার দোষ নেই, এর পরে ফের

যদি আপনি চাবুক তোলেন তাহলে আমিও কিন্তু লাফিয়ে প'ড়ে চাবুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আপনার—আপনার হাত চেপে ধরব।

মেয়েটি ॥ (চাবুক সুদ্ধ হাত প্রসারিত ক'রে) বটে। আসুন না, দিন একবার দয়া করে চাবুকটা ছুঁড়ে ফেলে। দেখি কতখানি শক্তি আপনার। আসুন!

বিনোদ ॥ (সশংক দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে চেয়ে) আচ্ছা, ধ'রে নিলুম আপনি যুযুৎসু জানেন।

মেয়েটি ॥ কিচ্ছু ধ'রে নিতে হবে না আপনাকে। কেবল দয়া ক'রে একবার হাতটা ধরুন না আমার, দেখি! কই আসুন।

বিনোদ ॥ না, না সে আমি পারব না। আমি মনে মনে ধ'রে নিচ্ছি—

মেয়েটি ॥ (ধমক দিয়ে) কিচ্ছু মনে মনে ধরতে হবে না আপনাকে—

বিনোদ ॥ (সকাতরে) কিন্তু কেবল তাই যে আমি পারি। এতক্ষণ আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন এর মধ্যে প্রায় তিন চার বার আমি মনে মনে আপনাকে জড়িয়ে ধরেছি, কিন্তু তাই বলে সত্যি সত্যি—[মেয়েটা চাবুক তুলে অগ্রসরোদ্যত হতেই ফের সে চীৎকার ক'রে উঠল] আমি চেঁচাব, আমি চেঁচাব কিন্তু [মেয়েটি তার চরণকে সম্বৃত ক'রে দাঁড়াল, পুরুষমানুষের এই রকম চীৎকার শোনা তার জীবনে প্রথম। সে আশ্চর্য্য হয়ে—]

মেয়েটি ॥ (হেঁকে বললে) চুপ করুন, চেঁচাবেন না জানোয়ারের মত—আপনি না পুরুষ মানুষ।

বিনোদ ॥ কিন্তু আপনি যে এ্যামাজোন, ওঃ! কী ভয়ানক ভয় দেখাতে পারেন লোককে। বসুন না ঐ চেয়ারটায় বসুন না। ক্লান্ত হন নি? ওই ও পাশেরটায়, (রুমালে মুখ মুছতে মুছতে) বাব্বা, বাংলার জল হাওয়ায় এমন মেয়েও তৈরী হয় কে জানতো।

মেয়েটি ॥ (দূরতম চেয়ারে বসতে বসতে) কিন্তু বাঙালী হ'লেও বাংলার জল হাওয়ায় তো আমি তৈরী নই, আমরা রেঙ্গুনের লোক ; সম্প্রতি ওখানকার গোলমালের জন্যে চ'লে আসতে হ'য়েছে এখানে।

বিনোদ ॥ রেঙ্গুনের মেয়ে ? তাই তো বলি। [যেন বিষয়টা তার কাছে সম্পূর্ণ সরল হ'লো]

মেয়েটি ॥ তাইতো কী বলেন ?

বিনোদ ॥ শরৎ চাটুয্যে মশায় তাঁর 'শ্রীকান্ত' বইতে লিখেছেন রেঙ্গুনের মেয়েরা নাকি আখ নিয়ে পুরুষ মানুষ ঠেঙায়। তা আপনিও তো সেই স্পিসীজ্—

[মেয়েটির ক্রোধের উত্তাপ এতক্ষণে একটু একটু ক'রে কমে এসেছিল, এই কথায় সে ফিক ক'রে হেসে ফেলল। হাসির সংগে সংগে এতক্ষণের ঘটনা, বিশেষ ক'রে টেবিলের ওপর বিস্মিত-নেত্র বিনোদকে দেখে সমস্ত ব্যাপারটা তাকে খিল খিল ক'রে হাসিয়ে ছাড়ল। তার হাসি দেখে বিনোদও বেশ ভরসা পেয়ে টেবিলের ওপর থেকে পা ঝুলিয়ে ব'সে বললে—]

বিনোদ ॥ হাসলে আপনাকে বেড়ে দেখায় তো !

[মেয়েটা সংগে সংগে হাসি বন্ধ ক'রে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর হয়ে ঠোঁট টিপে থাকে]

বিনোদ ॥ একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো ? রাগ করবেন না তো আবার ?

মেয়েটি ॥ কী কথা ?

বিনোদ ॥ এই যে—আচ্ছা, আপনার বাবার কি অনেক টাকাপয়সা ?

মেয়েটি ॥ অনেক। বাবা যে মস্ত ব্যবসাদার। পাশের বাড়ীটা, এই বাড়ীটা সব তো আমরা কিনেছি।

বিনোদ ॥ (বিপুল আশান্বিতভাবে) ও, তাহলে যে দারোয়ানটা ভাড়ার তাগাদা করতে আসে, সেটা আপনাদের দারোয়ান ?

[মেয়েটি সমর্থন করায় বিনোদ উল্লাসে চীৎকার করতে গিয়েই হঠাৎ থেমে যায়] আপনার ভাই আছে ?

মেয়েটি ॥ নিজের ? নাঃ।

বিনোদ ॥ (অধীরতায় প্রায় বিকলকণ্ঠে) বোন ক'টি ? বোন ?

মেয়েটি ॥ ভাই বোন আমার কেউ নেই। আমি একলা।

বিনোদ ॥ হুররে, আপনি গল্প লেখেন না ? লিখুন না একটা ? আমরা একটা কাগজ বার করি। তাতে ছাপিয়ে দোব। ওয়াণ্ডারফুল হবে। হবেই হবে।

মেয়েটি ॥ না, না গল্পটল্প আমার লিখতেও ভাল লাগে না, পড়তেও ভাল লাগে না। [বিনোদ চুপসে যায়] হ্যামলেট পড়েছি অবশ্য। কমিক্‌স-এ। Interesting.

বিনোদ ॥ হ্যামলেট ? কমিক্‌স-এ ? হায় হায় হায় আপনাকে নিয়ে আমি যে কোথায় রাখি ! হেরে গেলুম, একদম গোবেড়ান হেরে গেলুম। আমি বিনোদ মিত্তির, ভূতের বেটা অদ্ভুত তার বেটা কিম্ভূত, একদম ব্যাং চ্যাপটা—

মেয়েটি ॥ চুপ করুন। ভূত ভূত করছেন কেন ? ভূত ব'লে কিছু নেই। ওটা uneducated লোকদের একটা superstition.

বিনোদ ॥ (উচ্ছ্বসিত হাসিতে তার কণ্ঠ বিকল হয়ে যায়) ঐ ভূতই তো আমাদের ভবিষ্যৎ। আপনার, আমার। বর্তমানটা তো মায়া। একেবারে প্রগতির মত মিথ্যে।

মেয়েটি ॥ এসব কী বড়ো বড়ো কথা বলছেন ?

বিনোদ ॥ ব'লে ফেলেছি তো ? (নিজের কান মুলে মাথায় চাঁটি মারে) আর বলবো না। আচ্ছা যুযুৎসুর ওপর কমিকস্ট্রিপ বানাবো আমরা। তাহলে লিখবেন তো ? প্লীজ।

মেয়েটি ॥ আপনাদের কাগজে কমিক্‌স্ বেরোয় ? আপনারা তো খুব modern তাহলে ?

বিনোদ ॥ ব'লে। আমরা যেমনি মডার্ণ, তেমনি প্রগ্রেসিভ। দারুণ, দারুণ আমরা।

মেয়েটি ॥ Progressive? সে কি! এক্ষুণি যে বললেন্‌ প্রগতি হচ্ছে মিথ্যে কথা?

বিনোদ ॥ ওঃ হো, বলেছি বুঝি! তাহোক আমার এক সময়ের কথা আপনি আর এক সময়ে ধরবেন না। অবস্থা বুঝে আমার সব পাল্টে যায়।

মেয়েটি ॥ সে আবার কি! অবস্থা বুঝে আপনার বিশ্বাস পাল্‌টে যায়?

বিনোদ ॥ নিশ্চয়ই। আমি যে পলিটিক্যাল নেতা হবার সাধনা করছি।

মেয়েটি ॥ এসব আবার কী বকছেন? ও কথার সঙ্গে একথার কী সম্পর্ক?

বিনোদ ॥ (সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে নিজের মাথায় চাঁটি মেরে) ঠিক। কোন সম্পর্ক নেই। আপনার বাবার অনেক টাকা পয়সা। আপনার কোনও ভাইবোন নেই। আপনি কমিক্‌স্‌-এ হ্যামলেট পড়েন—, আচ্ছা কেউ কখনো খুব ক'ষে আপনার সঙ্গে প্রেম করেনি? [ব'লেই তাড়াতাড়ি টেবিলের ওপর আবার উঠে বসে]

মেয়েটি ॥ (মুখে অবজ্ঞা-সূচনা ক'রে মাথা নেড়ে) নাঃ।

বিনোদ ॥ (সাশ্চর্যে) কেউ করেনি? রেঙ্গুনের লোকগুলো সব মুখ্যু, না কী?

মেয়েটি ॥ (বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে) ঠিক তত মুখ্যু নয়। চেষ্টা করেছিলেন অনেকেই, তবে অনেক bitter অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁদের ফিরতে হয়েছে; কাউকে বা হাত ভেঙ্গে, কাউকে বা চড়্‌ খেয়ে।

বিনোদ ॥ ও। ঐ যুযুৎসু? [মেয়েটি হেসে মাথা নেড়ে সায় দেয়। বিনোদ হতাশ আর্তস্বরে বলে] ও তবে মুখ্যু আপনিই।

মেয়েটি ॥ আমি মুখ্যু কি রকম?

বিনোদ ॥ তা এতোখানি বয়স অবধি আপনার, আপনি যদি একজনের সঙ্গেও অন্ততঃ প্রেম না ক'রে থাকেন তো মুখ্যু বলবো না আপনাকে?

মেয়েটি ॥ নিশ্চয়ই বলবেন না। প্রেম করতে গেলে গোড়াতেই কী প্রয়োজন? একজন পুরুষ মানুষকে প্রয়োজন তো?

বিনোদ ॥ সে তো নিশ্চয়ই প্রয়োজন, তা নয়তো কি আমি আপনাকে লেসবিয়ান প্রেম করতে বলেছি নাকি?

মেয়েটি ॥ কিন্তু সে পুরুষমানুষটিকে পাবো কোত্থেকে সেটি তো বলছেন না। প্রেম করতে আমারই কি অসাধ? কিন্তু লোক কই?

বিনোদ ॥ (একগাল হেসে পা দুটো দোলাতে দোলাতে) কেন মিস্, আমি তো একজন রয়েছি সামনে,—একেবারে হাতের গোড়ায়।

মেয়েটি ॥ (অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে নাক উঁচু করে) আপনি? ফুঃ। আপনি আবার পুরুষ মানুষ নাকি?

বিনোদ ॥ (যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয়ে) আমি পুরুষ মানুষ নই?

মেয়েটি ॥ নাঃ।

বিনোদ ॥ বারে মজা—(বাক্‌রোধ হয়ে গেল)

মেয়েটি ॥ পুরুষ মানুষ হচ্ছে সে, যে সবল, যে নির্ভীক, যে বীর। আর আপনি তো হচ্ছেন একটা দুর্বল, একটা ভীতু, একটা কাপুরুষ। ঐ তো এক্ষুণি একটা মেয়ের ভয়ে আপনি ঐ টেবিলটার ওপর থেকে একটা নেড়ী কুত্তার মতো চেঁচাচ্ছিলেন। হ্যাঁ, হতেন যদি পুরুষ গট্ গট্ ক'রে এগিয়ে আসতেন আমার দিকে, ছুঁড়ে ফেলে দিতেন চাবুকটা আমার হাত থেকে, আর আমি অসহায়ের মত একবার আপনার দিকে তাকিয়ে লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে থাকতুম।

বিনোদ ॥ দিতুম তো ছুঁড়ে ফেলে, কিন্তু আপনি যে বললেন আপনি যুযুৎসু জানেন।

মেয়েটি ॥ জানলেই বা, আপনিও কেন শিখে নেননি সেটা। শরীরে এক তিল ক্ষমতা নেই, চুরি ক'রে করে মেয়েদের দেখবেন, আপনি আবার পুরুষ, ফুঃ! [বিনোদ পাঙ্কচার্ড হয়ে গেল। কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে ব'সে থেকে বললে]

বিনোদ ॥ বেশ তাই যেন হলো। কিন্তু ধরুন আমি যদি গামা বা হামিদার মতো একজন পালোয়ান হতুম, আর এখানে বসে চুরি ক'রে আপনাকে দেখতুম তাহলে আপনি চাবুক নিয়ে এলে আমি কি সোজা গিয়ে আপনার চাবুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারতুম না?

মেয়েটি ॥ পারতেনই তো। তাইতো বলছিলুম আপনাকে।

বিনোদ ॥ বেশ। কিন্তু চুরি ক'রে দেখা সম্বন্ধে একটা কথা বলেছেন কি না, অমনি ঠাস ক'রে এ গালে এক চড় আর ঠাস ক'রে ওগালে এক চড় (স্বর ক'রে) তখন কী করতেন নব চিত্রাংগদা। [বোঝা গেল মেয়েটির ধারণার মধ্যে গোল স্থরু হয়েছে]

মেয়েটি ॥ (দুর্বলভাবে) বাঃ তাই বা আপনি মারবেন কেন আমাকে শুধু শুধু।

বিনোদ ॥ কেন মারব না বলুন? চাবুক কেড়ে নিতে যদি জোর খাটালে ভালো হয় তাহলে কড়া কথা বলার জন্যে কেন তিনটি গাঁট্টায় আপনার ঐ নিরেট মাথাটা ফাটিয়ে ছেড়ে দেব না সেটা বলুন। হুঁ হুঁ বাব্বা! সাধে কি বলেছে অহিংসা পরমো ধর্ম্ম।

মেয়েটি ॥ বাঃ, সেটা হলো আত্মরক্ষার জন্যে, কিন্তু গাঁট্টা মারা—

বিনোদ ॥ সেও তো আত্মরক্ষার জন্যে। চাবুক দিয়ে মারলেই বুঝি শুধু লাগে, আর কথায় লাগে না? এইতো আপনাকে হিড়িম্বা বলতেই আপনি তিড়িং তিড়িং ক'রে লাফিয়ে

উঠলেন। তার বেলা? [মেয়েটি চুপ ক'রে থাকল—তাই দেখে বিনোদের আহ্লাদ আর ধরে না—বলতে লাগল] কী? চুপ ক'রে কেন? বলুন? বলুন যে চড় খেতে গাঁট্টা খেতে আপনার খুব ভাল লাগে, গুণ্ডা দেখলেই বীর ব'লে মনে হয়, প্রেম করতে সাধ যায়,—বলুন, বলুন একবার। তারপর এমন খারাপ কথা আমি আপনার নামে বলবো যে আপনি ধারণা করতে পারবেন না।

মেয়েটি ॥ (সভয়ে) কী খারাপ কথা?

বিনোদ ॥ বলবো যে আপনার নারীত্ব ব'লে কিছু নেই, আত্মসম্মান ব'লে কিছু নেই,—নইলে গাঁট্টা খেয়ে আনন্দ হয়, ওরে ব্বাবা! বলবো যে আপনাকে পার্সেল ক'রে ভিয়েনায় পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। চিকিৎসা করতে। আর ভিয়েনায় যদি না যেতে পারেন তাহলে আমার সঙ্গে, মানে আমার সঙ্গে প্রেম করা উচিত। এমন পার্ভার্ট আপনি।

মেয়েটি ॥ (দাঁড়িয়ে উঠে) চুপ করুন, গালাগালি দেবেন না বলছি।

বিনোদ ॥ [ধমকের চোটে বিনোদের ভরসা এক মুহূর্তে উবে গেল—পা দুটো তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর তুলে নিয়ে ভীতস্বরে বললে] না, না, গালাগালি তো দিইনি। গালাগালি দোবো কেন? সেই কি আমার স্বভাব?

মেয়েটি ॥ (সংযত হয়ে আবার চেয়ারে বসল। সমস্ত শরীর শক্ত ক'রে চোখ বুজে নিজের মনকে যেন তৈরী ক'রে নিল। একবার ঘাড় ফিরিয়ে বিনোদের দিকে দেখল, বিনোদ ভড়কে গেল, কিন্তু মেয়েটি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না ক'রে আবার সামনের দিকে চেয়ে শক্তমুখে বিনোদকে বললে] আসুন প্রেম করুন আমার সঙ্গে।

বিনোদ ॥ অ্যাঁ, কি বললেন?

মেয়েটি ॥ আসুন, প্রেম করুন। আমি মনকে ঠিক ক'রে নিয়েছি। করুন।

বিনোদ ॥ অঁ্যা বলেন কি ? (লাফিয়ে টেবিল থেকে নামতে যেয়েই আবার থেমে গেল, বললে) চাবুক রয়েছে যে।

মেয়েটি ॥ (চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে, চাবুক ছুঁড়ে ফেলে দিল) চাবুক ? চাবুকে আর কোনো logic নেই।—আসুন, আসুন আপনি আমার কাছে। প্রেম করুন আমার সঙ্গে। প্রেম—

[মেয়েটি দুহাত বাড়িয়ে পায়ে পায়ে বিনোদের দিকে এগোতে লাগল, বিনোদ কিন্তু টেবিলের উপর গুঁড়ি মেরে ব'সে সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখছিল, মেয়েটি কাছে এসে পড়তেই হঠাৎ এক লাফে টেবিলের পিছনে চেয়ারটার উপর হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে চীৎকার ক'রে উঠল]

বিনোদ ॥ ওরে বাপরে যুযুৎসু, যুযুৎসু, মেরে ফেললে, মেরে ফেললে—

[হন্তদন্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করলো সুরেশ]

সুরেশ ॥ কি হয়েছে ? বিনোদ, বিনোদ, কী হয়েছে ?

বিনোদ ॥ (টেবিলের পাশ থেকে মাথাটা বের ক'রে মেয়েটিকে দেখিয়ে বললে) ঐ বর্মী মেয়ে-বোম্বেটে আমাকে খুন করতে এসেছিল।

[সুরেশের নজরে পড়লো মেয়েটা। প্রশ্ন করলে—]

সুরেশ ॥ কে আপনি ? কী চাই আপনার এখানে ?

মেয়েটি ॥ (হতভম্ব হয়ে) কিছু চাই না।

বিনোদ ॥ (তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠলো) কিছু চাই না। মিথ্যে কথা বলবেন না খবরদার, আপনি এক্ষুণি আমাকে ডাকছিলেন না আপনার সঙ্গে প্রেম করতে ?

সুরেশ ॥ প্রেম করতে ! বিনোদ, তোমার বন্ধুকে এখুনি এখান থেকে নিয়ে যাও। আর এই শেষবারের মত আমি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে এটা আপিস, এটা বৃন্দাবন নয়।

বিনোদ ॥ (বিপদগ্রস্তের মতো বেচারী হয়ে) বারে, আমি কী করলুম। আমি যেই বললুম গান্ধীজী বলেন 'অহিংসা পরমো ধর্ম', ব্যস অমনি বললে আমার সঙ্গে প্রেম করো। সেধে সেধে, জানো সুরেশ, সেধে সেধে—

মেয়েটি ॥ (প্রচণ্ড রাগে একটা শব্দ ক'রে) সেধে সেধে ! [কুড়িয়ে নিল চাবুকটা—বিনোদ এক লাফে পিছিয়ে গিয়ে]

বিনোদ ॥ দেখেছ, দেখেছ সুরেশ, কী রকম দজ্জাল—

সুরেশ ॥ (এগিয়ে মেয়েটির সম্মুখীন হয়ে) থামুন। আপনি এখানে এসেছেন কিসের জন্যে ? এখানে আপনার কী দরকার ?

মেয়েটি ॥ (প্রচণ্ড ক্রোধে) চাব্‌কাবার দরকার। কীসের জন্যে আপনারা ঐ জানলায় অতবড় একটা ফুটো করিয়েছেন ? লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েদের দেখতে লজ্জা করে না, আবার কী দরকার—চাবকে আমি দুজনের পিঠের ছাল তুলে (হঠাৎ হাত নামিয়ে) দিতুম, কিন্তু দেবো না। এখন আমি non-violent, সত্যাগ্রহী। (বিনোদ 'অ্যা' বলে এগিয়ে গেল)

সুরেশ ॥ (শান্ত স্বরে) দেখেছ, তোমার জন্য অপরকে কী রকম অপমানিত হতে হয়।

বিনোদ ॥ দূর পাগলা, অপমানিত না হ'লে অপমান করে কার সাধ্য। (সুরেশের আড়াল থেকে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে) কিন্তু সত্যি সত্যি আপনি নন্ ভায়োলেণ্ট ? অনার ব্রাইট ? (সন্তর্পণে হাত বাড়িয়ে দেয়।)

মেয়েটি ॥ (করমর্দন ক'রে) Honour Bright !

বিনোদ ॥ (সঙ্গে সঙ্গে সুরেশকে ঠেলে নিজে সামনে এসে) মাই ডার্লিং, মাই ডার্লিং এ্যাড্ ইনফিনিটাম সার্টেনলি ইউ হ্যাভ নট হ্যাড্ ইয়োর টী ? আমি আপনাকে চা-য়ে নিমন্ত্রণ করছি। বলো, তোমার আপত্তি নেই। বলো বলো, টাইম ইজ রাণিং ফাস্ট।

মেয়েটি ॥ (একটু হতচকিতভাবে) না, আপত্তি নেই।

বিনোদ ॥ (উচ্ছ্বসিতভাবে) গুড, গুড, এমন বাধ্য মেয়ে কেউ কোথাও দেখেছে ? যে রেটে এগোচ্ছি শেষ পর্যন্ত তোমাকে বিয়ে না ক'রে ফেলি। মাই ডিয়ার সুরেশ (বিদায় নিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ মনে পড়তে এগিয়ে কাছে এসে) এই সুরেশ, চাবিটা

দেখি, চাবিটা। (বলতে বলতে নিজেই তার পকেটে হাত পুরে দিয়ে চাবি বের ক'রে দেরাজ খুলে সম্পূর্ণ টাকা বের ক'রে নিল) আমার টাকা ক'টা আমি নিলুম বুঝলে? আর তোমার এই খুচরোটাও নিয়ে নিই কী বলো? কোন ভয় নেই তোমার, সব বন্দোবস্ত ক'রে দেবো। বুঝতেই পারছ। এটা প্লীজ ঠিক ক'রে রেখে দাওতো ভাই। (ফাঁকা দেরাজটা সুরেশের হাতে তুলে দিয়ে, এগিয়ে মেয়েটাকে বললে) লেট মি— (মেয়েটির বাহু ধ'রে বেরিয়ে যেতে যেতে সুরেশকে) সো লঙ্ গুড্ বয়।

[দুজনে বেরিয়ে গেল, সুরেশ হতভম্বভাবে দেরাজটা রাখতে গিয়ে হঠাৎ ক্ষেপে উঠলো। 'দুত্তোর' ব'লে সেটাকে মেঝেতে আছড়ে ফেলল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[স্থান :—বিনোদের বাড়ীর নিচেকার বসবার জায়গা। কাল—বিকেল। পাত্র—বাবা দেবব্রত এবং বোন মিনতি। দেবব্রত নিজের মনে কাজ করছেন, মিনতি চেয়ারের কুশনের মধ্যে কুণ্ডলি পাকিয়ে ব'সে এক মনে বই পড়ছে। চাকর রঘু চায়ের ট্রে হাতে ঢোকে, পেছনে পেছনে দেবব্রতর স্ত্রী করুণা প্রায় তাকে তাড়া ক'রে আসেন]

করুণা ॥ আমাকে কেউ মানেনা, কেউ মানে না! আমি যেন একটা কিচ্ছু না। অথচ আমি তো এ বাড়ীর গিন্নী? অন্য বাড়ীতে দেখ তো, মিসেস চ্যাটার্জীর ভয়ে সকলে একেবারে তটস্থ। আর এখানে আমার যা ভালো লাগে তা কেউ করবে না, আমাকেও করতে দেবেনা। কেবলি আমাকে বকবে আর বকবে। এতদিন তুমি বকতে, এখন ছেলে-মেয়েরাও বকে। আর তাই চাকর বাকরেরাও আমাকে মানে না। রঘু আমার মুখে মুখে চোপা করে। এত সাহস! আমাকে বলে কিনা 'যান যান'!

রঘু ॥ বাঃ, আমি বললুম জল গরম হ'লেই আমি নিয়ে যাচ্ছি আপনি যান।

করুণা ॥ তাই বললে? তুমি তাই বললে? তুমি বললে 'যান যান'। গয়লাটা দুধ নিতে এসে দাঁড়িয়েছিল,—সে সাক্ষী আছে। রঘু বলেছে 'যান যান।'

রঘু ॥ (মিনতিকে উদ্দেশ্য ক'রে) দেখুনতো দিদিমণি আমার কি দোষ? রহমান দেশে চ'লে গেছে, ঝিও দুপুর বেলায় ভবানীপুর চ'লে গেছে, আমি একা কদ্দিক সামলাই? ড্রাইভার নেই, বাবুর্চি নেই—। আমাকে তো একটা কাজ শেষ ক'রে তবে আর একটা কাজে হাত দিতে হবে।

করুণা ॥ তুমি কোনো কাজ করছিলে না। তুমি গয়লাটার সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছিলে।

রঘু ॥ আপনি বললেই তো হবে না,—আমি দুধ নিচ্ছিলুম।

করুণা ॥ আবার, আবার ঐ রকম! এবার আমি ভয়ানক রেগে যাবো। যাও, চ'লে যাও এক্ষুণি। আমার ভয়ানক রাগ বেড়ে যাচ্ছে,—চ'লে যাও বলছি—

[গজগজ করতে করতে রঘুর প্রস্থান]

আমাকে কেউ মানেনা, কেউ মানেনা। মানবে কেন? স্বামী, ছেলে, মেয়ে, এরা যদি বাড়ীর গিন্নীকে ভয় ক'রে না চলে—তো চাকরের কি দোষ? ওরা লেখাপড়া শেখেনি, ওরা তো দেখেই শিখবে। একদিন আমি এ বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবো, নিশ্চয় যাবো।

মিনতি ॥ দেখ বাবা, আমি অনেক ভেবে দেখলুম যে বক্তৃতায় যাই বলা হোক না কেন, নন্‌-ভায়োলেন্স ব্যাপারটা আসলে খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার। সমাজের ওসব মানলে চলে না।

করুণা ॥ (সরোষে) মিনতি আমি কথা বলছিলুম।

মিনতি ॥ (সৌজন্যের ব্যঙ্গে) তাই বুঝি! ভেবেছিলুম যে তোমার এ্যাক্টিং-এর শেষে তোমার এক্সিট হয়ে গেছে।

করুণা ॥ এ্যাক্টিং! (স্বামীকে) দেখ, নিজের কীর্তিটা একবার চোখ মেলে দেখ। আমার মুখের ওপর আমাকে এমনি ক'রে অপমান করার সাহস তোমার মেয়ে পায় কোত্থেকে—! এ বাড়ীর রীতিই হচ্ছে স্ত্রীকে অবহেলা করা, ওরাও তাই দেখে দেখে মাকে অপমান করে। ওদের কতটুকু বুদ্ধি? বড়োর দেখেই তো শিখবে। বলি ও বিদুষী মেয়ে, রঘু তোমার চোখের সামনে কী কাণ্ডটা ক'রে গেল সেটা দেখেছ?

মিনতি ॥ বাঃ তা দেখিনি—! সেইজন্যেই তো বাবামণিকে বলছিলুম যে এই প্রচণ্ড মজুর সমস্যার দিনে কেউ যদি আবার ছারপোকার মতন কুট কুট ক'রে অহেতুক তাদের কামড়াতে

থাকে তাহলে যেমন ক'রে হোক সে ছারপোকার নিকেশ করতেই হবে। সমাজের জৈন ধর্ম্ম মানা চলে না।

করুণা ।। (বিমূঢ় হয়ে) জৈনধর্ম্ম! ছারপোকা! আমি কি এই সব কথা বলছিলুম নাকি?

দেবব্রত ।। বরঞ্চ উল্টোটাই হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত ভাবে আমার ক্ষমতা অনুযায়ী লড়াই ক'রেই আমাকে বাঁচতে হয়। খুব ভায়োলেণ্ট সে লড়াই! নইলে কোনও উন্নতিও হয় না। সেখানে সমাজকে নিউট্রাল থাকতেই হবে। সমষ্টি যদি ব্যষ্টির ওপর চাপ দিতে থাকে, সেটা অত্যন্ত আনফেয়ার।

মিনতি ।। কিন্তু তাহলে—

করুণা ।। এই আবার সুরু হোলো। ওঃ এটা কি একটা বাড়ী? এটা একটা গোয়ালঘর। এরা কেবল বইয়ের পাতা গিলছে আর তার জাবর কাটছে—ওঃ [দুহাতে কান চাপা দিয়ে আর্তনাদের মত চীৎকার ক'রে উঠলেন]

মিনতি ।। গুড্, গুড্, এটা দারুণ হয়েছে। এটা তুমি নিশ্চয় আর কারো মুখে শুনে চালাচ্ছো মা। তোমার নিজের তৈরী কথা এটা কক্ষণও নয়।

[আর্তনাদ ক'রে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে করুণা যেন বদলে গেছেন। নিজের অস্তিত্বকে জানান দেবার জন্য অপরের উপেক্ষার বিরুদ্ধে তিনি যে ক্ষোভ তুলেছিলেন ঐ চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে যেন তার পরিসমাপ্তি ঘটল। এখন তাকে দেখে মনে হয় তিনি যেন সকলের মুখাপেক্ষী একটি অত্যন্ত অসহায় মেয়ে। মেয়ের কথায় গর্বিত হাসি গোপন করবার চেষ্টা ক'রে বললেন]

করুণা ।। হ্যাঁ। এটুকু যেন আর আমি নিজে বানাতে পারি না। কি যে ভাবিস তোরা আমাকে।

মিনতি ।। (মাকে এককাপ চা ঢেলে দিয়ে) তবে এই নাও তোমার পুরস্কার। এককাপ চা।

করুণা ।। ইস্, মেয়ে আমাকে আপ্যায়িত কচ্ছেন দেখ।

মিনতি ।। (দুহাতে মাকে জড়িয়ে) করবোনা ? তুমি যে আমার লক্ষ্মী মা—টি—। কিন্তু দেখ মা, কিছুদিন থেকে তুমি শরীরের বড্ড অযত্ন করছ। দুবার ক'রে চেঁচানো তো আজকাল তোমার একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। তারপর আজ যখন বিকেল বেলাই দ্বিতীয় চীৎকার হয়ে গেল···দেখতে হবে না রাতে আর একবার নিশ্চয় চেঁচাবে।

করুণা ।। না—না, আজ আর মোট্টে চেঁচাবো না। দেখ না, এখন একদম ঠিক হয়ে গেছি।

মিনতি ।। কিন্তু আজ বিকেলেই তোমার এত মাথা গরম হয়ে উঠল কেন বলতো ? আজ দুপুরে তোমার সেই ঘুমের ওষুধটা খেয়েছিলে ? সেই যে, যেটা বাবা তোমাকে এনে দিয়েছে।

করুণা ।। (ঘাড় কাত ক'রে) হ্যাঁ খেয়েছি তো।

মিনতি ।। তবে ? হ্যাঁ মামণি, তবে কেন এত চ'টে উঠলে ?

দেবব্রত ।। তোমার মাকে আমি ক্লাবে যেতে বারণ ক'রে দিয়েছি ব'লে।

মিনতি ।। মা'র ক্লাবে যাওয়া বারণ ! মা'র ! কলকাতার সবচেয়ে বড় aristocrat theatre club-এর সবচেয়ে বড় অভিনেত্রী করুণাদেবীরই ক্লাবে যাওয়া বারণ ! কেন, কারণটা কি ঘটলো ? আমিতো আমার জ্ঞান হওয়া অবধি মাকে থিয়েটার করতে দেখছি আর পার্ট মুখস্থ করতে শুনছি। সেই মা ক্লাবে যাবে না ; কি হয়েছে গো বাবা, বলোনা।

দেবব্রত ।। Well—তোমার বয়স হয়েছে, কারণটা তোমাকে বলা যেতে পারে। ওদের ক্লাবে কে এক—কী নাম বললে—

করুণা ।। পঞ্চানন বাঁড়ুজ্যে। তুই দেখেছিস তাকে।

মিনতি ।। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তোমাদের ক্লাবের সেই বড় ফিনান্সিয়ার তো ? গোঁফওয়ালা ? গেল রাত্রেও তো তোমাকে সে গাড়ী ক'রে পৌঁছে দিয়ে গেল।

দেবব্রত ॥ যাইহোক,—সেই লোকটি করুণার অভিনয় দেখে এতদূর প্রীত হয়েছেন যে কাল গাড়ীতে আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারেন নি। প্রেম জ্ঞাপন ক'রে ফেলেছেন।

মিনতি ॥ (হঠাৎ হেসে ফেলে) মা—কে!

দেবব্রত ॥ এত আশ্চর্য হবার তো কোনও কারণ নেই। কেবলমাত্র যৌবনের দাবীতে সমস্ত প্রৈমিক ব্যাপারে তোমারই যে একচেটে অধিকার থাকবে একথা মনে করা ঠিক নয়।

মিনতি ॥ ধ্যেৎ, আমি কি তাই বলছি। আমি আশ্চর্য হচ্ছি সে লোকটার আস্পর্ধার কথা ভেবে। একটা গোমূর্খ পাড়াগেঁয়ে জমিদার। তার কী আছে যে সে এই কথা বলতে আসে?

দেবব্রত ॥ ওই মুখ্যুমিটাই আছে।

মিনতি ॥ ওটা থাকা নয় বাবা, না থাকা—নঙর্থক।

দেবব্রত ॥ দেখো একটা কথা আমি প্রায়ই ব'লে থাকি তুমি জান, যে পৃথিবীতে দুজাতের লোক আছে। এক যারা বুদ্ধিমান, আর যারা নয়। এই পঞ্চানন বাঁড়ুজ্যেটাও সেই নয়ের দলে। তাই তোমার মাকে ওর অত ভালো লেগেছে। ওই অভাবটাই হচ্ছে ওদের H. C. F,—গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক।

মিনতি ॥ (বাপের কথায় হাসে কিন্তু মায়ের দিকে চেয়ে তখনই তার লজ্জাও হয়) এবার তোমার কী পার্ট ছিল মা?

করুণা ॥ আমার? দেবযানী।

মিনতি ॥ ওই জানোয়ারটার জন্যে তোমার পার্ট করা হবে না তো? —বেচারা—।

করুণা ॥ (তার চোখে যেন জল এসে যায়। ছোট মেয়ের মত কৃতার্থ হয়ে বলে) আমি খুব ভাল ক'রে মুখস্থ করেছি। তুই শুনবি? তোকে শোনাবো।

মিনতি ॥ (মায়ের মুখের দিকে চেয়ে তার করুণা হয়। বলে) না, না—এ অন্যায়। বাবা তুমি না বল তুমি একজন ডিমোক্র্যাট?

তবে তুমি মাকে বারণ করবে কেন? মার নিজের স্বাধীনতা নেই?

দেবব্রত ॥ ডিমোক্র্যাসী মানে কি যার যা ইচ্ছা তাই করবার স্বাধীনতা? তা নয়। এই ক্ষেত্রে এ সংসারটা হচ্ছে একটা ইউনিট। কারও ব্যক্তিগত নির্বুদ্ধিতায় যদি এই সংসারের অসম্মান বা ক্ষতি হয় তাহলে সেটা বন্ধ করা হবেই। এবং সে বন্ধ করার ভার আমার ওপর, কারণ আমি এখনও এ বাড়ীর executive head।

মিনতি ॥ বাঃ তাই যদি হয় তাহলে এটাকে তো ব্যুরোক্র্যাটিক বললেও হয়। এই ডিমোক্র্যাসীতে সাধারণ সমাজের লাভটা কী হচ্ছে?

দেবব্রত ॥ ডিমোক্র্যাসীতো সমাজের জন্য সৃষ্টি হয়নি। ব্যক্তির জন্যে। এবং সত্যি কথা বলতে, উপযুক্ত লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্যে। এইখানেই হচ্ছে আগেকার ফিউড্যালিজমের সঙ্গে এর তফাৎ। সে যুগে হাজার ক্ষমতা থাকলেও নীচু থেকে সবচেয়ে ওপরে ওঠবার সুবিধে ছিল না। আর এ যুগে শুধু log cabin থেকে white house নয়, সামান্য একটা সৈনিক জার্ম্মানীর ফুয়েরার পর্য্যন্ত হয়ে কাইজারের চেয়েও বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন হতে পারে। সেই মানুষগুলোর সুবিধের জন্যেই ডিমোক্র্যাসীর সৃষ্টি। কারণ তারা বুদ্ধিমান। তাঁরা জন্মায় না সমাজের তাঁবে থাকবার জন্যে। তাঁবে থাকবে তারা যারা বুদ্ধিহীন, যারা সাধারণ।

করুণা ॥ (মেয়ের দিকে চেয়ে সপ্রশংসায়) কেমন সুন্দর বক্তৃতা করে ও, না?

দেবব্রত ॥ (স্ত্রীকে দেখিয়ে) এই হোলো তোমার সাধারণ মানুষ। কতটুকু স্বাধীনতা পাবার যোগ্য এরা? সমাজ হোলো এদের জন্যে, যারা একলা দাঁড়াতে অক্ষম। দেখ মিনতি, যারা খুব রোমান্টিক আদর্শবাদীর মতো ছোট বড় সকল

রকমের মানুষকে একটা গড়পড়তা মাপে আঁট ক'রে ধরতে চায় তারা বাস্তবের একটা আসল কথা ভুলে গেছে। সেটা হচ্ছে যে আমরা হলাম জানোয়ারের সন্তান। আমরাই পূর্বজন্মে জানোয়ার ছিলাম, এবং বাঁচবার প্রধান উপায় হোলো ঐ জানোয়ারেরই মতন লড়াই করতে পারা। Struggle for existence. তা নইলে বাঁচা যায় না।

করুণা ॥ আমরাই পূর্বজন্মে জানোয়ার ছিলুম? সকলে? বাঃ, সে ভারি মজার তো! আমি কী জন্তু ছিলুম, হ্যাঁ গো আমি কী জন্তু ছিলুম?

দেবব্রত ॥ ছুঁচো। এখানে এতোক্ষণ দাঁত বের ক'রে ব'সে আছো এগুলো নিয়ে যেতে বলা যেত না? এখনো কি চা খাওয়া শেষ হয়নি?

করুণা ॥ (অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে) হচ্ছে, হচ্ছে, সময় হলেই নিয়ে যাবে। (কিন্তু তখন নিজেই ট্রের ওপর কাপগুলো তুলতে তুলতে হঠাৎ খুব দুঃখিত ভাবে) আমাকে এরকম অপমান ক'রে তোমার যে কী লাভ হয় আমি বুঝতে পারি না। আমার একটা কথারও তুমি কখনো ভালো মুখে উত্তর দিলে না। অথচ আমি তোমার স্ত্রী তো।

দেবব্রত ॥ বৃথা চেষ্টা করছো, ছুঁচো ছাড়া আর কিছুই এখন মুখে আসবে না।

[ক্রুদ্ধ করুণা ট্রেটা তুলে গট গট ক'রে পিছনের খিলান পর্যন্ত চ'লে গেলেন, সেই খানে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন]

করুণা ॥ নিজে আগের জন্মে কী ছিলে জানো? খেঁকি কুকুর। তাই এ জন্মেও অভ্যেসটা ভুলতে পারোনি। [বেরিয়ে গেলেন]

মিনতি ॥ (সজোরে হেসে উঠল) হাঃ, হাঃ, হাঃ। মা তোমাকে বড্ডো ভালোবাসে বাবা, নইলে এমন অসহায় ভাবে চ'টে ওঠে।

[দেবব্রত কোনও উত্তর দিলেন না। মিনতি একটু চুপ ক'রে থেকে বললে]

মিনতি ॥ জানো বাবামণি, আমিও প্রেমে প'ড়ে গেছি।

দেবব্রত ॥ হুঁ, কত বয়স হোল?

মিনতি ॥ আমার? তা বছর উনিশ হয়েছে বৈকি।

দেবব্রত ॥ উপযুক্ত সময়। এখনো প্রেমে না পড়লে ডাক্তার দেখাতে হোত।

মিনতি ॥ সে কে জানো বাবামণি?

দেবব্রত ॥ আশা করছি, কোনও একটা স্বাস্থ্যবান তুঠেঙে। এর বেশী জানা এক্ষুণি নিষ্প্রয়োজন।

মিনতি ॥ স্বাস্থ্যবান বটে আর তুঠেঙে তো বটেই, কিন্তু এটুকু জানলে তোমার কিছুই জানা হবে না। সে হচ্ছে দাদার বন্ধু, নাম সুরেশ সরকার। যার সঙ্গে মিলে দাদা আপিস খুলেছে। তুমি তো দেখেছ তাকে।

দেবব্রত ॥ হয়তো দেখেছি। মনে ক'রে রাখিনি।

মিনতি ॥ এরপর যেদিন আসবে, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো (হঠাৎ) আচ্ছা বাবা, মার সঙ্গে যখন তোমার প্রথম আলাপ হয় মা-কে তুমি খুব ভালোবেসেছিলে?

দেবব্রত ॥ অনাবশ্যক কৌতূহল।

মিনতি ॥ বলনা, বাবা। বলছি এতো ক'রে।

দেবব্রত ॥ (মেয়ের দিকে তাকিয়ে একটু ভেবে) অবশ্য এখন তোমার বয়স হয়েছে, বলা যায়। সেটা ঠিক ভালোবাসা ছিল না। সেটা ছিল biological necessity plus খানিকটা দয়া।

মিনতি ॥ দয়া, কেন?

দেবব্রত ॥ তার মায়ের হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে। আমি তখন সবে বিলেত থেকে ফিরেছি। তোমাদের দিদিমা আমাকে অভ্যর্থনা ক'রে নিলেন তাঁর Drawing room-এ। খুব লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিলেন। সবই স্ত্রী পুরুষের স্বাধীন প্রেম সম্বন্ধে। Free love,

Companionate marriage এর কথাও বললেন। আর তাঁর মেয়ে তখন একটা জাপানী ছবির আড়াল থেকে, আড় চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। তখন তো জানিনা যে সেই ছবিটার অল্প রেখার মধ্যে ঠিক যতখানি বুদ্ধি আছে, তার পাশের কালো চোখের চাউনির মধ্যে ঠিক ততোখানিই নির্বুদ্ধিতা। তাই একটু দুর্বল হলুম। সঙ্গে সঙ্গে জোরাজুরি চলতে লাগলো বিয়ে দেবার জন্যে। আমি আপত্তি করতেই উকীলের ভয় দেখালে, ব্ল্যাক্‌মেল্‌ করলে।

মিনতি ॥ সে কি, এমনি ক'রে তোমাদের বিয়ে হোলো? মা-ও কি ছিল নাকি সেই দলে?

দেবব্রত ॥ বুদ্ধিটা অত কম না হ'লে থাকতই। সাধারণ ফিচলেমির জন্যে যতোটুকু বুদ্ধির দরকার হয় সেটুকুও যে ভগবান তাকে দেয়নি। যাই হোক ব্ল্যাক্‌মেল্‌ ক'রে আমাকে প্যাঁচে ফেলা যেত না, কারণ কোনও প্রমাণ তো ওদের হাতে ছিলনা। কিন্তু দয়া হোলো। দেখলুম অমন একটা দজ্জাল ব্যবসাদার মায়ের চাপে মেয়েটা একেবারে উজবুক হয়ে যাচ্ছে। বিয়ে করলুম তাকে উদ্ধার করতে। কিন্তু উদ্ধার যে কিছু হয়নি সেতো দেখতেই পাচ্ছো।

মিনতি ॥ বাব্বাঃ এতো দেখছি একেবারে রেগুলার গল্প।

দেবব্রত ॥ হ্যাঁ। প্রত্যেক বিবাহিত লোকের জীবনেই—যদি তারা সত্যি কথা স্বীকার করে—এরকম দুএকটা বিশ্রী গল্প থাকেই।

মিনতি ॥ (একটু চুপ ক'রে থাকে। তারপর প্রশ্ন করে)—তারপর? তখন তুমি কী করলে?

দেবব্রত ॥ কিছুই না। শুধু বুঝলুম যে আমি একা। আমি এসেছিলুম একা, ছিলুম একা, চ'লে যাবো একা।

[ঘরে প্রবেশ করলো পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়; পরনে কোঁচান ধুতি,

গায়ে গিলে করা চুড়ীদার পাঞ্জাবীর নীচে ফতুয়া দেখা যাচ্ছে। হাতে হাতীর দাঁতের ছড়ি। ঢুকে মিনতিকে দেখতে পেয়ে ব'লে উঠলো]

পঞ্চানন। আরে আপনার সামনে একজন জলজ্যান্ত লোক বসে রয়েছেন তবু আপনি "একা, একা" ক'রে হাঁক পাড়ছেন। আশ্চর্য্যের কাণ্ড সব!

দেবব্রত ॥ (তীব্রকণ্ঠে) কে, কে তুমি?

পঞ্চানন ॥ হেঁ হেঁ আমাকে চিনতেই পারছেন না দেবব্রতবাবু? এই কাল রাত্তিরেও তো করুণাদেবীকে পৌঁছে দিয়ে গেলাম? আপনার সঙ্গে দেখা হোল? সেই যে—

দেবব্রত ॥ (অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায়) কাল রাত্রে? দেখা হয়েছিল নাকি তোমার সঙ্গে?

পঞ্চানন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই যে—দেখা হোল—

দেবব্রত ॥ তোমাকে তো অত্যন্ত দাম্ভিক ব'লে মনে হচ্ছে বাপু। তোমার এই বাংলা পাঁচের মতো মুখে কী এমন আছে যে কাল রাত্রে দেখেছি ব'লে আজও সেটা মনে করে রাখতে হবে?

পঞ্চানন ॥ এটা বেশ বলেছেন, হেঁ হেঁ—

দেব ॥ হেঁ হেঁ?

পঞ্চানন ॥ (অধিকতর হেসে) হেঁ হেঁ—

দেবব্রত ॥ (যেন স্মরণ করে) অনেকদিন আগে বেশ্যার বাড়ী থেকে গয়না চুরি করার জন্যে একটা লোককে জেলে পাঠিয়েছিলুম। এই রকম ক'রে হাসত। তার নাম, হ্যাঁ মনে পড়েছে, তার নাম ছিল গজানন বাঁড়ুজ্যে। তোমার নাম কী?

পঞ্চানন ॥ আজ্ঞে আমার নাম তো পঞ্চানন বাঁড়ুজ্যে।

দেবব্রত ॥ ও। তা সে লোকটার ছেলে নও তো তুমি?

পঞ্চানন ॥ বাঃ, কী বলেন! আমার বাবার নাম স্বর্গীয় শ্রীতারিণীতারণ বাঁড়ুজ্যে। জমিদারী রেখে গেছেন।

দেবব্রত ॥ নাম বদলাতে আর কতোক্ষণ লাগে, সেই লোকটাই হবে। মিনতি তাড়িয়ে দিয়ো লোকটাকে।

পঞ্চানন ॥ বাঃ আরে শুনুন, পট করে আমার অমন দেশমান্যি বাবার নাম তুলে আপনি এমন একটা কথা ব'লে দিলেন।

দেবব্রত ॥ তা হোক। বুদ্ধিমান যদি হও বাপের নাম আর কাউকে বোলোনা। লোকটা জেল-ফেরৎ।

[চ'লে গেলেন স্টাডিতে]

পঞ্চানন ॥ (খানিকটা বিহ্বলের মতো চেয়ে থেকে ক্রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল) না, না, এ বড়ো জাঁহাবাজি দেখি। লোকটা আমায় বাপ তুলে গালাগালি দিয়ে গেল হ্যা—।

মিনতি ॥ (ক্রুদ্ধকণ্ঠে) আপনি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? আপনার এখানে আসাটা যে আমরা কেউ পছন্দ করি না তাকি এখনও আপনি বুঝতে পারছেন না। চ'লে যান এখান থেকে।

পঞ্চানন ॥ চ'লে যাবো ? করুণাদেবীর সঙ্গে আমার এপোয়েনমেণ্ট রয়েছে।

মিনতি ॥ (চীৎকার ক'রে ওঠে) বেরিয়ে যান এক্ষুণি এখান থেকে।

পঞ্চানন ॥ বটে ? এমন কথা। আচ্ছা আমিও দেখে নেবো এই ব'লে গেলুম। [পঞ্চাননবাবু বেরিয়ে গেল। মিনতি আবার কুশন-গুলোর মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসলো বই পড়তে। কিন্তু একটু পরেই ঘরের মধ্যে কার আসার শব্দ শুনে সে উৎকর্ণ হ'লো। কে যেন তার পেছনে একটু কাশল। বইটা হাতে তুলে সে চেঁচিয়ে উঠল]

মিনতি ॥ নির্লজ্জ, বেহায়া—[দেখলে সুরেশ দাঁড়িয়ে সামনে। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বললে—]

মিনতি ॥ ওঃ আপনি। আসুন, বসুন।

সুরেশ ॥ কাকে মনে করেছিলেন আপনি ?

মিনতি ॥ ও কাউকে নয়।—আপনার বাড়ীর খবর কী ? দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো ?

সুরেশ ॥ হ্যাঁ, হয়েছিলো। আপনার টাকাটা ফেরত দিতে এলাম। দিয়েছিলেন ব'লে অবশ্য বহু ধন্যবাদ

মিনতি ॥ ও। বসুন।

সুরেশ ॥ এই যে বসছি।

[দুজনের মধ্যে একটা আড়ষ্টতা। উভয়েই বিনোদের কাছে সংবাদ পেয়েছে যে অপরজন তাকে ভালবাসে। তার উপর মিনতি সুরেশের এই 'বিপদে' সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে নিজেকে তার আপনজন ব'লে প্রমাণ করতে উৎসুক। আর সুরেশ বিনোদের মিথ্যে কথাটা বন্ধুত্বের খাতিরে গোপন রাখতে দৃঢ় সংকল্প। নোট ক'খানায় আঙুলের টোকা দিতে দিতে মিনতি চেষ্টাকৃত নিস্পৃহ স্বরে জিজ্ঞাসা করল—]

মিনতি ॥ এগুলো দরকার লাগল না বুঝি?

সুরেশ ॥ না—(একটু চিন্তা ক'রে বলল) নাঃ।

মিনতি ॥ আপনার বোনের শুনলুম বয়স খুব অল্প। বেচারা।

[সুরেশ বিচলিত হয়ে উঠেছে]

মিনতি ॥ আপনার ভগ্নীপতির অসুখটা কী হয়েছিলো?

সুরেশ ॥ অসুখ?

মিনতি ॥ হ্যাঁ—অসুখ?—

সুরেশ ॥ অসুখ——ইয়ে, যাকগে ও কথা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। বিনোদ আপনাকে বলবে 'খন।

মিনতি ॥ সরি, আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত হয়নি।

সুরেশ ॥ না—না জিজ্ঞাসা করায় আপনার কোনো দোষ হয়নি। কিন্তু—মানে—

মিনতি ॥ (কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে) কোনো খারাপ অসুখ?

সুরেশ ॥ (ত্রস্ত হয়ে প্রতিবাদ ক'রে উঠল) না—না কোনও খারাপ অসুখ নয়। মানে—ব্যাপারটা—দেখুন আমি বলতে পারবো না। মানে—আমার বলে দেওয়া উচিত নয়। বিনোদই আপনাকে বলবে 'খন।

মিনতি ॥ (অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়ে) ও! (তারপরই কথা পাল্টাবার জন্যে) আপনার বোন এখন কিছুদিন আপনার কাছেই থাকবে তো ?

সুরেশ ॥ এ্যাঁ—কে ?

মিনতি ॥ আপনার বোন ? এখন কিছুদিন আপনার কাছেই থাকবে তো ?

সুরেশ ॥ না।

মিনতি ॥ শ্বশুরবাড়ীতে ফিরে যাবে ?

সুরেশ ॥ না.......মানে......না।

মিনতি ॥ কী হয়েছে সুরেশবাবু ? আমাকে বিশ্বাস ক'রে সব খুলে বলুন তো। আপনার বোন কিছু করেছে ?

সুরেশ ॥ (উঠে পড়ে) না—না—ব্যাপারটা হচ্ছে, সে থাকলে তো কিছু করবে, আমার বোন যে নেই।

মিনতি ॥ নেই ? সে কি ! কোথায় গেল সে ? কোনও চিঠি লিখে গেছে, না এমনি চ'লে গেছে ?

সুরেশ ॥ (বসে প'ড়ে কপাল ধরে) হায় ভগবান—

মিনতি ॥ [সহানুভূতির আবেগে ছুটে গেল তার কাছে, কাঁধে হাত রেখে ডাকলো] সুরেশবাবু !

সুরেশ ॥ (কষ্টে সংযত হয়ে বোঝাবার মত ক'রে) আমার বোন নেই। ছিলও না কখনো। এ একটা বানানো গল্প। সত্যি নয়। কখনো সত্যি ছিলনা। It's a story, a myth.

মিনতি ॥ উতলা হবেন না সুরেশবাবু, চুপ করুন। কী দরকার ছিল আজই আপনার টাকাগুলো ফেরত দিতে আসার।

সুরেশ ॥ আপনি বুঝতে পারছেন না—

মিনতি ॥ পেরেছি আমি বুঝতে। কিন্তু আপনি অস্থির হবেন না। চুপ করুন। একটু শরবৎ খাবেন ? শরবৎ ?

সুরেশ ॥ (নির্বুদ্ধির মতো) শরবৎ ?

মিনতি ॥ হ্যাঁ, শরবৎ।

[সুরেশ হঠাৎ হেসে উঠল অদম্য বেগে। সুরেশকে হাসতে দেখে মিনতি যেন আতান্তরে পড়ে]

মিনতি। সুরেশবাবু—ও সুরেশবাবু—একি আপনি হাসছেন কেন?

সুরেশ॥ মাপ করবেন, আমি ইচ্ছে ক'রে হাসিনি। আপনিই তো হাসিয়ে দিলেন।

মিনতি॥ আমি হাসিয়ে দিলুম?

সুরেশ॥ আমি আপনাকে কতোক্ষণ থেকে বলবার চেষ্টা করছি যে আমার বোন ব'লে কোনও পদার্থ পৃথিবীতে নেই, ওটা সম্পূর্ণ বিনোদের তৈরী একটা গল্প।

মিনতি॥ গল্প?

সুরেশ॥ সম্পূর্ণ গল্প। আমাদের অফিসের ঘরভাড়া বাকি প'ড়ে যায়, তাই সে ঐ গল্পটা বানিয়ে ব'লে আপনার কাছ থেকে টাকা বার ক'রে নিয়ে গেছে। আপনি শুনলেন না—।

মিনতি॥ উঃ, কি পাজি দেখেছেন! কিন্তু আপনি সেকথা আগে বললেন না কেন?

সুরেশ॥ দেখুন, বন্ধুর প্রতারণাটা কি আমার পক্ষে ধরিয়ে দেওয়া উচিত হোত?

মিনতি॥ ছি, ছি, ছি কী কেলেঙ্কারী!

সুরেশ॥ [মুগ্ধদৃষ্টি মিনতির লজ্জার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে] আপনি কি খুব রাগ করেছেন, আমার ওপর?

মিনতি॥ (অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে) কেন, আপনার ওপর রাগ করবো কেন?

সুরেশ॥ আমি—আমি ঐ রকম—আত্মীয়ের মতো হাসিঠাট্টা করলুম ব'লে?

মিনতি॥ (মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো) সে তো আপনি ইচ্ছে ক'রে করেননি, সে তো হয়ে পড়লো।

সুরেশ॥ ইচ্ছে ক'রে করিনি বটে, কিন্তু করবার ইচ্ছে ছিল। তাহ'লে কি আপনি রাগ করতেন?

মিনতি ॥ সেই সাহস যখন আপনার নেই তখন জিজ্ঞাসা করা মিছে। —আমি যাই—[কিন্তু সম্পূর্ণ গেল না দরজার কাছ থেকে] আপনি বসুন। বাড়ীতে একদম চাকর বাকর নেই, আমি আপনার চা নিয়ে আসছি।

সুরেশ ॥ চায়ে আমার দরকার নেই; আপনি বসুন। কথা আছে। [মিনতি ধীরে ধীরে এসে বসে]—ইংরেজিতে যাকে বলে beating about the bush, তার কোনও দরকার নেই। স্পষ্টই সব কথা বলা ভালো। কী বলেন?

মিনতি ॥ (অর্দ্ধস্ফুটে) হ্যাঁ।

সুরেশ ॥ কথাটা হচ্ছে—মানে—[বলতে পারে না, চোখ তুলে তাকায়, মিনতি মুখ ফিরিয়ে নেয়। সুরেশ জোর দিয়ে আবার সুরু করে] মানে এই,—মুস্কিল হচ্ছে যে সব কথা স্পষ্ট ক'রে বলা যায় না।

মিনতি ॥ তবে কী দরকার, বলবার?

সুরেশ ॥ (ম্লান হেসে) আছে দরকার।—যেমন এই টাকা ক'টা,—সামান্য এই ক'টা টাকা যোগাড় ক'রে আনতে আমাকে যে কী বেগ পেতে হয়েছে তা—। বিনোদ যে টাকা নিয়ে গিয়েছিল সেটা সে খরচ করেছে। এক বান্ধবীর সংগে, চায়ের দোকানে। এরকম খরচ করায় সে অভ্যস্ত, তাই টাকাকে সে টাকা ব'লে জ্ঞান করে না। কিন্তু এখানে সম্মান বাঁচাতে আমাকে যে কী কষ্টে ঐ টাকাটা যোগাড় করতে হয়েছে সে কেউ বুঝতে পারবে না।

মিনতি ॥ আমার কাছে সম্মান বাঁচাতে অন্য লোকের কাছ থেকে ধার ক'রে আনতে হবে? ফেরত দিয়ে আসা হোক যার টাকা তাকে।

সুরেশ ॥ না—।

মিনতি ॥ কেন?

সুরেশ ॥ সেইটাই তো বলতে চাচ্ছি।—বিনোদ একটা কথা বললে।

বিনোদ বললে (হঠাৎ মরিয়া হয়ে) আপনি সত্যিই কি আমাকে পছন্দ করেন?—উত্তর দিন।

মিনতি ॥ হ্যাঁ।

সুরেশ ॥ কেন?

মিনতি ॥ (প্রায় অস্ফুট স্বরে) আমি জানি না।

সুরেশ ॥ কিন্তু জানতে যে হয়, জানতে যে হবে। পৃথিবী তো আর আগেকার মতো সহজ নেই যে মানুষ সহজে সুন্দর হয়ে বাঁচতে পারে। অনেক জানতে হয় আজকাল, অনেক ভাবতে হয়। আমরা দুজনে একজাতের লোকই নই। একজন মানুষ হয়েছে প্রাচুর্যে আর আমি খুব অভাবের মধ্যে। আমাদের জাতই আলাদা। তবু কেন—?

মিনতি ॥ জাত আলাদা হলেও যাত্রা তো একসংগে হতে পারে।

সুরেশ ॥ [উঠে যায়। হঠাৎ ফিরে বলে] এ সব কথা শুনতে ভালো। কিন্তু মানেটা খুব কঠিন। আমার পথ মোটেই সহজ পথ নয়।

মিনতি ॥ জানি।

[স্টাডির দরজায় দেবব্রত। তিনি ডাকলেন—]

দেবব্রত ॥ মিনতি।

[ছিটকে স'রে এলো মিনতি, সুরেশ রইল স্থাণুর মতো নিশ্চল। কিছুক্ষণ একটা নিস্তব্ধতা। তারপরে—]

মিনতি ॥ (সপ্রতিভ ভাবে) বাবামণি, ইনিই সুরেশবাবু, দাদার সেই বন্ধু।

দেবব্রত ॥ তা বুঝতে পেরেছি। [এগিয়ে এলেন সুরেশের সামনে। এক-দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থেকে বললেন] মিনতি, চা এনে অতিথিকে আপ্যায়ন করো।

সুরেশ ॥ (ভেতরে ভেতরে নার্ভাস হয়ে) না, না আমার জন্যে চায়ের দরকার নেই।

দেবব্রত ॥ কিন্তু মিনতিকে এখান থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে দরকার

আছে। মিনতি—[মিনতি ইংগিতে চ'লে গেল] কী নাম তোমার ?

সুরেশ ॥ সুরেশ সরকার।

দেবব্রত ॥ কায়েত ? হুঁ। বুদ্ধিমান ব'লেই বোধ হচ্ছে। প্রেম করতে ব'সেও জাত ভোলোনি, ঘর মিলিয়ে প্রেম করেছ। ভালো।

সুরেশ ॥ আপনি আমায় অপমান করছেন। আপনার মেয়েকে আমি ভালোবেসেছি আপনার মেয়ের জন্যে, তার জাতের জন্যে নয়।

দেবব্রত ॥ সমাজ মানো না তুমি ?

সুরেশ ॥ সমাজ মানি—সমাজের গোঁড়ামি মানি না—'

দেবব্রত ॥ সমাজ মানেই গোঁড়ামি। যাইহোক সে সব আমি তোমাকে পরে লেকচার দিয়ে বুঝিয়ে দেবোখন। এখনকার মতো—well, এখনকার মতো তুমি পাশ। করো প্রবেশ আমার আপত্তি নেই। (পাইপে তামাক ভরতে লাগলেন)

সুরেশ ॥ কিন্তু আমার আপত্তি আছে। আমি বিয়ে করতে চাই না।

দেবব্রত ॥ ভালো, মিনতিকে ব'লে দিও।

সুরেশ ॥ বলেছি, সে শুনবে না।

দেবব্রত ॥ তাহলে আর তোমার কোনো আশা নেই। কারণ, মেয়েরা যাকে বিয়ে করবে ব'লে ঠিক ক'রে নেয় তার বাঁচার আর কোন উপায় থাকে না।

সুরেশ ॥ কিন্তু আপনি তাকে বুঝিয়ে বলুন। আমি গরীব, অত্যন্ত গরীব। আপনার ছেলের সংগে আপিস খুলেছি বটে,—তার টাকা আর আমার খাটুনি,—কিন্তু তাও আফিসের ঘরভাড়া বাকী প'ড়ে যায়। আমি তাকে বিয়ে ক'রে কোথায় বা রাখব আর কীই বা খাওয়াবো ?

দেবব্রত ॥ কিন্তু এসব কথা আমি বলতে যাবো কেন ? এসব তার ভাবনার কথা আর তোমার ভাবনার কথা। আমি কি জানি !

সুরেশ ॥ বাঃ! আপনি যদি কিছুই না জানেন তাহলে এক্ষুণি আমাকে আপাদমস্তক দেখে পাশ মার্কই বা দিলেন কিসের?

দেবব্রত ॥ এক নম্বর হলো তোমাকে দেখলেই আমার গুলি করতে ইচ্ছে করবে কিনা। আর দু নম্বর হচ্ছে, আমি লেকচার দিলে তুমি হাই না তুলে শুনতে পারবে কিনা।

সুরেশ ॥ কিন্তু আপনার মেয়ের সুখ দুঃখ—?

দেবব্রত ॥ (কপালে টোকা দিয়ে) ভাগ্যের হাতে।

সুরেশ ॥ চমৎকার! কিন্তু কিছু যদি না মনে করেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

দেবব্রত ॥ আগে থেকে কোনো গ্যারান্টি আমি দিই না। কী জিজ্ঞাসা করবে কর।

সুরেশ ॥ আপনার এই বাড়ীর বাইরে দারিদ্র্য নামে যে একটা অত্যন্ত কুৎসিত জিনিস আছে,—যার কবলে প'ড়ে বহু লোককে ছটফট ক'রে মরতে হচ্ছে, তার প্রতাপটা যে কতদূর তা কি আপনি বা আপনারা কেউ জানেন না?

দেবব্রত ॥ Youngman, you seem to be under the spell of some foolish and sentimental political jargons. দারিদ্র্য তো চিরকাল আছে, তো আজ কেন এত ছটফটানি? পঞ্চাশ বছর আগে সাধারণ মানুষ যে অবস্থায় ছিল আজ তার চেয়ে ভালো অবস্থায় নেই? বেশীদূর যাবার দরকার নেই, এই কোলকাতা শহরে একপাশ থেকে আর একপাশে যেতে হ'লে পুঁটলিতে চিঁড়ে বেঁধে পদব্রজে রওনা হ'তে হ'তো। আর আজ অত্যন্ত সস্তায় যে কোনও লোক যে কোনও জায়গায় ট্রামে বাসে চ'লে যাচ্ছে। এই যে আমার এই বাড়ী—শহরের এতো বাইরে ফাঁকার মধ্যে, পনেরো বছর আগেও ত' এখানে বন ছিল আর ঠ্যাঙাড়ে ছিল। তা

এতো সুবিধে পেয়েও মানুষের আজ এত ছটফটানি বেড়েছে কেন? ভাবলে বোঝা যায় যে ডিমোক্রেসীর fetish ক'রে সাধারণ লোককে বড্ডো সুবিধে দেওয়া হয়েছে, আর তারির আহ্লাদে তারা বড্ড বেশী চেঁচামেচি করতে সুরু করেছে। তারা ভুলে যাচ্ছে যে সভ্যতা জনসাধারণের ক্ষমতায় এগোয় না। একটা গ্যালিলিও, একটা নিউটন, কিংবা একটা এডিসন এক একটা ঝটকায় পৃথিবীটাকে এক একশ' বছর এগিয়ে নিয়ে এসেছে। তাদের পথ পরিষ্কার রাখতেই হবে। অবাক হয়ে দেখছ কি? তোমাকে অবাক ক'রে দেবার মতো আরো অনেক পুঁজি আমার ভাণ্ডারে আছে। এস আমার সংগে, আমি নিজের কাজ করতে করতে তোমাকে লেকচার দিই।

[তামাকের কৌটোটা হাতে নিয়ে দেবব্রত সুরেশকে ডেকে নিয়ে গেলেন ষ্টাডিতে। আস্তে আস্তে সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছে। ষ্টাডির ভেতর আলো জ্বাললেন দেবব্রত, তারই ফালি শুধু ঘরটার মধ্যে এসে পড়ল একপাশে। সেই ধূসর ঘরের মধ্যে করুণা এলেন পিছন থেকে। তাঁর হাতে কোনো কাজ নেই। আপনমনে 'দেবযানীর' ভূমিকা আবৃত্তি করতে করতে তিনি বাড়ীময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আবৃত্তি তিনি করেন ভালো, সমস্ত প্রাণ ঢেলে কথাগুলো উচ্চারণ করেন। শুনতে পাওয়া গেল তিনি বলছেন]

করুণা ॥ "হে ব্রাহ্মণ! তুমি চলে যাবে স্বর্গলোকে
সগৌরবে, আপনার কর্তব্য পুলকে—
সর্ব্ব দুঃখ শোক করি দূর পরাহত
আমার কি আছে কাজ, কী আমার ব্রত!
আমার এ প্রতিহত নিষ্ফল জীবনে
কী রহিল, কিসের গৌরব?"

[মুখ তুলে উপর দিকে চেয়ে সে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। হঠাৎ মনে হয়, এ যেন শুধু আবৃত্তি নয়, নিজের ভাষায় দৈন্যের জন্য ও

যেন অপরের ভাষার ভেতর দিয়ে আপন ভগবানকে এই প্রশ্ন করছে। তারপর একটি নিশ্বাস ফেলে ক্লান্তভাবে চেয়ারে ব'সে আবার বলতে লাগল—]

"এই বনে
বসে রব নতশিরে নিঃসঙ্গ একাকী
লক্ষ্যহীনা। যে দিকেই ফিরাইব আঁখি—"

[ছেদ পড়ল। ট্রে হাতে মিনতি ঢুকেই জিজ্ঞাসা করল]

মিনতি ॥ মা, ইয়ে—বাবা কোথায় গেল দেখেছ? [ট্রে রেখে আলোও জ্বাললো]

করুণা ॥ (মাথা নেড়ে আবার সুরু করল) "যে দিকেই ফিরাইব আঁখি—"

মিনতি ॥ [ষ্টাডিতে উঁকি মেরে দেখল সুরেশ সেখানে। তখন মার পিছনে এসে চেয়ারে হাত রেখে বলল] জান মা-মণি, শীগগিরই আমার বিয়ে হচ্ছে।

করুণা ॥ ও। "সহস্র স্মৃতির কাঁটা—" (চকিত হয়ে) বিয়ে হচ্ছে? কার সংগে?

মিনতি ॥ দাদার সেই বন্ধু, সুরেশ সরকার, তার সংগে—।

করুণা ॥ সে কি রে! সে যে খুব গম্ভীর মতন, কারো সংগে তো বেশী কথা কয় না। সে তোকে বিয়ে করতে বললে?

মিনতি ॥ (আপনমনে হেসে) ইঃ, বলবে না আবার, চালাকি যেন!

করুণা ॥ (সমবয়সীর কৌতূহলে) কী বললে রে? বল না?

মিনতি ॥ বলবে আবার কী—। বললে, আমি খুব গরীব আমাকে বিয়ে কোরো না খবরদার, লোকে পাগল বলবে। বললেই হোল আর কি। আমি যেন তাতে ভয় খাই। যখন দেখবে আমরা কেমন আরামসে দুজনে রইছি, তখন লোকে হিংসেয় ফেটে ম'রে যাবে।

করুণা ॥ (ভীত হয়ে) তুই কি তার সংগে গিয়ে থাকবি নাকি? ওই সুরেশের সঙ্গে?

মিনতি ॥ বাঃ তবে না তো কি বিয়ের পরেও বাপের বাড়ী থাকবো ? এমন একটা কথা বল তুমি মা।

[করুণার কেমন যেন ভয় হোল, মিনতির হাত দুটো ধ'রে বললে]

করুণা ॥ মিনতি, তুই যাসনি। তুই এখান থেকে চ'লে গেলে আমার বড্ড একলা মনে হবে। এ বাড়ীর আর কেউ তো আমায় ভালবাসে না। (হঠাৎ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে) তুই যাসনি মিনতি। তুই থাক্।

[মায়ের ব্যথা মিনতি বুঝল। কিন্তু জীবনের আহ্বান তার দ্বারে এসে আঘাত করছে, পাছে তার সাড়া দেওয়ায় বাধা আসে এই আশংকায় সে শালীনতা ভুললো]

মিনতি ॥ (প্রায় রুক্ষ স্বরেই ব'লে উঠলো) না, না, তা হয় না। কী যে বল তুমি মা। [চাঞ্চল্যে সে দাঁড়িয়ে উঠল, সোজা হয়ে]

করুণা ॥ [তিরস্কৃত হয়ে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, অপ্রতিভভাবে শুধু বললে] থাকবি না ?

মিনতি ॥ [নিজের রুক্ষ ব্যবহারের জন্য মিনতি লজ্জিত হোল। মায়ের কাছে ব'সে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ছোট মেয়েকে আদর করার মতো ক'রে বলতে লাগল] মা-মণি তুমি পাগলা, একদম বদ্ধ পাগলা। বিয়ের পরে মেয়েরা কোথায় থাকে ? তাদের বাপের বাড়ীতে ?—লক্ষ্মী-মা-টি-আমার, তুমি আমার জন্যে এত ভাবছ কেন ? আমি কি একেবারে চ'লে যাচ্ছি ? আমি তো প্রায়ই আসব তোমাদের সংগে দেখা করতে। কিন্তু সত্যি বল, তোমার মেয়ে স্বামীর ঘর করতে যাবে, তাতে তোমার আনন্দ হচ্ছে না ? মেয়েদের জীবনে এইটাই কি সবচেয়ে বড় জিনিস নয় ? এ্যাঁ বলোনা,— কী শুনেছ তুমি,—তুমিই বলো। হ্যাঁ, মা-মণি, বলো না, তোমার আনন্দ হচ্ছে না ?

[বাঁধা বুলির আঘাত খেয়ে খেয়েই করুণার জীবন আশৈশব পরিচালিত হ'য়ে এসেছে। আত্মরক্ষার জন্যে মিনতি প্রায় অজ্ঞাত সারেই সেই অস্ত্র প্রয়োগ করলে]

করুণা [অভিনয়ের ভংগী লেগেছে তার কথায় ও ব্যবহারে] নিশ্চয়, নিশ্চয়, আনন্দ হবে না ! মেয়েদের জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো তার বিয়ে। সেই পুণ্যলগ্ন যখন আজ তোর জীবনে এলো, আমি মা হয়ে কি আনন্দ না ক'রে থাকতে পারি ? যে সন্তানকে এতটুকু বয়স থেকে মানুষ ক'রে তুলেছি, হাতে ধ'রে ধ'রে যাকে ঘরকন্নার সমস্ত কাজ শিখিয়ে এসেছি, তার—

মিনতি [মাকে ছেড়ে সোজা হয়ে] মা, প্লীজ্ থিয়েটার কোরোনা।

কিরুণা থিয়েটার ! ফিলিংস ব'লে কি তোর শরীরে কিচ্ছু নেই মিনতি ?

মনতি তাই ব'লে ফিলিংসের নাম ক'রে তোমার ঐ মিথ্যে কথাগুলো শুনতে হবে ? প্রথমতঃ তুমি আমাকে কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করনি, মানুষ হয়েছি ঝিয়ার কাছে। আর দ্বিতীয়তঃ, ঘর-করণার কাজ তুমি আমাকে কিছুই শেখাওনি, তার কারণ তুমি নিজেই কিছু জানো না। (দুহাতে তার মায়ের গলা জড়িয়ে ধ'রে) তুমি বড্ড বাজে কথা বলো মা-মণি, বলো না ?

[করুণা হাসলো, কিন্তু হাসিটা ভালো ফুটল না। ষ্টাডি থেকে বেরিয়ে এলেন দেবব্রত। বললেন—]

দেবব্রত। মিনতি, হয় দারিদ্র্য কথাটার ওপরে এ ছোকরাটির একটা বিকৃত আসক্তি আছে, আর নয়তো আমাকে ও ভাগিয়ে দিতে চায় তোমার সংগে কথা বলবার জন্মে। যাও আপাততঃ ওর চা নিয়ে যাও।

[মিনতি তাড়াতাড়ি ট্রে-টা উঠিয়ে নিয়ে চ'লে গেল। একটা বইয়ের আলমারি থেকে দেবব্রত বই বাছতে লাগলেন]

করুণা ॥ শুনেছ, মিনতি বিয়ে ক'রে আমাদের ছেড়ে ঐ সুরেশের সংগে থাকতে চ'লে যাবে।

দেবব্রত ।। এতে তো শোনবার কিছুই নেই। বিয়ের মত যদি দেওয়া হয় তো এইটাই তো স্বাভাবিক।

করুণা ।। (নিয়মানুযায়ী মাথা নেড়ে) হ্যাঁ, সে তো বটেই। সে তো বটেই (একটু পরে) আমাদের কোন কষ্ট হবে না, কী বলো ? তুমি আমি আর খোকা, আমরা তিনজনে গল্পসল্প ক'রে দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারবো না ?

দেবব্রত ।। অনুগ্রহ ক'রে আমার সংগে গল্পের আইটেমটা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলে দাও, কারণ তোমার চিত্ত বিনোদনের অবকাশ বা আকাঙ্ক্ষা আমার নিতান্তই সংক্ষিপ্ত।

করুণা ।। (রেগে উঠে) আমার সংগে গল্প করলেও কি তোমার জাত যায় নাকি ? কেন, কোনদিন কি করোনি ? মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে আমার সঙ্গে গল্প করবার জন্যে, আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবার জন্যে, সেধে সেধে তোমাকে কি কোনদিন যেতে হয়নি নাকি ?

দেবব্রত ।। (ভিতরে ভিতরে উত্তপ্ত হয়ে উঠে) সে তোমাকে বিয়ে করবারও আগে, অর্থাৎ যখন তোমাকে আমি মোটেই চিনতে পারিনি। এবং বিশ্বাস করো করুণা, আমার সে ভুলের লজ্জা, আজও মোছেনি, এবং আমার মরবার আগে মুছবেও না।

করুণা ।। অতই যদি তোমার লজ্জা তাহলে আমাকে বিয়ে করতেই বা তুমি গেলে কেন ? আমি তোমার পায়ে প'ড়ে কেঁদেছিলুম কি ?

দেবব্রত ।। ঠিক তাই। একটু চেষ্টা করলেই স্মরণ হবে যে পায়ে প'ড়ে না হোক আমার কাছে এসে দু-এক ঝলক কান্না তোমার ঘটেছিলো।

করুণা ।। সে তোমার সঙ্গে মেশার জন্যে মা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে বলেছিলো ব'লে। আমায় বিয়ে করো ব'লে তোমায় সাধতে যাইনি।

দেবব্রত ॥ (ক্রোধে ও ব্যঙ্গে) না, তোমার মা যখন আমাকে কাঁদে ফেলবার জন্যে উকিল ডাকছে তখন কেঁদে সোহাগ জানাতে গিয়েছিলে।

করুণা ॥ কিন্তু সে মায়ের দোষ। তার জন্যে সব সময়ে তুমি আমাকে হেনস্থা করবে কেন? তুমি যা চেয়েছিলে আমি সব করেছি ভালোবেসে। বলো করিনি তখন?

দেবব্রত ॥ Shut up.

করুণা ॥ [এই রূঢ় ধমকে একটু ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ক্রুদ্ধভাবে] আমি যাবই যাব ক্লাবে। [দাঁড়িয়ে উঠে বুঝতে পারে সেটা সম্ভব নয়। তাই পরাজিতের মতো বসতে বসতে] মিনতি চ'লে যাবে বললে, খোকা তো বাইরেই থাকে,— আমি, আমি কী করবো! (স্বামীকে) আমি কী করবো তাই আমাকে ব'লে দাও?

দেবব্রত ॥ অনুগ্রহ ক'রে কিছুই করবে না। শুধু খাবে আর ঘুমুবে যতদিন না মরো।

করুণা ॥ যতদিন না মরি। যতদিন না মরি।

[নেপথ্যে বিনোদের চীৎকার শোনা গেল—বাবা! মা! মিনতি! পরক্ষণে সে হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করল ভিতরে]

বিনোদ ॥ এই যে তোমরা রয়েছ, ভয়ানক কাণ্ড হ'য়ে গেছে—মিনতি কোথায়?

করুণা ॥ কী হয়েছে রে খোকা?

বিনোদ ॥ মিনতি কোথায়?

করুণা ॥ ষ্টাডিতে।

বিনোদ ॥ (ষ্টাডির দরজা খুলে) মিনতি, মিনতি, শীগগির শোন।

দেবব্রত ॥ ব্যাপারটা কী?

মিনতি ॥ [সুরেশ ও মিনতি বেরিয়ে আসে] কী হয়েছে রে দাদা?

বিনোদ ॥ এই যে সুরেশও আছো, ভালোই হয়েছে। সকলে খুব

ভাল ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে দেখ দেখি, ভালো ক'রে। কিছু তফাৎ দেখছো?

মিনতি ।। কিসের তফাৎ?

বিনোদ ।। কোনও রকম? বিশেষ কিছু একটা তফাৎ? দেখছ কি আমার?

করুণা ।। কই না। আমি বাপু বুঝতে পারি না।

বিনোদ ।। (ভীষণ আক্ষেপে) ওঃ, অন্ধ, অন্ধ। আমি আর নেই। আমি ফুরিয়ে গেছি। আমি খরচ হয়ে গেছি। আমার বর্তমান bankrupt! ভবিষ্যৎ ভণ্ডুল। এই যে দেখছ দাঁড়িয়ে আছে, এটা আমি নয়। এটা একটা শূন্য। একটা cypher। একটা কিচ্ছুনা। ওঃ (দুহাতে নিজেকে ধ'রে ধপ ক'রে ব'সে পড়ল একটা কৌচে।)

দেবব্রত ।। Stop that, will you? [ষ্টাডির দিকে ফিরলেন]।

মিনতি ।। এমন একটা সময়ে বিরক্ত করবে যে ভালো লাগে না। [সেও ফিরল স্থরেশকে আহ্বান ক'রে।]

করুণা ।। আমায় তোরা কী পেয়েছিস বুঝতে পারি না, সবাই মিলে কেবল লেকচার দিচ্ছে, আর লেকচার দিচ্ছে। (ব'সে পড়ল)

বিনোদ ।। আরে, কী মুস্কিল দেখ,—এই মিনতি—বাবা—ও দেবব্রত-বাবু! কী আশ্চর্য তোমাদের কৌতূহল জাগবে ব'লে এতো বড় একটা বক্তৃতা মনে মনে তৈরী ক'রে আনলুম, আর তোমরা—ওঃ, একেই বলে অকৃতজ্ঞ অডিয়েন্স।

দেবব্রত ।। আমাদের কৌতূহল জাগাবার জন্যে তোমার কোনও প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। বলবার ইচ্ছে থাকে তো একটি কথায় বলো কী ঘটেছে।

বিনোদ ।। (বাপের দিকে একটুখানি তাকিয়ে থেকে) বাবা! তুমি অত্যন্ত হার্টলেস, জানো? অত্যন্ত। আমার জীবনের ওপর দিয়ে একটা জলোচ্ছ্বাস চ'লে গেল, আর তুমি বলছ তার

বিবরণ আমাকে একটি কথায় দিতে হবে। আমি বলবো না।

মিনতি ॥ (অত্যন্ত চটে) দেখ দাদা, বলবি তো বলে ফেল এক্ষুণি। সব সময়ে ইয়ার্কি ভাল লাগে না।

বিনোদ ॥ (তার সামনে গিয়ে দাঁত মুখ খি চিয়ে) আমি বিয়ে করছি রে পোড়ারমুখী—আমি বিয়ে করছি।

মিনতি ॥ এ্যাঁ সত্যি ?

সুরেশ ॥ বল কী বিনোদ, সত্যি ?

বিনোদ ॥ আরে, মুখ দেখে বুঝতে পারছো না। আর কি আমি তোমার সেই পুরোনো বন্ধু বিনোদ আছি নাকি। একেবারে ভানুমতীর ভেল্কী খেলিয়ে দিয়েছে হে হাড়ের ওপরে।

সুরেশ ॥ (বিনোদের হাতটা নিজের দু'হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে) Congratulations, congratulations, তুমি এদ্দিনে একটা বুদ্ধিমানের মত কাজ করলে, তা জানো ?

বিনোদ ॥ (এতক্ষণে হেসে) ক'রে ফেলেছি তো ?

মিনতি ॥ জানলে বুঝি করতিস না ?

বিনোদ ॥ কক্ষনো না। (দেবব্রতের কাছে গিয়ে) এইবার হে বিজ্ঞ, তোমার কিছু বাণী দেবার নেই ?

দেবব্রত ॥ (ভালো ক'রে ছেলের দিকে তাকিয়ে) অত্যন্ত বোকার মতো কাজ করেছ।

বিনোদ ॥ (সংগে সংগে মুখটা বিমর্ষ ক'রে) ক'রেছি তো ? আমারও তখন থেকে ঠিক তাই মনে হচ্ছিল। হবেই তো। বাপকা বেটা সিপাহীকা ঘোড়া—ছিঃ কী কেলেঙ্কারীই হ'য়ে গেল !

করুণা ॥ কিন্তু কাকে বিয়ে করেছিস ? সে মেয়ে কোথায় ? তাকে আমরা চিনি ?

বিনোদ ॥ তোমরা তাকে চিনবে কী ক'রে ? সে হোল বর্মার একটা ভীষণ বোম্বেটে। এই হিড়িম্বার মতো চেহারা।

সুরেশ ॥ ও, সেই মেয়ে।

মিনতি ॥ তুমি তাকে দেখেছ ?—তুই তাকে নিয়ে এলি না কেন দাদা ? এখানে সে আসবে না ?

বিনোদ ॥ আসবে বৈকি। তার বাপের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমাদের দুজনের গ্যাংটকে যাওয়ার গাড়ীর বন্দোবস্ত করতে লোক পাঠিয়ে দিয়ে এইখানে চ'লে আসবে। এই এলো ব'লে।

করুণা ॥ তুইও কি চ'লে যাবি নাকি ?

বিনোদ ॥ হনিমুন মা, বিয়ের আগেই হনিমুন।

করুণা ॥ না, না, তোর কোথাও যাওয়া হবে না। তুই বিয়েও করতে পারবি না, কোথাও যেতেও পাবিনা। যা ইচ্ছে তাই করলেই হোল, না ? না, না, তুই কিছুতেই কোথাও যেতে পাবি না।

বিনোদ ॥ দেখ ফ্যাসাদ! কেন গো ?

করুণা ॥ কেন আবার কী ? কর্তব্য ব'লে কিছু নেই, না ? বুড়ো বাপ-মা এখানে একলা প'ড়ে রইল, আর ও চললো হনিমুন করতে। না, না, ওসব কিচ্ছু হবেনা ; কিছুতেই না।

দেবব্রত ॥ (নির্দয়ভাবে) বাপের কথা কাউকে ভাবতে হবে না, কারণ বাপ নিজেকে বুড়ো বলে ম'নে করে না। তবে তুমি যদি নিজেকে বুড়ী ব'লে মেনে নিলে ছেলে তোমার কথা শোনে —ভালো কথা।

করুণা ॥ আমি বুড়ী হই না-হই আমার কথা তাকে শুনতে হবে।

দেবব্রত ॥ কিন্তু কেন ? সেটা শুনি !

করুণা ॥ আমি তার মা ব'লে।

দেবব্রত ॥ মা ব'লে কি মাথা কিনে রেখেছ নাকি ?

করুণা ॥ তাই ব'লে ছেলে একটা বোম্বেটে বিয়ে করতে চাইলেও তাই দিতে হবে নাকি ? তারপর ঐ তো বলছে গ্যাংটকে

না কোথায় ওকে নিয়ে যাবে, সেখানে যদি মেরেই ফেলে তখন কে দায়ী হবে ?

বিনোদ ॥ এই দেখ, একেই ব'লে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা। বলি ওগো মা-জননী, কে বললে তোমাকে সে একটা বোম্বেটে ? আমি তো ? কিন্তু আমি যে কতোবড় একটা হাড় মিথ্যেবাদী তা তুমি এতদিনেও বুঝলে না মা ?

করুণা ॥ বাজে কথা বলিসনি খোকা। সে তোকে তুক করেছে, তাই তাকে বিয়ে করার জন্মে যা-নয় তাই বক্‌ছিস।

বিনোদ ॥ সুরেশ, ভাই, তুমি আমার প্রায় নগ্ন-অবস্থার বন্ধু, ক্লাসে অঙ্ক কষে দিয়ে কানমলার হাত থেকে বাঁচিয়েছ, আজ সেই হবু পরিবারের কাছে মুখ রক্ষেটা ক'রে দাও ভাই।

সুরেশ ॥ কিন্তু এ বিষয়ে আমি কী করব ?

বিনোদ ॥ এই স্নেহাতুরা নারীটির কাছে প্রকাশ ক'রে বলো যে, সে তোমার খুড়তুতো বোন, আমরা রহস্য ক'রে তাকে বোম্বেটে ব'লে থাকি। বলোরে ভাই, আর গোপন ক'রে রেখোনা।

সুরেশ ॥ কী বলছ তুমি বিনোদ ?

বিনোদ ॥ ঐ যে বললুম। নিনা যে তোমার খুড়তুতো বোন এটা তো আমরা গোপন রেখে একটু রহস্য করতে চেয়েছিলুম, কিন্তু মায়ের অন্তর কিনা, রহস্য বোঝে না। বলো রে ভাই, খুলে বলো। ঐ শোন মা, বোম্বেটে কেন হতে যাবে। বোম্বেটে অমনি হ'লেই হোল।

মিনতি ॥ [ব্যাপারটা বুঝতে পেরে উচ্চহাস্য ক'রে উঠল] দাদা, তুই কী—!

বিনোদ ॥ (অত্যন্ত চটে) মিনতি ফাজলামি করিসনি। এসব সীরিয়াস ব্যাপার।

দেবব্রত ॥ Enough of this leg-pulling business. আসল কথাগুলো শুনি এইবারে। তার বাপের টাকা পয়সা কি রকম ?

বিনোদ ॥ বিশ্রী রকম। কাঠ বেচে বেচে লোকটা না ? কোটিপতি

হয়ে গেছে। কে বলতে পারে এই টেবিলটাই হয়তো আমার শ্বশুরের কাঠের তৈরী।

দেবব্রত ॥ তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। কিন্তু মেয়েটাকে দেখলেই যদি আমার গুলি করতে ইচ্ছে যায়, তাহলে তার বাপ তাকে খাওয়াবে তো ?

বিনোদ ॥ কুরুবৃদ্ধ দেবব্রত! তুমি জরাগ্রস্ত। আরে সে হোল কোটিপতির একমাত্র মেয়ে। আমিই কি এখানে থাকব। গ্যাংটক থেকে ঘুরে এসে দেখবে—থিয়েটার রোড-এ এক বিরাট প্রাসাদে বাস করছি। সেইজন্যেই তো তাকে বিয়ে করা।

[নিনার প্রবেশ]

নিনা ॥ বিনোদ, আমি এসেছি।

বিনোদ ॥ এই যে, এদিকে এসো। [হাত ধ'রে তাকে নিয়ে এলো বাপের সামনে] এই হোল আমার বাবা, নাম দেবব্রত ; মন ভাল থাকলে আমি ডাকি কুরুবৃদ্ধ বলে, তুমিও ডাকতে পার। আর তুমি তো বুঝতেই পারছ এ কে। [নিনা নিজের মনে একটু ভেবে দেবব্রতের পায়ের ধুলো নিতে গেল]

বিনোদ ॥ (বাধা দিয়ে) উঁহু, উঁহু, বাবা ওসব পছন্দ করে না, হাত তুলে।

দেবব্রত ॥ [নিনার নমস্কারের উত্তরে মাথাটাকে সামান্য একটু ঝাঁকিয়ে ভালো ক'রে তার দিকে তাকালেন, পরে বললেন] হুঁ।—কী নাম তোমার ?

নিনা ॥ নিনা।

দেবব্রত ॥ নিনা কী ?

নিনা ॥ কিছু না। শুধু নিনা।

দেবব্রত ॥ শুধু নিনা ? পদবী কি ?

নিনা ॥ ও তাই বলুন, পদবী। তবে নাম বলছিলেন কেন ?

দেবব্রত ॥ থাক্ পদবীর দরকার নেই। মন দিয়ে লেকচার শুনতে পারবে ?

নিনা ॥ নিশ্চয়ই। সেইজন্যেই তো বিনোদকে বিয়ে করছি।

দেবব্রত ॥ ভালো। আশা আছে বোধ হচ্ছে। আচ্ছা passed।
[তিনি চ'লে গেলেন ষ্টাডিতে। নিনা বিস্মিত হয়ে সেইদিকে চেয়ে রইল]

বিনোদ ॥ হুর্‌রা! এইবার, এই হোল আমার মা। না, না, এইবারে পায়ে হাত দিয়ে। দেখতো মা, কেমন সুন্দর আর কেমন লক্ষ্মী মেয়ে। একে কিনা বলে বোম্বেটে, ছিঃ!

নিনা ॥ (সোজা হয়ে) বোম্বেটে! আবার কে আমাকে বোম্বেটে বলছে?

বিনোদ ॥ নিনা, ছিঃ! তুমি না অহিংস! [মাথাটা হেলিয়ে নিনা দোষ স্বীকার করল। বিনোদ তাকে নিয়ে চললো মিনতির দিকে; সুরেশ প্রশ্ন ক'রে ফেলল]

সুরেশ ॥ ওহে, মাথার ঠিক আছে তো?

বিনোদ ॥ মোট্টে না, অনেক টাকা যে। আর এই হোল আমার বোন মিনতি।

মিনতি ॥ থাক্ থাক্ তোমাকে আর পরিচয় করিয়ে দেবার আড়ম্বর করতে হবে না। এস ত বৌদি, তোমাকে চা-খাবার খাইয়ে আপ্যায়ন করি। এই দাদা, খাবার আমাদের এখানে অনেক আছে, তুই সেই বড়ো পট্‌টায় একপট্ চা দিয়ে যেতে বলতো রঘুকে। [নিনাকে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চললো ষ্টাডির দিকে। ঢোকবার মুখে ফিরে কণ্ঠে মীড় লাগিয়ে সুরেশকে ডেকে গেল] এসো।

বিনোদ ॥ (সুরেশের সামনে গিয়ে বোনকে ভেঙিয়ে) 'এসো', কী বাবা, দেবতার বেলায় লীলাখেলা, আর যতো দোষ মানুষের বেলা?
[সুরেশ ঘুষি তুলতেই তাকে কাটিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে পিছনের খিলানের নীচ দিয়ে বেরিয়ে গেল]

বিনোদ ॥ রঘু বড়ো টী-পট্‌টা ভর্তি করো। [বেরিয়ে গেল। সুরেশ

একটু লজ্জিতভাবেই ষ্টাডির ভেতরে গেল। একটু পরে বেরিয়ে এলেন দেবব্রত।]

দেবব্রত ॥ নাঃ, এরা সমস্ত ফাইল-টাইলগুলো নয়ছয় ক'রে দেবে।

করুণা ॥ [এতক্ষণ একা ব'সে কী জানি ভাবছিল ; বললে] খোকাও চ'লে যাচ্ছে শুনলে তো ? আমি জানতুম, ও ঠিক চ'লে যাবে।—আমার কী আছে কাজ ? কী আমার ব্রত ? (সহসা স্বামীকে) তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমি ক্লাবে যাই।

দেবব্রত ॥ তার মানে ?

করুণা ॥ আমি বাড়ীতে ব'সে থেকে কী করব ? মিনতি ঠিকই বলেছে, আমি ছেলেমেয়েও মানুষ করিনি, ঘর-করনার কাজও কিচ্ছু শিখিনি। একটা কাজ আমি পারি, সে হচ্ছে অভিনয়। তাই-ই তোমরা আমাকে করতে দেবে না কেন ? তুমি তো কারও স্বাধীনতায় হাত দাও না বলো, তবে আমাকেই বা এমন জোর ক'রে ঘরে পুরে রাখছ কেন ? এমন ক'রে রোজ একলা বাড়ীতে কাটাতে হোলে আমি মরে যাবো। একদিন আমাকে ঠিক বিষ খেয়ে মরতে হবে।

দেবব্রত ॥ (কঠিনস্বরে) খুব মন্দ হবে না তাতে। ঐ ঘুমের ওষুধটা, —যেটা আমি এনে দিয়েছি,—একটু বেশী খেলেই চলবে। (বাড়ীর ভিতর যাবার জন্যে ফিরলেন)

করুণা ॥ তুমি কি চাও যে আমি মরে যাই ?

দেবব্রত ॥ কায়মনোবাক্যে।

করুণা ॥ তবু তুমি আমাকে ক্লাবে যেতে দেবে না, আমার যা ভাল লাগে তা করতে আমাকে দেবে না ? আমি কি কেউ নই ? আমি কি কিচ্ছু নই ?

দেবব্রত ॥ না তুমি কেউ নয়, তুমি কিচ্ছু নয়। এ যদি কেবলমাত্র অভিনয়ের কথা হোত আমি আপত্তি করতুম না। এতদিন

করিনি। কিন্তু কাল একজন তোমাকে প্রেম জানিয়েছে, আজ আর একজন জানাবে, ক্রমশঃ কিউ লেগে যাবে তোমার গুণমুগ্ধের ভীড়ে।

করুণা ॥ কিন্তু আমার অভিনয় যদি কারোর খুব ভালো লাগে, সে যদি যেচে এসে আমায় প্রেম জানায়, আমি কী করতে পারি? সেটা কি আমার দোষ? আমার মনে কোন পাপ না থাকলেই হোল। আমি যাই। কিছুতেই তুমি আমাকে আটকে রাখতে পারবে না। আমি তো কাউকে কোন প্রশ্রয় দিই নি, তবু তুমি আমাকে যেতে দেবে না কেন?

দেবব্রত ॥ না, না, না। তুমি যেতে পাবে না তার কারণ আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। বিয়ের আগে আমাকে তুমি প্রশ্রয় দাওনি? ঐ বিনোদকে কুমারী অবস্থায় নিজের পেটে তুমি ধরনি? যে কাজ একদিন করেছিলে আজও যে তা করবে না তার কোন প্রমাণ আছে কি? যাক্ ওসব কথা। আমি এই শেষবারের মতো জানিয়ে দিলুম যে, ক্লাবে তোমার যাওয়া হবে না, বিশেষ প্রয়োজন না পড়লে বান্ধবীদের বাড়ীতেও না। আর যেন কখনো এ কথা আমার কাছে না তোলা হয়। [বেরিয়ে যেতে গিয়ে দেখলেন খিলানের নীচে বিনোদ দাঁড়িয়ে। বললেন] বিনোদ পাঁচমিনিট সময় দিলুম তোমাদের দলটাকে ষ্টাডি থেকে বের ক'রে আনতে। আমার কাজ করতে হবে।

বিনোদ ॥ [কেমন ক'রে যেন এগিয়ে বাপের দিকে তাকিয়ে] কুরুবৃদ্ধ, আমি তোমার illegitimate son? বে-আইনী ছেলে? Thank you, Thank you. [দুহাতে বাপের ডান হাতটা ধ'রে খুব নেড়ে দিল]

দেবব্রত ॥ (হাত ছিনিয়ে নিয়ে) What the devil do you mean by this?

বিনোদ ॥ মাথা গরম কোরো না বাবা, ঠাণ্ডা হয়ে শোন। আমি এতদিন ভাবতুম যে, তোমরা পরস্পরকে যে রকম ভীষণ ঘেন্না করো, সেই রকম ঘেন্নার মধ্যে যার জন্ম তার জীবনেই ঘেন্না। আজ তুমি জান না বৃদ্ধ, আমার সেই আত্মসম্মান তুমি আমায় ফিরিয়ে দিলে। আমার জন্ম সমাজের ক্রীতদাস-ব্যবহারের বাঁধা গণ্ডীর ভিতর নয়, আমার জন্ম, after all, দুটো মানুষের স্বাধীন প্রেমের ভেতর থেকে। আমি কানীন পুত্র,—আমি ব্যাসদেব কর্ণের সমগোত্রের লোক! চালাকি? "অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত, তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।" ওরে বাব্বাঃ।

[আগত রঘুর হাত থেকে টী-পট্ শুদ্ধ ট্রে-টা নিয়ে যেন বীরদর্পে এগিয়ে চলল ষ্টাডির দিকে। দেবব্রত শঙ্কিত হয়ে বললেন]

দেবব্রত ॥ বিনোদ, এখানে তুমি যা শুনেছ, ওখানে গিয়ে এক্ষুণি সেটা গল্প করবার কোন দরকার নেই। তাতে তোমার নিজেরই ক্ষতি।

বিনোদ ॥ (হেসে হেসে) নিশ্চয়ই। গৌতম ঋষি ছাড়া এসব কথা কাউকে খুলে বলা যায় না কি? সত্যকুলজাত ব'লে আবার চিনতে পেরে জড়িয়ে ধরা চাইত!

দেবব্রত ॥ (অন্তর্নিহিত খোঁচায় বিদ্ধ হয়ে) পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার জায়গা যেন ফাঁকা পাই।

[চ'লে গেলেন ভিতরে]

বিনোদ ॥ (চেঁচিয়ে) O. K. Guv'nor [তারপর মায়ের কাছে গিয়ে হঠাৎ আশ্চর্য্যজনক কোমল স্বরে তাকে বললে] মা-মণি, তুমি খুব ভালো, জানো? এমন ভালো মা কারোর কখনো হয়নি, হতে পারে না।

করুণা ॥ (ডুবন্ত মানুষের মতো) খোকা, তুই কি কাল নিশ্চয়ই চ'লে যাবি ?

বিনোদ ॥ হ্যাঁ মা, নিশ্চয়ই। [মায়ের দিকে একবার তাকিয়ে বিনোদ এগিয়ে গেল ষ্টাডির দিকে। দ্বারের কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে] ওরা সবাই এখুনি এখানে আসবে, তুমি নিজের ঘরে চ'লে যাও মা। (আবার ডাকল) মা!

করুণা ॥ (যেন সম্বিৎ পেয়ে) অ্যাঁ, হ্যাঁ, যাচ্ছি। এই যে যাচ্ছি। বিনোদ চ'লে গেল, করুণা উঠে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল। ভিতরে যাবার পথটাতেও আলো। সেই অর্ধঅন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করুণা হঠাৎ একটা আর্ত চীৎকারে ব'লে উঠল] 'ধিক্ ধিক্, কোথা হতে এলে তুমি নির্ম্মম পথিক।'

[পরক্ষণেই প্রাণপণ জোরে পূর্বের মতো তেমনি একটা আর্তনাদের মতো শব্দ ক'রে উঠল। একটু খানির জন্যে সব চুপ। তারপর দেখা গেল ঘরের মধ্যে একটি পুরুষমূর্তি এসেছে, সে বললে—]

পুরুষটি ॥ (একটু চাপা গলায়) কিন্তু আমি তো নির্মম নই করুণাদেবী। আমি তখন থেকে আপনার জন্যে ঐ মোড়ে গাড়ীর ভিতরে ব'সে আছি।

করুণা ॥ (ভীতস্বরে) কে ? [আলো জ্বালল, দেখল পঞ্চাননবাবু] ও-মা, আপনি! আমি এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।

পঞ্চানন ॥ পাবেনই তো। আপনার কি মাথার ঠিক আছে! কেন করুণাদেবী, আপনি ঐ পাজী লোকটার ঘর করেন ? আমাকে কী বলে জানেন ? বলে তোমার বাপ বেশ্যাবাড়ী থেকে গয়না চুরি করেছে। আরে! দিতুম পেছনে গুণ্ডা লাগিয়ে, ঐ দেয়ালে চিপে ধ'রে 'প্ল্যাকার্ড' ক'রে দিতো। নেহাৎ আপনার স্বামী ব'লে—যাক্ ক্ষমা ক'রে দিলুম।

করুণা ॥ এইসব আপনাকে বলেছে নাকি ও? কখন বললে? কোথায় দেখা হোল?

পঞ্চানন ॥ এইখানে। আমি যে আর একবার আগে এসেছিলুম আপনাকে ক্লাবে নিয়ে যেতে। জানে না যে ইদিকে আমি খুব ভাল মানুষ, হাতে ক'রে কুটো তুলতে বললে, দাঁতে ক'রে তুলে দিই। কিন্তু রাগলে আমি কারোর না, হ্যাঁ। [দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে চোখ পাকিয়ে প্রচণ্ড রাগের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইল, পরে নরম হয়ে] তারপরে আবার ভাবলুম, মরুক্‌গে যাক্, আমিও তো বামুনের ছেলে—দপ ক'রে জ্বলে ওঠে আগুন যেমন, খপ ক'রে নিভে যায় রাগও তেমন। তাই মনে করলুম, যাই একবার করুণাদেবীকে গিয়ে বলি ক্লাবে যাবার জন্যে। তিনি বুঝলেই আমার সব হবে। তিনি আমার সংগে এলে দেখবো তখন কোথায় থাকে দেবব্রত মিত্রের চালবাজী। তাই সোজা চ'লে এলুম।

করুণা ॥ আমি ক্লাবে যাবো না পঞ্চাননবাবু।

পঞ্চানন ॥ (একগাল হেসে) হেঁ হেঁ, আমিও কি তা জানিনে। কাল সবে—যাকে বলে গিয়ে কথাটা বলিছি। আমিই কি ক্লাবে নিয়ে যেতুম। সেখানে যা ভেজাল।

করুণা ॥ না, না, ওসব কথা বলবেন না আপনি।

পঞ্চানন ॥ লজ্জা হচ্ছে বুঝি? তা ভালো। মেয়েদের লজ্জাটা আমার ভারি পছন্দ। আপনাকে আমি খুব সুখে রাখব করুণা-দেবী। পরিবারটি মরে গিয়ে এস্তক এমন একলা একলা কাটাচ্ছি যে শুনলে আপনি চোখের জল রাখতে পারবেন না। তারপর আপনাকে দেখলুম ঐ 'অভিশপ্তা' বইয়ে, সেই যে নরেন বোসেদের বাড়ীতে প্লে হোল। ওঃ সেই যেখানটা আপনি কেঁদে কেঁদে বলছিলেন—'তবু তুমি চ'লে যাবে? তবু তুমি আমাকে ভালবাসবে না?' আহা হা।

করুণা ॥ আপনার খুব ভাল লেগেছিল? খুব?

পঞ্চানন ॥ ভাল লাগা কি বলছেন! সেই থেকেই তো মরলুম। জমিদারের ছেলে, ইচ্ছা করলে তো, কিছু মনে করবেন না, চার পাঁচটা মেয়েমানুষ বাঁধা রাখতে পারতুম। কিন্তু কি জানেন? লেখাপড়া অবিশ্যি বেশীদূর করিনি, কিন্তু ছোটবেলা থেকে আমার গল্পের বই পড়ার অভ্যেস কিনা, তাই প্রেম না হ'লে ঠিক ভাল লাগে না। আপনাকে আমি স্বামীর হাত থেকে উদ্ধার করবোই করুণাদেবী। লোকটা ঠকিয়ে আপনার ওপর রাজত্বি ক'রে যাচ্ছে। এই দেখুন না—আপনার ছেলে, মেয়ে, চাকর-বাকর কেউ আপনাকে কেয়ার করে? সংসারে কী মানটা দিয়েছে আপনাকে আপনার স্বামী? আর আমার সংগে যদি আসেন, দেখবেন আপনি হবেন গৃহিণী, পাটরানী, দশটা দাসী বাঁদী দেখবেন আপনার চারপাশে একেবারে তটস্থ।

করুণা ॥ না, না, পাঁচুবাবু ওসব কথা বলতে নেই। আপনি অন্য কথা বলুন। আপনার কথা শুনতে আমার বড্ড ভাল লাগে, কেমন হাসি পায়। কিন্তু ওসব কথা কি বলতে আছে? ছিঃ!

পঞ্চানন ॥ (অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে) কেন? বইয়ে ঐ কথা বলছে, নাটকে ঐ কথা বলছে, নভেলে ঐ কথা বলছে, ঐ কথার উপর থিয়েটার বায়স্কোপের বিক্রী বেড়ে যাচ্ছে। আর সত্যি সত্যি বললেই দোষ!

করুণা ॥ আমি জানি না। কিন্তু সকলে বলে দোষ। ঐ ও আসছে, আপনি চ'লে যান।

পঞ্চানন ॥ কে, আপনার স্বামী বুঝি? লাঠিটা? গাড়ীতে ফেলে এসেছি।

করুণা ॥ ও আমাকে ক্লাবে যেতে বারণ ক'রে দিয়েছে, আপনার

জন্যে। যদি দেখে আপনি এখানে রয়েছেন, আমাকে আবার বকবে। আপনি যান এক্ষুণি।

পঞ্চানন ॥ আচ্ছা তাহলে যাকে বলে গিয়ে এখন আমার যাওয়াই ভালো, অ্যাঁ?

করুণা ॥ হ্যাঁ, আপনি যান। আর শুনুন, কক্ষণো এ বাড়ীতে আর আসবেন না।

পঞ্চানন ॥ না, না, সে কি একটা কথা হোল? সে আমি গুলুক সন্ধান ক'রে আসবোখন। [খিলানের নীচে দেবব্রতকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমতা আমতা ক'রে থেমে গেল ; এবং পলায়নের জন্য ব্যগ্র হয়ে পিছু হঠ্‌তে হঠ্‌তে] আচ্ছা আমি তাহলে যাকে বলে গিয়ে চলি—

দেবব্রত ॥ (হাঁক দিলেন) এই, দাঁড়াও। [এগিয়ে আসতে লাগলেন]

পঞ্চানন ॥ (প্রহারের আশংকায় চেঁচিয়ে ওঠে) খবরদার। আমার গায়ে হাত দেবেন না বলছি, দেব গুণ্ডা লেলিয়ে একদম 'প্ল্যাকার্ড' ক'রে দেবে। খবরদার বলছি ভালো হবে না।

[ছেলেমেয়েরা ষ্টাডি থেকে বেরিয়ে এইসময়ে ভীড় ক'রে দাঁড়াল]

দেবব্রত ॥ (পঞ্চাননবাবুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে) কিন্তু খারাপটা কি হবে শুনি?

করুণা ॥ তুমি ওঁকে বোকো না। আমি বুঝিয়ে দিয়েছি ভালো ক'রে। আর কক্ষণো উনি এখানে আসবেন না।

দেবব্রত ॥ তুমি চুপ করো। কথা কইতে তোমার লজ্জা করছে না? (পঞ্চাননবাবুকে) খারাপটা কী হবে শুনি?

পঞ্চানন ॥ [ভয়ে তার মুখ সাদা হয়ে গেছে, তবু ঢোঁক গিলে গিলে বললে] দিন না? একবার গায়ে হাত দিয়ে দেখুন না? আমারও হাতে গুণ্ডা আছে।

দেবব্রত ॥ (কিছুক্ষণ পঞ্চাননবাবুর দিকে চেয়ে থাকে) বেরিয়ে যাও এখান থেকে। ফের যদি কোনদিন তোমাকে এখানে দেখতে পাই জুতো মারতে মারতে বের ক'রে দোব।

[ষ্টাডির দিকে চললেন]

পঞ্চানন ॥ (দেবব্রত স'রে যাওয়াতে দুর্বলের আস্ফালনে) জুতো ! ওঃ জুতো! অমনি মারলেই হোল !

দেবব্রত ॥ (সংগে সংগে ঘুরে দাঁড়িয়ে) কী, কী বলছ ?

পঞ্চানন ॥ (ভয় পেয়েও) এতগুলো লোকের সামনে জুতো মারবেন বললেন কেন আপনি ? জুতো মারা অতো সস্তা, না ?

দেবব্রত ॥ সস্তা নয় ? [সোজা এগিয়ে এসে বাঁ হাত দিয়ে তার বুকের কাছের জামাটা ধ'রে এক হ্যাঁচকা টান মারতেই পঞ্চানন হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে প'ড়ে গেল, তার মুখের সামনে চটি-পরা একটা পা তুলে দেবব্রত জিজ্ঞাসা করলেন] কী মনে হচ্ছে ? সস্তা, না সস্তা নয় ?

পঞ্চানন ॥ (হাঁউমাউ ক'রে কেঁদে উঠে) আমি তারিণী তারণ বাঁড়ুজ্যের ছেলে, আপনি আমাকে সত্যি সত্যি জুতো দেখালেন ! এর প্রতিশোধ যদি আমি না নি তো আমি যেন গো-রক্ত খাই। আমার সমস্ত জমিদারী যদি লাটে ওঠে সেভি-আচ্ছা, আমি দেখে নোব। (হাঁউমাউ ক'রে কাঁদতে থাকে)

দেবব্রত ॥ (ধমক দিয়ে) এই, ওর পায়ে হাত দিয়ে মাপ চেয়ে নে—। বল্ যে মা এরকম কাজ আর কখনও করবো না। বল্ (জুতোর ঠোক্কর মারে)—

পঞ্চানন ॥ (চোখ মুছতে মুছতে) না। পায়ে হাত দিতে পারি কিন্তু মা বলতে পারবো না।

দেবব্রত ॥ এমনি না পারলে জুতোর ঘায়ে বলতে হবে। বল্— (আবার ঠোক্কর মারে)

পঞ্চানন ॥ (মরিয়া হয়ে) সে আপনি আমাকে মেরেই ফেলুন আর কেটেই ফেলুন, আমি পারবো না। এ্যাদ্দিন যাকে মনে মনে পরিবার করবো ভেবে এসেছি তাকে মা বলবো ?

দেবব্রত ॥ Damn you bastard—[মারতে মারতে পঞ্চাননকে তাড়িয়ে দিতে থাকে]

করুণা ॥ মেরোনা, মেরোনা আমার সামনে—

দেবব্রত ॥ Shut up you sneaking bitch.

[বাঁ হাত দিয়ে আঘাত করে। করুণা সোফার ওপরে প'ড়ে যায়]

মিনতি ॥ বাবা—

সুরেশ ॥ (করুণাকে আড়াল ক'রে) আপনার লজ্জা করা উচিত। এ আপনি কী করছেন? আপনার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলে আপনি পৌরুষ দেখাচ্ছেন? ছিঃ ছিঃ—আপনি আবার কথা বলেন।

দেবব্রত ॥ (ভীষণ মুখে তাকান সুরেশের দিকে) দেখ ছোকরা, তুমি মনে হচ্ছে এ বাড়ীর আইন কানুন জানো না। আমার বিরুদ্ধে এখানে কোনো কথা বলা চলেনা। গেট আউট, আর কোনদিন এখানে আসবে না।

[বেরিয়ে যান পিছনের খিলান দিয়ে]

তৃতীয় অঙ্ক

[নিনার একটা ইংরেজি গানের মধ্যে এই দৃশ্যের সুরু। বাকি সবাই যেন মুহ্যমান হয়ে মাথা নীচু ক'রে ব'সে আছে]

মিনতি ॥ [একা জোর ক'রে হাততালি দেবার চেষ্টা ক'রে] বাঃ সুন্দর, খুব সুন্দর। (অন্যদের লক্ষ্য ক'রে) গানটা যে শেষ হলো সেটা যেন কারোর নজরেই পড়লো না ব'লে মনে হচ্ছে। মা, তুমি এবার একটা আবৃত্তি করো না, তোমার সেই দেবযানীর পার্ট থেকে। তুমি জানোনা বৌদি মা খুব ভাল আবৃত্তি করতে পারে। করোনা মা!

করুণা ॥ [ভীত অপ্রকৃতিস্থভাবে] দেখ মিনতি, তুই, খোকা, সব চ'লে গেলে ও আমাকে ঠিক মারবে।

মিনতি ॥ মা, তোমার সঙ্গে না কথা হলো যে আজকের রাতটায় তুমি ওসব কিছু ভাবতে পাবে না। কেবল আমাদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা ক'রে কাটিয়ে দেবে।

করুণা ॥ কিন্তু আমার যে বড় ভয় করছে। ও আমাকে ঠিক মারবে। একেবারে মেরে ফেলবে। (ব্যাকুলভাবে মেয়ের হাতটা আঁকড়ে) মিনতি—

[হঠাৎ হাতের কাছের পিয়ানোটা ঝড়ের মতো জোর ক'রে বাজিয়ে উঠলো বিনোদ। বাজাতে বাজাতেই বললো—]

বিনোদ ॥ কি গো বন্ধু সুরেশ সরকার কেমন লাগছে? There is no future, there is no more past, No roots, nor fruits, but momentary flowers.
Silent and dark,/not for a space. নিনা চলো আমরা বাগানের অন্ধকারে পালিয়ে যাই, নইলে এই আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ী যদি এইরকম কাঁদতে

থাকে তা'হলে খুব শক্ত হয়ে পড়বে তোমার সঙ্গে কেটে পড়া। চলো, চলো। [বিনোদ নিনাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ স্তব্ধতা]

করুণা ॥ মাঝে মাঝে বিনোদকে আমার বড় ভয় করে। [হঠাৎ করুণা ভীষণ চমকে পিছনে তাকায়] কে ? ও, না। হঠাৎ মনে হলো ও যেন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মিনতি, তুই কি চ'লে যাবি খোকার মতন,—নিশ্চয় চ'লে যাবি ? মিনতি ? বল ?—[মিনতি আর পারে না হঠাৎ মুখ ঢেকে হুহু ক'রে কেঁদে ওঠে। সুরেশ ব'সে থাকে মাথা নীচু ক'রে। করুণা সামনের দিকে চেয়ে থাকে। মিনতি একলা কাঁদে।]

করুণা ॥ তাই যা, তোর যাওয়াই উচিত। সুরেশ বড় ভালো। কিন্তু আমার কী হবে ?—কাল সকালে যাস তোরা। আজ সারারাত আমরা হাসবো, গান গাইবো। কিন্তু খোকা কী করবে ? খোকা ? (দাঁড়িয়ে উঠে ডেকে ওঠে) খোকা, খোকারে—

[এরই মধ্যে দেবব্রত এসেছেন পিছন থেকে]

দেবব্রত ॥ খোকাকে কী দরকার ? [কেঁপে উঠে করুণা আবার ব'সে পড়ে] সুরেশকে আমি এবাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলুম। কে তাকে এখনও এখানে রেখেছে ? তুমি ?

করুণা ॥ (স্বপ্নে কথা কওয়ার মতন) না, মিনতি। আমি তখন ভয়ে কিছু বলতে পারিনি। কিন্তু এখন আমিও বলব ? সুরেশ ভালো, তাকে তুমি চিপে রাখতে পারবে না।

দেবব্রত ॥ (সুরেশকে) তুমি এখনও এ বাড়ীতে রয়েছ যে ? কী করছিলে তোমরা এতক্ষণ ?

করুণা ॥ পালিয়ে যা মিনতি, পালিয়ে যা। ও একেবারে রাক্ষস হয়ে গেছে। ও এবার তোদের মেরে ফেলবে।

দেবব্রত ॥ **Shut up.**

[বিনোদ ও নিনার প্রবেশ]

বিনোদ ॥ কে কাকে shut up করছে? আবার আর এক পক্ষ আসছে shut up করতে। ঐযে—

[পঞ্চানন বাঁড়ুজ্যে প্রবেশ করেন দু'জন গুণ্ডা নিয়ে]

পঞ্চানন ॥ ঐ যে ঐ যে, ঐ লোকটা আমাকে মেরেছে।

১ম গুণ্ডা ॥ কে, ঐ শালা বুড়ো?

দেবব্রত ॥ কে তোমরা, কী চাও তোমরা এখানে?

পঞ্চানন ॥ এইবার বোঝো ঠেলা। তুমি ঘোরো ডালে ডালে, আমি ঘুরি পাতায় পাতায়। আমাকে get out করা, আমাকে জুতো মারা! এইবার দেবে খন আচ্ছা ক'রে। তোরা আগে ঐ লোকটাকে ধর। আমি ওর মুখে বেশ এক ঘা জুতো মারি।

গুণ্ডা ॥ কেন পাঁচদা, কোন্ মেয়েটাকে লিয়ে ব্যাপার? ব'লে দাও। লিয়ে যাই সেটাকে। টাকা পেতে কতক্ষণ?

সুরেশ ॥ পাঁচুবাবু—

পঞ্চানন ॥ এই, এ-সব তোরা কী বল্‌ছিস্?

গুণ্ডা ॥ আরে পাঁচদা, ঘাবড়াৎ মৎ। এক ঝাপ্পড়ে শালা সিধে হয়ে যাবে।

সুরেশ ॥ পাঁচুবাবু আপনি এদের এক্ষুণি এখান থেকে নিয়ে যান। মনুষ্যত্বের বালাই কি আপনার শরীরে একেবারেই নেই?

পঞ্চানন ॥ এই, নন্দ, কেলো, ঠিক ক'রে কথা বল। এবার যদি ফের কিছু খারাপ কথা বলবি তো ভীষণ রাগ করবো আমি।— দেখলেন না বারণ করলুম আমি। কিন্তু ওরা ওইরকম। আমার সব কথা শোনেনা। গুণ্ডা কি না।

সুরেশ ॥ তাহলে ওদের আপনি এখানে এনেছেন কেন? নিজের সম্মান বজায় রাখতে? কিন্তু ওরা যখন এইরকম ব্যবহার করে তখন কি তাতে আপনার সম্মান আরো বেড়ে ওঠে? যান, নিয়ে যান এদের।

একজন গুণ্ডা ॥ ওরে নন্দ!

সুরেশ ॥ দেখুন যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি দেবব্রতবাবুর ওপর জুলুম করছিলেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি কোন কথা বলিনি। কারণ আপনাকে অপমান করার সময়ও আমি চুপ করেছিলাম। কিন্তু সে আমি অবস্থাটা তখনো কিছু বুঝিনি ব'লে। কিন্তু আপনি কী করছেন দেখুন তো? এইসব পাপকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলছেন, সে কি চিরকাল কেবল আপনার কথামতই চলবে? একদিন আপনাকে জ্বলে মরতে হবে না এর বিষে? যান, চলে যান এক্ষুণি, নিয়ে যান এদের।

[একজন গুণ্ডা বুক টান ক'রে এগিয়ে আসে সুরেশের সামনে]

গুণ্ডা ॥ কীরে শালা, না গেলে কী হবে? মারবি?

সুরেশ ॥ না, আজ পর্য্যন্ত কারো গায়ে আমি হাত তুলিনি। তোমরা চ'লে যাও।

গুণ্ডা ॥ আর যদি না যাই?

সুরেশ ॥ প্রাণপণ চেষ্টা করবো তাড়িয়ে দিতে।

গুণ্ডা ॥ তাই কর্। [ব'লে ভীষণ চীৎকার করে লোক দুটি সামনে ও পেছন থেকে সুরেশকে মারে। সুরেশ প'ড়ে যায়। কিছুক্ষণের জন্য যেন বৃষ্টির ধারার মত অজস্র মার পড়ে সুরেশের গায়ে। এত দ্রুত ঘটনা ঘটে যে সবাই হতবুদ্ধি হয়ে যায়। পরক্ষণেই মিনতি চীৎকার ক'রে ওঠে]

মিনতি ॥ পাঁচুবাবু—। [ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সুরেশকে আড়াল করে] দূর হয়ে যাও, —দূর হয়ে যাও, Swines, Swines! [মিনতি কেঁদে ওঠে হাউ হাউ ক'রে। পাঁচুবাবু টেনে নিয়ে আসে লোক দুটোর জামা ধ'রে]

পঞ্চানন ॥ এই নন্দ, এই কেলো, ব্যস্, ব্যস্, চ'লে আয় (দরজার কাছে ফিরে বলে) এইসব ব্যাপারের মাঝে পড়লে নিষ্ঠুরীও মার খেয়ে যায়। কোনো উপায় থাকে না। চল্ চল্ তোদের টাকা মিটিয়ে দিচ্ছি। [লোক দুটোকে নিয়ে পাঁচুবাবু চ'লে যান। মিনতি ছুটে তুলো আয়োডিন নিয়ে আসে। নিনা জলের

ঝাপটা দিতে থাকে। সুরেশ উঠে বসে। সমস্ত মুখটা তার রক্তে ভাসছে। মিনতি কাঁদতে কাঁদতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধে। দেবব্রত বেরিয়ে গিয়েছিলেন—ফিরে এসে বললেন—]

দেবব্রত ॥ চ'লে গেল। পাঁচু বাঁড়ুজ্যের গাড়ীটা দাঁড়িয়ে ছিল, তাতে ক'রে চ'লে গেল। চলো সুরেশ, এইবার আমার সঙ্গে থানায় চলো, ডায়েরী ক'রে আসতে হবে। আর মিনতি, তোমাদের সেই গয়নার বাক্সটা আর আজকে ব্যাঙ্ক থেকে যে টাকাগুলো আনা হয়েছে সেই সমস্ত টাকা অন্য জায়গায় সরিয়ে রেখে দাও।

মিনতি ॥ কেন সেগুলো কী হবে ?

দেবব্রত ॥ সেগুলো লুট ক'রে নিয়ে গেছে ব'লে লেখাতে হবে। কী নাম বললে লোক দুটোর ? নন্দ আর কেলো, না ? ঠিক আছে। চলো সুরেশ।

মিনতি ॥ তুমি কি মিথ্যে কথা লিখিয়ে আসবে বাবা ?

দেবব্রত ॥ তা নয় তো কী তোমার মায়ের কেচ্ছার কথা লিখিয়ে আসবো ? উঠে পড়ো সুরেশ, দেরী কোরো না।

সুরেশ ॥ না, আমি যাবো না।

দেবব্রত ॥ যাবে না ? তার মানে ?

সুরেশ ॥ মিথ্যে নালিশ আমি কারোর নামে করতে পারবো না। আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। আমি নিজেকে ভদ্রলোক ব'লেই জানি।

দেবব্রত ॥ Don't be a fool সুরেশ, Don't be a fool. আজ যদি তুমি এই কথাগুলো থানায় গিয়ে লিখিয়ে না আসো, এর পরিণাম কি দাঁড়াবে জানো ? ওরা মনে করবে বুঝি ওদের ভয়েই আমরা থানায় গেলাম না। তখন তো ওরা যা ইচ্ছে তাই করবে। এত বড় সাহস ওদের যে লোকের বাড়ী চড়াও হয়ে মেরে যায়। শুধু তাই নয়,

মেয়েদের পর্য্যন্ত অকথ্য অপমান ক'রে গেছে। তুমিই বলো, এর শাস্তি হওয়া উচিত কিনা ?

সুরেশ ॥ জানি উচিত। কিন্তু এটুকুও জানি যে মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে সে শাস্তি দেওয়া পাপ।

দেবব্রত ॥ আবার সেই কথা। যদি সত্যি কথা বলতে হয় তাহলে করুণাকে নিয়ে কাঠগড়াতে দাঁড়াতে হবে। পঞ্চানন বাঁড়ুজ্যের প্রেম নিবেদনের কথা বলতে হবে, এবং দেশময় কুৎসা প্লাবনের মাঝখানে মরবার দিন পর্য্যন্ত ব'সে থাকতে হবে। সেটা কি খুব একটা সন্তোষজনক ব্যাপার ? জানি তুমি হয়তো বলবে এতে যারা কুৎসা রটাবে তারা ছোটলোক, কুৎসা রটনাই তাদের স্বভাব। কিন্তু ভুলে যাচ্ছো কেন সুরেশ, সেইরকম লোকই পৃথিবীতে বেশী। এবং সমাজে থাকতে গেলে তাদের কথাটা উপেক্ষা করাটা মূর্খতা। অতএব—

বিনোদ ॥ অতএব লক্ষ্মীছেলের মত গিয়ে মিথ্যে মামলা জুড়ে দিয়ে এস এবং Survival of the fittest কথাটার গৌরব বর্দ্ধন কর।

দেবব্রত ॥ বিনোদ !

বিনোদ ॥ আজ্ঞে পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম !

দেবব্রত ॥ কথা কইতে তোমার লজ্জা করছে না ? তোমার বাপকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে একটা বাইরের ছেলে এখানে দাঁড়িয়ে মার খেল, আর তুমি ঠায় ব'সে ব'সে সমস্তটা চুপ ক'রে দেখলে ? লজ্জা করে না তোমার ?

বিনোদ ॥ আজ্ঞে না। আমি যে আপনারি ছেলে দেবব্রতবাবু। শুনেছি আপনি কলেজে পড়ার সময়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এক কঠোর সমালোচক ছিলেন, কিন্তু পাশ ক'রে তাদের হাত থেকে শাসনভার নেবার সময়ে তো আপনার লজ্জা করেনি। শুনেছি আপনি একজন শিক্ষিত লোক কিন্তু

একটি নির্বোধ কুমারী মেয়ের ওপর সুবিধা নিতে তো আপনার লজ্জা করেনি। শুনেছি আপনি ভদ্রসমাজে জন্মেছেন,—একজন ভদ্রলোক,—কিন্তু আজ আইন বা পুলিশের সাহায্য নেবার সময়ে অনর্গল মিথ্যে বলতেও ত আপনার লজ্জা করে না। এমন বাপের ছেলে আমি, লজ্জাটা কি অমনি থাকলেই হ'ল ? অতো সোজা নয়।

দেবব্রত ॥ অতই যদি তোমাদের শুচিবাই, তো গুণ্ডাগুলোর সঙ্গে খুনোখুনি করলেই পারতে। তাতে তো মিথ্যে কথা বলতে হতো না, সম্মানও বজায় থাকতো।

বিনোদ ॥ থাকতো কি ? নিজের অহঙ্কার বজায় রাখতে তুমি একজন লোককে অপমান করেছ—

দেবব্রত ॥ বেশ, বেশ সে কাজের সমস্ত দায়িত্ব আমি আমার কাঁধে নিচ্ছি। কিন্তু তোমার সামনে তোমার মা বোনকে যে অপমান ক'রে গেল তার প্রতিবিধান করবার কোনো দায়িত্ব কি তোমার নেই ব'লে তুমি মনে কর ?

বিনোদ ॥ না, নেই। এতদিন ধ'রে আর এত রকম নোংরামি দিয়ে তোমার মত লোকেরা ইতিহাসের সুতো পাকিয়ে যাচ্ছো যে তার মধ্যে আমি প্রতিবিধানের পথ খুঁজে পাই না। তুমি প্রতিবিধান চাইছো বাবা ? কেন বলতো ? গুণ্ডা দিয়ে একটা লোক তোমাকে অপমান করবার চেষ্টা করেছিল ব'লে। কিন্তু কেন সে চেষ্টা করেছিল ? তুমি তাকে যে অপমান করেছিলে তারই প্রতিবিধান করতে। এই একটি মাত্র নোংরা পথ ধ'রে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর লোক প্রতিবিধান করতে চেয়ে এসেছে, আর তাই আজ সমস্ত জগৎ জুড়ে যেন পিশাচের পদাঘাতে একেবারে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে উঠেছে আকাশে। অথচ দেশে দেশে এত ঋষি, এত মনীষী, এত জ্ঞান, এত আনন্দ, তবু,—তবু কেন আজ আমাদের এই অবস্থা, এই আর্তনাদ, এই অসম্মান ?

মানুষের মধ্যের জানোয়ারটা আজ তার পিঁজ্‌রে ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে, তাই জগতের চারদিকে যতো নোংরামি ততো আর্তনাদ। জানি এসব কথা বলতে নেই, এতে সুফল কিছু ফলে না। শুধু মাঝের থেকে গোটাকতক শক্র হয়। তাইতো বলতেও চাইনা কিছু। ন্যাকা সেজে থাকি। খাই, ঘুমোই আর হট্টগোল ক'রে বেড়াই।

করুণা ॥ খোকা, তুই এত রাগ করিসনি। আমার দোষেই যে এতসব হোলো আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি কী করবো ব'লে দিবি? আমি বুঝতে পারি না। তখন থেকে আমার বুকের ভেতরটা কীরকম যেন করছে। আমার মাথার মধ্যে লাগছে, ওকে যখন মারলে—(কেঁদে ফেললে, তারপর করুণভাবে বললে) আমি কী করব ব'লে দিবি?

বিনোদ ॥ তুমি? তোমার একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, বিষ খেয়ে মরা। আশ্চর্য। এখনো তুমি কি ক'রে বেঁচে আছো মা? এ পৃথিবী তো তোমার জন্যে নয়। এখানে বাঁচতে হলে চামড়া শক্ত করতে হয়। গণ্ডারের মত। অমন কাঙালের মতো চেয়ে থেকো না আমার দিকে। আমি তোমার কেউ নই,—পৃথিবীতে তোমার কেউ নেই।

করুণা ॥ খোকা, তুই অমন ক'রে কথা বলিস নি। আমি আর কিচ্ছু করবো না। ক্লাবেও যাবো না। কোথাও না। চুপ ক'রে ঘরে ব'সে থাকবো।

বিনোদ ॥ (চীৎকার করে উঠল) চলে যাও, দূর হ'য়ে যাও আমার সামনে থেকে—[তার গলা চিরে গেল, তাড়াতাড়ি সে কোণে গিয়ে দাঁড়াল করুণা উঠে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কিছুক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ ক'রে বিনোদ ডাকলো মা]

বিনোদ ॥ মা—(দেখলো মা নেই)

দেবব্রত ॥ হুঁ। তুমি যা বললে তার মধ্যে যথেষ্ট আবেগ-বাহুল্য

থাকলেও কিছু কিছু সত্য হয়তো আছে। অন্ততঃ এক একটা কথা তো আমার তো তাই মনে হলো।

বিনোদ ॥ হোলো নাকি? তাহলে বুঝতে হবে, সেগুলোই ভুল বলেছি।

দেবব্রত ॥ তার মানে?

বিনোদ ॥ মানে খুব সহজ। তোমার মত হিটলারের চেলার ঠিক মনে হবার মত কোনো সত্যি কথা তো আমি বলিনি।

দেবব্রত ॥ সাবধানে কথা বলো বিনোদ। যতো তোমাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে ততো তোমরা আস্কারা পেয়েছ, না? ওজন ক'রে কথা বলো।

বিনোদ ॥ কেন জুতো মারবে, না গুলি করবে?

সুরেশ ॥ ছিঃ বিনোদ! কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে কথা বলার স্বাধীনতা যদি আপনি না দিয়ে থাকেন তো কিসের স্বাধীনতা? সে স্বাধীনতা দেওয়া না দেওয়ার কোনো মানেই হয় না।

বিনোদ ॥ এই হোলো আমার বাবার স্বরূপ, সুরেশ, বলতে পারো এইটাই হোলো তাঁর সমগ্র রূপ। আমার বাবা যে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলে কিনা।

দেবব্রত ॥ ভালো, এই যদি তোমার আমার সম্বন্ধে ধারণা হয়, কোনো চিন্তা নেই, তোমরা অনায়াসে এ বাড়ী ছেড়ে চ'লে যেতে পারো। কারণ এ বাড়ীটা আইনতঃ এখনো আমার। সুরেশ ভালো ক'রে ভেবে দেখ আমার সংগে থানায় যাবে কিনা কারণ তুমি যদি না যাও তাহলে তুমিও পঞ্চানন বাঁড়ুজ্যের দলে আছো এই কথাই আমাকে লেখাতে হবে।

সুরেশ ॥ আমার এই চিহ্নগুলোর পরেও কেউ বিশ্বাস করবে সে কথা?

দেবব্রত ॥ আচ্ছা দেখা যাক্। মিনতি খাবে এসো।

মিনতি ॥ না, আমিও এ বাড়ীতে থাকবো না। এ বাড়ীতে, এ জানোয়ারের বাড়ীতে মানুষ বাঁচে না।

দেবব্রত ॥ As you please. আমি খেতে যাচ্ছি। ফিরে এসে তোমাদের কাউকে না দেখতে পেলেই খুশী হবো।

[দেবব্রত বেরিয়ে যায়]

নিনা ॥ (বিনোদের বাহু ধ'রে সপ্রশংসায়) বিনোদ, তুমি তো খুব ভাল বক্তৃতা দিতে পারো! আমি ভেবেছিলুম তুমি খালি কমিক। কিন্তু তুমি যখন রাগ ক'রে কথা বলছিলে, আমি কিছু বুঝতে পারছিলুম না বটে, কিন্তু ও বাবা কীরকম ভয় করছিল আমার। তোমায় আমি নিশ্চয় বিয়ে করবো বিনোদ, নিশ্চয়।

বিনোদ ॥ (ক্লান্তভাবে হেসে) গুড। আর আমি তোমাকে সাকী ব'লে ডাকবো। 'সাকী ভর দে পেয়ালা মুঝে।' ব্যস আর কী?—

সুরেশ ॥ (হঠাৎ নিশ্বাস ফেলে) চলো আমরা বেরিয়ে পড়ি মিনতি। অন্ধকারে অনেকখানি পথ পার হ'তে হবে।

মিনতি ॥ চলো—(দুজনে প্রায় বেরিয়ে যায়)

বিনোদ ॥ (একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিল) সুরেশ তুমি পাগল, বদ্ধ পাগল। আর তেমনি পাগল ঐ মিনতিটা। তাই ও তোমাকে ধরেছে একটা মুখরোচক ধর্ম্ম ওকে ভিক্ষে দিতে। বোঝে না যে অনেক পাগল তোমার মত আদর্শ নিয়ে পৃথিবীতে জন্মেছে। আর মিনতির মতো অনেক মুখ্যু তোমাদের পায়ের দাগ ধ'রে এগুতে চেয়েছে। কিন্তু কিচ্ছু হয়নি। তোমাদের বুকের রক্তে শুধু মাটি ভিজে কাদা হয়েছে। আর সব যেমন ছিল, তেমনই আছে। এই-ই নিয়ম। এমনিই হয়, এমনি হবে। Imperious Caesar, dead and turned to clay/Might stop a hole to keep the wind away.

সুরেশ ॥ (ফিরে) চমৎকার এবং সেই জন্যেই বুঝি তুমি তোমার বাবার বিরুদ্ধে এত বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেও ঠিক তারই পায়ের দাগ

ধ'রে চলেছ ? যেমন ক'রে তোমার বাবা একদিন একজন সরল মেয়েকে ভুলিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি ক'রে তুমিও একজনকে ভোলাচ্ছ। ঠিক তেমনি ক'রে নিজের সুবিধের জন্যে কোনও কথা বলতে তোমার মুখে আটকায় না। হয়তো একটু সিনিক্ হাসির সংগে বলো। হয়তো একটু কাব্য মিশিয়ে বলো, কিন্তু করো ঠিক সেই একই কাজ। অথচ সত্যি বলছি বিনোদ তোমার কাছ থেকে আমি এটা আশা করিনি। আমি ভেবেছিলুম যে শেষ পর্যন্ত তুমি অন্তঃত এই ধাপ্পাবাজ সমাজটার টুঁটি চিপে ধরবার জন্য এগিয়ে আসবে। মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচারের প্রতিকার করবার তুমি অন্তত একটা চেষ্টা ক'রে যাবে। কিন্তু তুমিও পালিয়ে গেলে—যাও আমার কর্তব্য আমি ঠিক ক'রে নিয়েছি। জানি তুমি হয়তো আমাকে ডন কুইক্সোট ব'লে ঠাট্টা করবে। কিন্তু যখনি যে কেউ অন্যায় করবে আমি তার প্রতিবাদ করবোই, জানো বিনোদ। আমার পরিচয় বলতে আর কিছুই বোঝায় না,—বোঝায় কেবল আমার এই ভালোটাকেই। আমাদের অনেকের মধ্যে যে ভালোটুকু আছে তাকেই সংহত ক'রে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ সৃষ্টি ক'রে নেবো। ভিক্ষেও চাইবো না, কেড়েও নেবো না।

[করুণা এসে দাঁড়ায় খিলান ধ'রে। মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ। অস্বাভাবিক গলায় ডাকে]

করুণা ॥ খোকা, মিনতি—

মিনতি ॥ (ছুটে যায়) মা, কী হয়েছে এমন করছো কেন ?

করুণা ॥ মিনতি, আমি বিষ খেয়েছি। খোকা যে বললে আমি বেহায়া, আমার বেঁচে থেকে দরকার নেই। [টাল রাখতে না পেরে প'ড়ে যায়। বিনোদ তাকে তুলে এনে সোফায় শুইয়ে দেয়। যন্ত্রণায় করুণা মোচড় দিয়ে উঠছে]

মিনতি ॥ মা, মা।

[করুণা দুহাতে বিনোদের জামাটা আঁকড়ে ধ'রে উঠে বসার চেষ্টা করে শেষবারের মতো চীৎকার ক'রে ওঠে]

করুণা ॥ আমাকে বাঁচিয়ে দে মিনতি—আমি মরতে চাই না। আমি কেন কিছু দেখতে পাচ্ছি না—খোকা আমাকে বাঁচিয়ে দে—

[শ্লথ হয়ে পড়ে যায়। দেবব্রত আসেন]

দেবব্রত ॥ কী, হয়েছে কী এখানে ?

মিনতি ॥ মা বিষ খেয়েছে। মাগো—(কেঁদে ফেললো)

দেবব্রত ॥ বিষ খেয়েছে ! এখনো দাঁড়িয়ে কেন ? Go, call a doctor.

সুরেশ ॥ না, আর দরকার নেই।

দেবব্রত ॥ মারা গেল ? মিনতি এক্ষুণি দেখো, কোনো statement লিখে গেছে কি না। উঃ এখন থানা, পুলিশ,—Coward, coward—just like her.

বিনোদ ॥ (এক দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল, এখন মুখ তুলে বললে) Coward ! মাইরি এমন ঠাট্টা তুমি করতে পারো বাবা।

[হা হা ক'রে হাসতে থাকলো।]

॥ শেষ ॥

রচনাকাল : ১৯৪২।

প্রথম অভিনয় : ১২ই আগস্ট, ১৯৫০। রেলওয়ে ম্যানসন ইনস্টিটিউট

প্রযোজনা : বহুরূপী। নির্দেশনা : শম্ভু মিত্র

॥ প্রথম অভিনয়ের চরিত্রলিপি ॥

দেবব্রত	॥ কালী সরকার	দ্বিতীয় গুণ্ডা	॥ অমর গাঙ্গুলী
বিনোদ	॥ শম্ভু মিত্র	তৃতীয় „	॥ নির্মল চট্টোপাধ্যায়
সুরেশ	॥ সবিতাব্রত দত্ত	করুণা	॥ তৃপ্তি মিত্র
পাঁচুবাবু	॥ গঙ্গাপদ বসু	নিনা	॥ গীতা ভাদুড়ী
রঘু	॥ মঃ জ্যাকেরিয়া	মিনতি	॥ মুক্তি গোস্বামী
প্রথম গুণ্ডা	॥ শোভেন মজুমদার		

ঘূর্ণি

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

প্রথম দৃশ্য

[ঘটনাকাল ১৯৪৯/১৯৫০ সাল নাগাদ। সেই সময়েরই কোনো-এক রবিবারের সকাল। দেবেন মুখুয্যের বাইরের ঘর। তিন-পীসের ড্রয়িংরুম সেট আছে, দেরাজবিহীন টেবিল আছে, হাতাওলা ও হাতাবিহীন কাঠের চেয়ারও আছে। সবই কিঞ্চিৎ পুরানো, সবই কিঞ্চিৎ জীর্ণ। দেখলেই অনুমান হয় বাংলা দেশের মধ্য-মধ্যবিত্তের বসবার ঘর।

নেপথ্য থেকে শোনা যাচ্ছে একটি মেয়ে কখনও গান গাইছে, কখনও কবিতা বলছে, কখনও বা—"বেহারী, চায়ের জল হোলো? রবিবার বলে কি ভাতের সঙ্গে চা খেতে হবে? বাবা বাবা!" ব'লেই আবার তারস্বরে গান গেয়ে উঠ্‌ছে। গোয়ালা এসে বাইরের দরজায় বাল্‌তি হাতে হাঁক দিল—"এ বেহারী, দুধ—।" চাকর বেহারী পাত্র নিয়ে এসে মাপিয়ে দুধ নিল এবং খানিকটা ফাউয়ের দরুন ঝগড়া ক'রে গেল। তারপর রুটিওয়ালা এসে দরজা ঠক্ ঠক্ ক'রে রুটি দিয়ে গেল। তার পরে এলো ঝাঁকা মাথায় ডিমওয়ালা। হাঁক মেরে বেহারীর হাতে চারটে ডিম দিয়ে গেল। তার সঙ্গেও দর নিয়ে কিছুটা কথা কাটাকাটি হয়। দর বেড়ে যাওয়া মানেই মানুষের হিসেবের ভিত ন'ড়ে যাওয়া কিনা।

এই সবের পালা শেষ হ'লে বাড়ীর কর্তার একমাত্র ছেলে প্রণব ঘুম থেকে উঠে এলো। মুখ ব্যাজার। প্রণব সিনেমা-রেডিওতে আধুনিক বাংলা গান গায়। চেহারাটায় আতুরে আর্টিস্টের ছাপ। চারদিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করতে করতে এটা সেটা উল্টে পাল্টে দেখে চেঁচাতে লাগল—'খুসি, খুসি'।

খুকু—নেপথ্যের সেই গান-গাওয়ার আবৃত্তি করার মেয়েটি—হাতে টোস্ট্ আর চা নিয়ে ঢুকলো গান গাইতে গাইতে। একটা

কথা বলতে ভুল হয়েছে, খুকুর নিরঙ্কুশভাবে যখন-তখন গেয়ে যাবার বা আবৃত্তি করার ক্ষমতাকে তারিফ করতেই হয়। আর তারিফ করতে হয় তার পরনের Silk Pyjama suitটা। পরার ক্ষমতাটা। খুকু যা করে সবই যেন ভারি না বুঝে নিষ্পাপভাবে করে]

খুকু ॥ (গাইতে গাইতে ঢুকলো) চা চাই গো, চা চাই—

প্রণব ॥ (বাধা দিয়ে বলে) এই, আজকের কাগজটা কোথায় রে? (ধমকে) কথার জবাব দে। আজকের কাগজটা কই?

খুকু ॥ (দাদার ধমক খেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। একটুখানি কটমট ক'রে দাদার দিকে তাকিয়েই কী যেন মাথায় আসায় খুশী হয়ে ওঠে, গান ধরে—) 'প্রণব আমার দাদা, তুলনা তাহার গাধা'—

[যতো গায় ততো উৎসাহ পায়। এবারে ক্রুদ্ধ হওয়ার পালা প্রণবের। দাদাত্বের অভিমান বজায় রেখে কটু কণ্ঠে বলে]

প্রণব ॥ Idiot।

[খুকু আরো জোরে গায়]

প্রণব ॥ (কেবল ক্রোধে কাজ হবে না জেনে কটু-ব্যঙ্গের রাস্তা ধ'রে,) য্যা য্যাঃ, গলা নেই গান গায় মনেরই আনন্দে, আর বৌ নেই শ্বশুরবাড়ী যায় পূর্বের সম্বন্ধে। চ্যাঁচা চ্যাঁচা। চেঁচালেই যদি গান হোত তাহ'লে তোতে আর মুসিতে কোনও তফাৎ থাকতো না। ন্যাকামি আর আর্ট—দুটো একদম আলাদা জিনিষ। বুঝলি?

খুকু ॥ (ক্রোধ দমন করতে পারে না) বাঁদর, ছোটলোক—(ব'লেই বেরিয়ে যায়)

[প্রণব ভিতরে ভিতরে খুব খুশী হয়ে চায়ে মন দিতেই কাগজওয়ালা 'কাগজ' ব'লে হেঁকে দৈনিক কাগজটা ফেলে দিয়েই ঝড়ের মতো চ'লে যাচ্ছিল। তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠ্‌ল প্রণব—]

প্রণব ॥ ওহে, ও কাগজ, শোন, শোন,—বেলা সাড়ে সাতটার সময়ে কাগজ দিচ্ছ, ব্যাপার কী বলতো? এরকম করলে আমরা কাগজ নিতে পারবো না ব'লে দিচ্ছি।

কাগজওয়ালা ॥ একে রবিবারে কাগজ পেতেই দেরী হয়ে যায়। তারওপর সকাল থেকেই আজ ট্রাম বন্ধ—

প্রণব ॥ কেন, আজ আবার কিছু বোমা টোমা লেগেছে নাকি? (তাড়াতাড়ি কাগজ খোলে)

কাগজওয়ালা ॥ আজ্ঞে না, ও কাল যা লেগেছিল তারিরই জের চলেছে। পোড়াট্রামগুলো এখনো তো সব সরাতে পারেনি রাস্তা থেকে—

[কাগজওয়ালা চ'লে গেল। সুসি—খুকুর ছোট—ঢুকলো—বাইরে যাবার সাজে। একটা চেয়ারে ব'সে জুতো পরতে লাগল]

প্রণব ॥ এই সুসি, এই দেখ সমীরের গান সম্বন্ধে ১-২-৩-৪-৫ লাইন লিখেছে,—ওঃ তোর গুরু তো famous হয়ে গেল। তুই কোথায় যাচ্ছিস, য়্যাঁ?

সুসি ॥ আমার এক বন্ধুর হাতে একটা টিউশানি আছে শুনেছিলুম, সে লোক খুঁজছিল,—তাই দেখি একবার চেষ্টা ক'রে।

প্রণব ॥ (যেন খুব হাসির কথা) টিউশানি! তুই টিউশানি করবি কি রে!

সুসি ॥ (একটু চুপ ক'রে থাকে) দাদা, আমাদের প্রেস বিক্রি হয়ে যাচ্ছে শুনেছ?

প্রণব ॥ (যেন আকাশ থেকে পড়ে) প্রেস? আমাদের প্রেস? কী বলছিস! প্রেস কেন বিক্রি হবে?

সুসি ॥ দেনা'র দায়ে। রোজগার হচ্ছে না ব'লে।

প্রণব ॥ কিন্তু তাই ব'লে—হয়ে গেছে বিক্রি?—বাঃ, অথচ আমি একটা কথাও জানিনা। এদিকে আমি একমাত্র ছেলে, সম্পত্তি যা থাকবে সব আমার, আর আমার মতামতের কোনো দাম নেই! বাবার খেয়াল হোল করো বিক্রি, তো করো বিক্রি!

সুসি ॥ (ক্রুদ্ধ হয়ে) তোমাকে ব'লে কী হবে? কী এমন ছাতা দিয়ে মাথা রক্ষে করেছ তুমি এতদিন? তুমি আধুনিক

গান গাও—ফিল্মে play back করো—তুমি তো আর্টিস্ট। কোনদিন বাবার চিন্তার ভাগ নিতে এসেছ যে আজ কথা বল্‌ছো? যতোবার film studio-তে উমেদারি ক'রে ঘোরো তার দশভাগের একভাগও প্রেসে গিয়ে কাগজপত্তর দেখে এসেছ?

প্রণব ॥ (উমেদারির কথায় অত্যন্ত কামড় খায় ব'লেই অশালীনভাবে ব'লে ওঠে) কোনও শালা বল্‌তে পারে না যে প্রণব মুখুয্যে উমেদারি ক'রে contract বাগায়।

সুসি ॥ (চুপ ক'রে একটু চেয়ে থাকে দাদার দিকে, অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে বলে) ছিঃ!

[এগোয় দরজার দিকে! প্রণবও লজ্জিত হয়]

প্রণব ॥ হ্যাঁরে—ইয়ে—বিক্রি হয়ে গেছে?

সুসি ॥ না এখনও হয়নি, কিন্তু কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে। কিনছেন—আমাদের মামাবাবু।

প্রণব ॥ (বিস্ময় এবং ভয়ে) মামাবাবু?

[সুসি মাথা নাড়ে। দুজনে চুপ ক'রে থাকে। নেপথ্য থেকে খুকুর গান শোনা যাচ্ছে।]

প্রণব ॥ (কি যেন ভাবছিল, বলে) আমাদের কী হবে তাহ'লে? (চারিদিকে তাকিয়ে ছেলেমানুষের মতো বলে) বাবা তো কোথাও ধার নিলে পারতো, বেচে দিলে একেবারে!

[সুসির ভ্রূ কুঁচকে যায়, কিন্তু সে উত্তর দেবার আগেই বাইরে থেকে মামা অবিনাশ চাটুয্যের প্রবেশ। অবিনাশ সাধারণ ভাবে চেঁচিয়ে ছাড়া কথা বলতে পারে না]

অবিনাশ ॥ কিরে সুসি, তোর বাবা কোথায়? এখনো নামেনি নীচে? একি তুই এতো সকালে সেজেগুজে কোথায় চলেছিস? য়্যাঁ?—কিরে প্রণব, বেলা আটটা বাজতে চললো এখনও তোর চা খাওয়া শেষ হয়নি? Very bad, very bad। Go to bed at nine, get up at five। তোর

বাপ কৈ ? ডাক্ তো।—ঐ খুকু-মার গলা না ? (ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে) খুকুমা ও খুকুমা—(নেপথ্যে খুকুর চিৎকার শোনা যায় 'মাম্বু') তোমার ছেলে এসেছে,—শীগ্‌গির—

[অবিনাশ চাটুয্যের অনর্গল বকুনির গোড়াতেই সুসি বেরিয়ে গেছে। প্রণবও উঠে চা-টা শেষ ক'রে কাগজ নিয়ে ভাগ্‌ছিল, অবিনাশ বলেন]—ওরে প্রণব, তোর বাপকে বল আমি এসেছি।

প্রণব ॥ (রসিকতা ক'রে বলতে যায়) সে বোধহয় আর বল্‌তে হবে না। (কিন্তু মামার দিকে তাকিয়েই কেমন নার্ভাস হয়ে যায়। বলে) ডেকে দিচ্ছি।

[দরজার মুখে দাদাকে ধাক্কা দিয়ে ঘূর্ণি হাওয়ার মতো খুকু ঘরে ঢুকলো। "মাম্বু" ব'লেই ঝাঁপিয়ে পড়লো মামার বুকে]

অবিনাশ ॥ ওরে, ওরে, আস্তে, আস্তে.—ছেলে যে বুড়ো হয়েছে মা, তোর মতো কি জোয়ান—(জড়িয়ে ধ'রে পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে Good, very good girl,—কই দাঁত দেখি,—আচ্ছা। জিভ দেখি,—good। All very clean। আমার খুকুমা—খুকুমাগো—কৈ দেখি দেখি, কেমন মানিয়েছে দেখি—(দু'হাত সোজা ক'রে খুকুকে ধ'রে দেখে) Very good, সকাল থেকেই প'রে আছিস, না আমার সাড়া পেয়ে প'রে এলি ?

খুকু ॥ (ঘুরে মামার বুকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে তার হাতদুটো গলায় জড়িয়ে) কী বলে! কাল যখন থেকে পাঠিয়েছ তখন থেকে প'রে আছি।—আচ্ছা মাম্বু তুমি হঠাৎ এগুলো আমাকে পাঠালে কেন ?

অবিনাশ ॥ কেন, আমি কি তোকে যখন তখন জিনিষ-পত্তর কিনে দিই না ? নেমকহারাম!

খুকু ॥ না, তা দাও। কিন্তু কারণ তো একটা থাকে। এগুলো কেন দিলে মাম্বু, বলো না।

অবিনাশ॥ দিলুম,...একটা ব্যবসায়ে ভালো লাভ হোল তাই দিলুম।

খুকু॥ আমি জানি কী ব্যবসা।

অবিনাশ॥ কী ব্যবসা?

খুকু॥ বাবার প্রেসটা তুমি ভুজুং দিয়ে কিনে নিচ্ছ, তাই।

অবিনাশ॥ (একটু যেন সন্ত্রস্ত হয়, কিন্তু যেন খুশীও হয়, তাই অন্তরঙ্গ সুরে বলে) দূর পাজী, তুই বেটী ভারি ফিচেল—

খুকু॥ (সাপের মতো ধারালো হাসি হেসে) তুমি ফিচেল—, (ব'লে মামা রাগ করবার আগেই খুকু প্রসঙ্গ পাল্টে ফ্যালে) জানো মামু, মা বলেছে আমার বেহায়াপনা দেখ্‌লে মা'র রাগ ধরে—

অবিনাশ॥ (চেয়ারে বসতে বসতে) তোর মা একটা গরু, গরু।

খুকু॥ (যেন খুব নিষ্পাপভাবে) ভাগলপুরী।

অবিনাশ॥ হা হা, বেটী একেবারে—একের নম্বর লক্ষ্মীছাড়ী।— আচ্ছা মামণি. তাহলে পছন্দ হয়েছে, এই পোষাক?

খুকু॥ খু-উব—

অবিনাশ॥ তা'হলে আমার পাওনা?

[খুকু একটা গাল বাড়িয়ে দেয় মামার দিকে। ঢোকে খুকুর মা]

খুকুর মা॥ খুকু, ওকি অসভ্যতা! নেমে দাঁড়াও।

অবিনাশ॥ কেন, অসভ্যতা কী করেছে? অসভ্যতার তুই কী দেখলি এর মধ্যে?

খুকুর মা॥ বুড়োধাড়ী মেয়ে ঐ রকম ক'রে কোলে চ'ড়ে বস্‌লে—, তোমার তো আবার বাত আছে, তাই বলছি—

অবিনাশ॥ কিচ্ছু বল্‌তে হবে না। ওসব বুড়োধাড়ী ফুড়োধাড়ী কিচ্ছু বলা চল্‌বে না। দড়্‌কচা মারিয়ে দিতে না পারলে তোদের আর সুখ নেই, নারে?

খুকু ॥ (ক্রুদ্ধ হয়ে বলে) এই জন্যেই তো আমার এ বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না, সব সময়ে খুসি খুসি—

খুকুর মা ॥ খুকু আমার বুকের যন্ত্রণাটা রাত থেকে ফের বেড়েছে, আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না, আর বকাস্‌নি—

খুকু ॥ (তার সমস্ত চাপল্য অন্তর্হিত হয়, কুটিলভাবে বলে) জানি জানি, কেন যে তোমাদের এতো হিংসা আমার ওপর খুব জানি। পারলে তোমরা যা কেউ করতে ছাড়তে না, সেগুলো আমি পারি আর করি, তাই ঠুঁটো মানুষের রাগে তোমাদের গা কস্‌ কস্‌ করে। [বেরিয়ে যায়]

অবিনাশ ॥ একি, এসব কি ?—এইসব কী ? মা-মেয়েতে এসব কী ধরনের কথাবার্তা, অ্যাঁ ?

খুকুর মা ॥ যাক্‌গে দাদা, ওসব আর আমার ভালো লাগছে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি নেমে এলুম। তুমি আমার আপন ভাই, তুমি এই সর্বনাশ করবে ? ছাপাখানা নিয়ে নিলে আমরা খাবো কি ?—দাদা তোমার পায়ে পড়ি তোমার দেনাটা তুমি মুলতুবী রাখো। ছাপাখানা ও যদি চালাতে না পারে অন্য কোথাও বেচে দিক। সেই টাকাটা দিয়ে আবার কিছু একটা সুরু করুক। তারপর তোমার দেনা নিশ্চয়ই মিটিয়ে দেবে ক্রমে ক্রমে। তুমি ওকে জানো, ও বেইমান নয়। কিন্তু দেনার দায়ে তুমি ছাপাখানা নিয়ে নিলে আমরা যে একেবারে পথে দাঁড়াবো।

অবিনাশ ॥ (গম্ভীর গলায়) দেখ দেখ বীণা, এসব কথার আলোচনা নয়। এবং তোমার সঙ্গে তো নয়ই। (হঠাৎ ধমকে উঠে) তুমি মেয়েমানুষ কী বুঝবে এসব কথার ? ধার আমি দিইনি, কোম্পানী দিয়েছে। প্রেস আমি নিচ্ছি না, কোম্পানী নিচ্ছে।—দশহাত কাপড়ে কাছা নেই, আবার সকল বিষয়ে মাতব্বরি !

বীণা ॥ দেখ দাদা, তুমি বোকা বুঝোচ্ছ কাকে ? মেয়ে মানুষ ব'লে

কি এইটুকু বুঝিনা যে তুমি আর তোমার কোম্পানীতে কোনো তফাৎ নেই? (দেবেন মুখুয্যের প্রবেশ। বীণা ব'লে চলেন) আজ তোমার মনে নেই, কিন্তু তোমার এই কোম্পানীর মূলধন একদিন আমি আমার নিজের গয়না বেচে তোমাকে জুগিয়েছি। যোগাইনি?

অবিনাশ ।। ওঃ! সে সব আমি কড়ায়-গণ্ডায় তোমাকে শোধ দিয়েছি, একপয়সাও বাকি নেই।

বীণা ।। হ্যাঁ গয়না যখন নিয়ে বেচেছ তখন সোনার দর ৩৫্ আর ফেরৎ দিয়েছ যখন তখন ১১০্। কী ফেরৎ দিয়েছ? গয়না ফেরৎ দিয়েছ তোমার বোনের? ফেরৎ দিয়েছ না ফেরৎ দেওয়ার ঠাট্টা করেছ?

[চেঁচামেচিতে খুকু, প্রণব দরজায় এসে দাঁড়ায়]

অবিনাশ ।। বাঃ, বাঃ, দেখ মুখুয্যেমশায়, যুদ্ধের বাজারে Inflation হোল, টাকার দর ক'মে গেল, সেও আমার দোষ! বাঃ বাঃ! (চেয়ার থেকে উঠে পড়ে ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে থাকেন, যাতে অন্যপক্ষের কথাগুলো নিজের বা অপরের কানে না যায়)—টাকার হিসেবে ধার নিয়েছি, টাকার হিসেবে শোধ দিয়েছি! এখন, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি টাকার দাম বাড়িয়ে দিত? তাহ'লে? তাহ'লে কে লোকসান দিতো? আমার কাছে পষ্ট কথা। যে কথা সেই কাজ। Share-এর কথা বলিনি, দিইনি। ধারের কথা বলেছি, দিয়েছি।

[ওদিকে দেবেন মুখুয্যে স্ত্রীকে বলছেন]

দেবেন ।। বীণা, বীণা, কী করছো, ছিঃ। পাড়ার লোক জানিয়ে, ছেলেপুলেদের জানিয়ে, কোনও লাভ হচ্ছে? চুপ করো। তুমি ওপরে যাও, অসুস্থ শরীরে কেন নীচে নেমে এলে? ছি, ছি, ছি, এসব ভালো না, এসব ভালো না।

বীণা ।। (গলায় ক্রমশ কান্না এসে যায়) তুমি দেব্‌তা হ'তে পারো কিন্তু আমি পারি না। আমি মানুষ। ছেলেপুলের

খাওয়ার সময়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকি, তুমি থাকোনা।—একটু মানুষ হও, বুঝলে, একটু মাটিতে নেমে এসে মানুষের সুখ-দুঃখগুলো বোঝো।—দেব্‌তা, পাথরের দেবতা তুমি—

(আর বলতে পারেন না)

দেবেন ।। চুপ করো চুপ করো। প্রণব, তোমার মাকে নিয়ে যাও। যাও, যাও বীণা, শুয়ে থাকোগে যাও—

[প্রণবের সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে বীণার প্রস্থান]

অবিনাশ ।। (একটুখানি গম্ভীর হয়ে ব'সে থেকে ব'লে ওঠেন) নাঃ মুখুয্যেমশায়, প্রেস আমি নিতে চাই না। আরো একমাস মেয়াদ আছে দেনা শোধ দেওয়ার, দিতে পারো, তোমার Publishing কোম্পানী তোমারই থাক্‌লো। আর না দিতে পারো, কোম্পানীর ডিরেক্‌টররা সে তখন ডিক্রী করে, ক্রোক করে, যা ভালো বুঝবে করবে, আমি নিজে আর এসবের মধ্যে থাকতে চাই না। ভালো করতে গিয়ে খামখা বদনাম!—এখন আপোষে বন্দোবস্ত করলে এই সুবিধে হোত যে কোম্পানী তোমাকেই আবার ম্যানেজার রাখতো,—সে কথা তো বলেইছি,—টাকার কোনো চিন্তা নেই, কোনো responsibility নেই, তোফা টাইম-মাফিক কাজে যাও, আর মাস গেলে গুণে মাইনে নিয়ে বাড়ী ফেরো। তোমার মতো নিরুদ্যোগী লোকের পক্ষে সে খুব ভালো হোত। যাকে বলে একটা Security—। কিন্তু এতো ভালো করতে গিয়ে যদি নিজের বোনের কাছে আমাকে না-হক কথা শুনতে হয়,—দরকার? যা পারো তোমরাই করো। কোম্প্যানীতে কোম্পানীতে বোঝাপড়া। বাস্!

দেবেন ।। যাক্‌গে অবিনাশ, তোমার বোনের কথা ধোরো না। দেখলেই তো ওর শরীরটা খুব খারাপ, তাইতেই—

অবিনাশ ।। না, না, ওসব বল্লে চলে না। ওসব না। শরীর খারাপ

তো শরীর খারাপ, মুখ খারাপ হয় কেন? এই যে আমি সর্বাঙ্গ বাতে আড়ষ্ট, ব্লাড-প্রেসার, অষ্টপ্রহর চোঁয়া ঢেকুর উঠছে, আমি কোন্ সুখে আছি? আমার চেয়ে কারোর রোগ বেশী বল্লে সে আমি শুন্‌বো না। ও ডিক্রিই হোক। বেলিফে দাঁড়িয়ে থেকে সব ক্রোক করুক, তবে জ্ঞান হবে। তাই হোক। ও আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আর আমি কোনও কথা শুন্‌ব না।

দেবেন ॥ (একটু চুপ থেকে বল্লেন) বেশ। মনস্থির যদি করেই থাকো, তাহলে তাই-ই হবে। তবে দেনা আমি একমাসে কিছুতেই শুধ্‌তে পারবো না,—সে তুমিও জানো। (সনিশ্বাসে) আচ্ছা, তাই-ই হোক।...ওরে খুকু তোর মামাকে চা দিতে বল।

অবিনাশ ॥ (চুপ ক'রে চেয়ে দেখেন ভগ্নীপতির দিকে, বলেন) এতো দর্প তোমার কোথা থেকে আসে আমি বুঝি না মুখুয্যেমশায়। ম্যানেজারির চাকরি যদি না পাও তো কোথায় যাবে এই বুড়োবয়সে, চাকরির খোঁজে? তায় এই crisis চারিদিকে? (দেবেন চুপ ক'রে থাকেন। অবিনাশ আবার বলেন) একটু তো নীচু হ'তে পারতে আমার কাছে? নিজের জন্মে না হও, ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে? দু-দুটো আইবুড়ো বয়স্থা মেয়ে, প্রণবেরও একটা কিছু হওয়া দরকার,—এ সব তো বাপের কাজ? কী করলে তার? নিজের অহঙ্কার বাঁচানোটাই দায়িত্ব, আর এগুলো দায়িত্ব নয়? কী এমন ভালো কাজের জন্মে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছো বলতে পারো? এতটুকু নীচু হ'তে বাধে, কিন্তু খাওয়াবে কী?

[চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন দেবেন। চারিদিকে তাকান উদ্‌ভ্রান্তভাবে। খুকু বেড়ালের মতো স্তব্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাপের অন্তর্দ্বন্দ্ব ছাখে]

দেবেন ॥ (অস্ফুটে বোধহয় বলেন) কী করবো, কী করবো। (থর্‌থর্‌ ক'রে ঠোঁট কাঁপে তাঁর, চোখে জল এসে যায়। আবার চেয়ারে বসেন হাতল আঁকড়িয়ে। তারপর অবিনাশের হাত ধরে বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলেন) তোমার বোনের হয়ে আমি ক্ষমা চাচ্ছি অবিনাশ।

[কণ্ঠস্বর কিরকম যেন ভেঙে যায়। খুকু নিশ্চল হয়ে চোখ মেলে সব দ্যাখে]

অবিনাশ ॥ বাস্, বাস্, আর বলতে হবে না। এইতো ঠিক হয়ে গ্যালো সব। ব্যাস্।—এখন কাজের কথা বলি, কেন এই সকালবেলা দৌড়ে এলাম। এক নম্বর হচ্ছে, আমি কোম্পানীর অন্য সব ডাইরেকটারদের সঙ্গে কথা ব'লে নিয়েছি, তারাও রাজী, যে আমাদের সাপ্তাহিক, এবং পরে হয়তো যে দৈনিক বেরুবে তাতে বোধহয় তোমাকেই সম্পাদক হ'তে হবে। স্রেফ নামকাওয়াস্তে। কিছু করতে হবে না, অথচ আলাদা মাইনে পাবে। বাজারে তোমার একটা নাম আছে কিনা। নইলে শালার লোকেরা বল্‌বে —অবিনাশ চাটুয্যের কাগজ তো, ও শালা Hoarder। আরে সেই দুর্ভিক্ষের সময় থেকে আজ পর্যন্ত হিসেব ক'রে ঠগ্ বাছলে যে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে। তাছাড়া বাপু ব্যবসার নিয়মই তো এই। মাল আট্‌কে রেখে চাহিদা বাড়িয়ে দাও। এতে রাগ করলে তো নাচার। তা যাই হোক, এই গেল এককথা। দ্বিতীয় হচ্ছে যে, বিকাশ বোস ব'লে একজনের বই তুমি ছাপ্‌তে যাচ্ছো, final proof দেখলুম একদম রেডি,—কে সে বিকাশ বোস? যে ছোক্‌রার সঙ্গে খুকুর বিয়ের ঠিক করেছ তুমি, সে?— না। ঐটি হবে না। তোমার আর সব Contract আমরা honour করবো, কিন্তু ও বই ছাপা অসম্ভব। কাল সারারাত চোঁয়া ঢেকুরের জ্বালায় ঘুমোতে পারি না ব'লে

বইটা পড়ছিলুম। তাতে দেখি স্বাধীন ব্যবসার বিরুদ্ধে,—আরো সে সব নানান জিনিষের বিরুদ্ধে প্রায় খিস্তি ক'রে লেখা হয়েছে! একেই তো দেশের এই অবস্থা। 'সব বেটাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে বেটাকেই ধর্। রোখ পড়েছে ব্যবসাদারদের ওপর। তার ওপর আবার আমাদের প্রেস থেকেই যদি এইসব বই ছাপা হয়—(মাথা নেড়ে) না, না। আরে, যে ডালে ব'সে আছো সেই ডাল কাটতে পারো? এক কালিদাস পারে। তাই সেইজন্যেই বেটা কবি হয়েছিল, বণিক হ'তে পারেনি। (খুব হা হা ক'রে হেসে উঠে পড়েন) চল্লুম। খুকুমা, ছেলে চ'লে যাচ্ছে কই দুর্গা দুর্গা বলো।—ছাখ খুকুমা, ঐসব বিকাশ ফিকাশের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না। সাফ কথা। আমি তোমার জন্যে ভালো বর খুঁজে দোবো। একেবারে First grade, বুঝলি? (খুকু মাথাটা অল্প একটু কাত্ করে। অবিনাশ খুশী হয়ে বলেন) সিনেমা দেখতে যাবি? Morning Show? টারজানের ছবি।

[খুকু চট্ ক'রে বাপের দিকে তাকিয়ে নিয়ে মাথা কাত্ ক'রে জানায়—'হ্যাঁ।' কিন্তু মুখে জোরে বলে—"না।" অবিনাশ খুব হেসে একহাতে জড়িয়ে ধরেন তাকে —]

অবিনাশ ॥ মুখুয্যেমশায়, এ মেয়েটি আমাকে পুষ্যি দিয়ে দাও। এ বেটী ভালো ব্যবসাদার হবে। আচ্ছা, যাবি না তো যাবি না, ভারি বয়ে গেল—

[মুখে এই কথা বলেন, আর হাতে ইসারা করে দেখান ১০টার সময়ে খুকু যেন বেরিয়ে এসে মোড়ের মাথায় থাকে। খুকু ঘন ঘন বাপের দিকে তাকায় আর মাথা কাত করে]

অবিনাশ ॥ চল্লুম [ব'লে খুকুর গাল টিপে দিয়ে বিদায় নেন। দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে খুকু ফিরে আসে বাপের কাছে। একটু চুপ করে থেকে প্রশ্ন করে—]

খুকু ॥ বাবা, মামাবাবুর ব্যবসা বেড়ে গেল, আর তোমার ব্যবসা কেন খারাপ হোল ?

দেবেন। (বড়ো বড়ো চোখ তুলে তাকান, বলেন)—আমি বোকা ব'লে।

খুকু ॥ (মাথা নেড়ে) অনেক লোকের চেয়ে তুমি অনেক বেশী বিদ্বান। অনেক বেশী বুদ্ধিমান। কিন্তু তাদের সবার উন্নতি হোল। সবার নামডাক হোল। তোমার কিচ্ছু হোল না। বরঞ্চ আরো খারাপ হোল। কেন ? নিশ্চয়ই কোথাও ভুল আছে। কিন্তু কোথায় ? কী দোষ তোমার ?

দেবেন ॥ আমি বোকা। নইলে যুদ্ধের গোড়াতে আমিও তো ফাটকার বাজারে নেমে পড়তুম। বীণার গয়না বেচে আমিই চালের ব্যবসা সুরু করতুম, তারপর ওষুধের, তারপর কাপড়ের। অবিনাশ করেছে। আর আমি তখন ভালো ভালো প্রবন্ধের বই, বিজ্ঞানের বই প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি। কাগজের ব্ল্যাকমার্কেট করিনি।—তবু যুদ্ধের বাজারে বিক্রি ছিল, চ'লে গেছে। এখন লোকের খাবার পয়সা নেই বই কিনবে কে ? জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে, মজুরী বেড়েছে, আর বিক্রি পড়তে থেকেছে। আমিও প'ড়ে গেলুম।

খুকু ॥ কিন্তু তাহ'লে মামাবাবুরা কিনছে কেন ? তারাও তো ঠক্‌বে তাহ'লে ?

দেবেন ॥ (ম্লান হেসে বলেন) না। তারা তো বড়ো বড়ো কথার বই ছাপবে না। তারা ছাপবে সস্তার ডিটেক্‌টিভ বই, সস্তার অশ্লীল গল্প,—আর ঐ রকম সব উপন্যাস। আর একটা সাপ্তাহিকও বের করবে, ব্যবসাদাররা কতো সাধু তাই প্রমাণ করতে। সেগুলোও চলবে অন্য ব্যবসাদারদের বিজ্ঞাপনের জোরে।

খুকু ॥ তাহ'লে তুমিও এইসব করলে না কেন ? ভালো লোক ব'লে ?

দেবেন ॥ না (একটু থেমে) বোকা ব'লে। মনস্থির করতে করতে দেরী

হয়ে গেল। এখন অবিনাশদের চাকর হয়ে আমি ঠিক সেই সব কাজই ক'রে যাব, অথচ নিজে করিনি। লোকে আমায় সৎ বলে,—আমায় শ্রদ্ধা করে কিনা। বোকা, বোকা! কী দাম আছে এই ভালোমানুষির যখন তার জন্যে মানুষ নিজেকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়? অবিনাশ ঠিকই বলেছে, এতো দর্প তোমার থাকে কোথা থেকে?

[শার্ট গায়ে দিয়ে প্রণব আসে ভিতর থেকে, চলে বাইরের দিকে]

খুকু ॥ দাদা, কোথায় যাচ্ছো?

প্রণব ॥ (কর্কশভাবে বলে) কাজ আছে।

দেবেন ॥ (সংযত হয়ে বলেন) ওরে, বেহারী বোধহয় বাজারে গেছে, তোর মায়ের ওষুধটা নিয়ে আসিস্ ডাঃ নাগের ওখান থেকে।

প্রণব ॥ (একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে বলে) ওষুধ এনে কী হবে? পয়সা কোথায়?

[হঠাৎ রেগে ওঠেন চিরশান্ত দেবেন মুখুয্যে]

দেবেন ॥ আমি দোব। চিরকাল যে দিয়ে এসেছে সে দেবে।

[প্রণব বেরিয়ে যায়। একটু চুপ ক'রে থেকে দেবেন মুখুয্যেও উঠে পড়েন। ভিতরের দিকে এগোতে গিয়ে ফিরে জিজ্ঞাসা করেন]

দেবেন ॥ খুকু, আমাকে তুই খুব খারাপ ভাবছিস্ না তো?

খুকু ॥ না, বাবা।

দেবেন ॥ হুঁ। কিন্তু সুসিকে আমার বড়ো ভয় করে। সুসি কোথায়?

খুকু ॥ সে একটা টিউশনী খুঁজতে বেরিয়ে গেছে। কেন ভয় করে বাবা সুসিকে?

দেবেন ॥ করে।

যদি না পাই তবু আর কারো তো পাবই—" জুত্ পায় না। "ধ্যাৎ" ব'লে ফের উঠে পড়ে। একটা কুশন বুকে জড়িয়ে ঘুরতে ঘুরতে যেন নিজের চিন্তার হাত থেকে নিস্তার পেতে চাইছে এমনভাবে আবার সুরু করে—"শুধু অকারণ পুলকে, ক্ষণিকের গান গারে আজি প্রাণ ক্ষণিক দিনের আলোকে। যারা আসে যায়, হাসে আর চায়, পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়, নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়, ফুটে আর টুটে পলকে, তাহাদেরি গান গারে আজি প্রাণ, ক্ষণিক দিনের আলোকে। প্রতি নিমেষের—" হঠাৎ থেমে প'ড়ে মেঝেতে পা ঠুকে বলে—"স্নুসি, স্নুসি Damn rotten Damn—"। আক্রোশের সঙ্গে ছুঁড়ে ফ্যালে কুশনটা। তারপর উপরে মুখ তুলে টান হয়ে দাঁড়িয়ে বলে—"রাত্রি অন্ধকার। মৃতদানবের অক্ষিকোটরের মতো।" সেইরকম একটু টান্ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কেমন যেন ভেঙে ভেঙে পড়ে। অত্যন্ত করুণ গলায় ব'লে ওঠে—]

খুকু ॥ আমি কী করি, আমি কী করি!

[বিকাশ আসে বাইরে থেকে। বিকাশ অত্যন্ত লাজুক লোক]

খুকু ॥ বিকাশ। এসো, এসো, বসো, ভয়ানক দরকার আছে।

[বন্ধ ক'রে আসে বাইরের দরজাটা]

বিকাশ ॥ কী ব্যাপার? (খুকুর বেশের দিকে দেখিয়ে) এটা কী?

খুকু ॥ (ছট্‌ফট্‌ ক'রে বলে) ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, এসব বাজে কথা, এসব খুব অবান্তর কথা। কী হয়েছে পরেছি তো? তুমি আমার কথা শুনছো না। শোনো।

বিকাশ ॥ (অস্ফুটে) কী—

খুকু ॥ বিকাশ, তুমি আমাকে বাঁচাতে পারো?

বিকাশ ॥ তুমি কি ম'রে যাচ্ছো?

খুকু ॥ আঃ! ঠাট্টা কোরো না। তুমি বুঝ্‌তে পারো না কেন? তুমি আমাকে বিয়ে করবে, অথচ তুমি কিচ্ছু বুঝতে পারো না। আমি সত্যি ম'রে যাচ্ছি। আমি জানি, আমার অনেক দোষ আছে, কিন্তু কী ক'রে ভালো থাকবো আমি এখানে? বিকাশ, আমি বাঁচতে চাই। খুব সহজ হয়ে,

খুব—কী করে বলি—খুব বন্ধুর মতো, পৃথিবীর সঙ্গে, সব কিছুর সঙ্গে, খুব—খুব—সই পাতিয়ে। ঠিক যেমন,—ফুল তো ফোটে, তাকে তো ভান করতে হয় না। সব সময়ে এই ঝগড়া, হিংসে, ভান,—ওঃ। আমি পারবো না, আমি পারবো না—চলো বিকাশ আমরা কোথাও পালিয়ে যাই। যেখানে তোমার আত্মীয় কেউ নেই। আমারও কেউ থাকবে না। বাপ মা ভাই বোন, কেউ না। চলো আমরা কোনও পশ্চিমের গাঁয়ে পালিয়ে যাই। যাবে বিকাশ? যেখানে মাঠ আর ধান আর জল আর বাতাস। সব খুব সহজ, সব খুব—সব খুব বন্ধুর মতন? সেইখানে? পারো, পারো বিকাশ, আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে? বলো, পারো?

বিকাশ ॥ (অস্ফুটে) কী,—কী হয়েছে? তুমি আজ এতো—?

খুকু ॥ (দু'হাতে বিকাশের জামাটা ঝাঁকিয়ে) পারো কিনা বলো না? পারো? পারো?

বিকাশ ॥ (অত্যন্ত লাজুক লোকের ব্যাকুলতায়) আমি—আমি পালাবো কী ক'রে? পালানো তো অন্যায়। পালানো তো উচিত নয়।

[খুকুর হাত ধীরে ধীরে শ্লথ হ'য়ে প'ড়ে যায়, সে আস্তে আস্তে স'রে যায়। একটুখানি দুজনেই নিস্তব্ধ। তারপর বিকাশ সম্বৃত হয়ে খুব আস্তে বলে—]

বিকাশ ॥ পালানো কথাটা ভালো নয়। এ তো বাড়ি থেকে পালানো নয়,—বাস্তব থেকে, মানে,—জীবন থেকে। এতে কখনও—তুমি জানো, আমি—ভালো ক'রে কথা কইতে—মিশ্‌তেই পারি না—। কেউ ক্ষমা করে না—নিন্দে করে। নয় ঠাট্টা করে,—। আমারো এমন ইচ্ছে হোত—অনেক দূরে কোথাও চলে যাই। অন্য কোথাও। যেখানে ঐ যে—'মাঠ আর ধান আর জল আর বাতাস'—(বিষণ্ণভাবে একটু হাসে) কিন্তু কোথায়? সেই দেশ? কোথাও বাঁচবার

জায়গা নেই।—আমাদের খালি যেন মরার জন্তে বাঁচা ? খালি ভালোর জন্তে লড়াই ক'রে—মরা।

খুকু ॥ (পাথরের মতো বলে) মামাবাবু দেনার দায়ে আমাদের প্রেসটা কিনে নিচ্ছে। বাবা সেখানে ম্যানেজার আর সম্পাদক হবে। তোমার বই তারা ছাপ্‌বে না।

[একটু সময় যায় বিকাশের সবটুকু বুঝ্‌তে]

বিকাশ ॥ —তাহ'লে ?

খুকু ॥ আমিও তো সেই কথাই বলছি—তাহ'লে ?

[বিকাশ দাঁতে নখ কাটে]

খুকু ॥ আর কেউ লোক আছে ? যে ছাপ্‌বে তোমার বই ?

[বিকাশ মাথা নাড়ে]

খুকু ॥ লেখো কেন এমন বই যা কেউ ছাপ্‌বে না ! (ব'লেই কিন্তু বিকাশের আহত বিস্ময়ের দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না ! ভিতরের দিকে যেতে যেতে খুকু বলে)—আমি বাবাকে ডেকে দিচ্ছি—

বিকাশ ॥ খুকু !

[খুকু ফিরে কৈফিয়তের মতো বলে]

খুকু ॥ বাবা আমায় বলে রেখেছিল—

বিকাশ ॥ শোন ! (খুকু আসে। বিকাশ লাজুক লোকের উত্তেজনায় যেন অসংলগ্নভাবে বলে) আমি এমন বই লিখতে পারি না যা সহজে ছাপা হবে। লিখ্‌বো না। খবরের কাগজে চাকরী ক'রে অনেক বেশ্যাবৃত্তি—কিন্তু নেশায় ফাঁকি দেব না ! যতো ছাপ্‌বে না, যতো banned হবে, ততো বুঝবো ঠিক পথে আছি। তুমি বুঝে দেখ। কারোর কথায় না। নিজে ভেবে দেখ যে, বিয়ে তুমি—। আমি কখনও ঠকাইনা। ভুল ক'রে তুমি—

[খুকু মুহূর্তে নিজেকে একেবারে পাল্টে ফ্যালে। বিকাশের দিকে সুন্দর ভঙ্গীতে কটাক্ষ ক'রে মাথা ফিরিয়ে খুব আদুরে সলজ্জভাবে বলে]

খুকু ॥ না, সে আমি বল্‌বো না।

[পরিবর্তনটা এতো আকস্মিক ও এতো বিপরীত যে বিকাশ কিছুই বুঝতে পারে না]

বিকাশ ॥ সে কি ?

খুকু ॥ (দু'হাত পিছনে দিয়ে মাথা দোলাতে দোলাতে বলে) না, সে আমি বল্‌বো না। সে একটা কথা আমি কিচ্ছুতেই বল্‌বো না—(হঠাৎ বিকাশের বুকের কাছে গিয়ে ডিঙি মেরে মুখ তুলে বলে) তুমি খুব ভালো—(বিকাশ দু'হাতে তার কাঁধ ধরতে যায়, খুকু মাথা নীচু ক'রে হাতের ফাঁকে গ'লে পালিয়ে আসে। তেমনি পিছনে হাত রেখে চোখ নাচিয়ে বলে) ইল্লি ! ওটি হচ্ছেনা মশাই ওটি হচ্ছে না।

বিকাশ ॥ কিন্তু আমি—আমি কেন ভালো খুকু—

খুকু ॥ (খুব বাগাড়ম্বরে সুরু করে) বাঃ, তুমি যে সত্যিকারের পুরুষ। তোমার জীবন লড়ায়ের,—অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে,—আমি জানি না। (হঠাৎ হিহি করে হেসে ঘুরে এসে বিকাশের বুকে পিঠ ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে) তুমি খুব বোকা ব'লে—

বিকাশ ॥ (তার কাঁধে হাত দিয়ে একটু ত্রস্তভাবে বলে) এই !

খুকু ॥ (খুকু একটা জড়ানো গলায় চোখের পাতা ভারী ক'রে উত্তর দেয়)—উঁ !

বিকাশ ॥ এই,—কেউ যদি এসে পড়ে—

খুকু ॥ (তেমনি নেশার মতো বলে)—দেখতে পাবে।

বিকাশ ॥ (আরো শঙ্কায় বলে)—খুকু, দরজাটা খোলো—। [খুকু হঠাৎ ঝাঁকানি দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, গট গট ক'রে চ'লে যায় ভিতরের দরজার কাছে। সেখানে দাঁড়িয়ে বিকাশের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট দুটো চুমু খাওয়ার মতো গোল করে। কিন্তু না, —পরক্ষণেই রেলের বাঁশীর মত একটা তীব্র কুকু দিয়ে ঝিক্ ঝিক্ করতে করতে বেরিয়ে যায়। দরজা পেরিয়েই হাসিতে ফেটে

পড়ে। পরক্ষণেই শুনতে পাওয়া যায় সেই হাসিরই জেরে ডেকে বল্‌ছে—"বিহারী এসেছ? বাইরের ঘরে বিকাশবাবু এসেছেন, চা ক'রে দাও।—বাবা" ডাকতে ডাকতে তার গলা মিলিয়ে গেল।

বিকাশ মাঝখানে এসে বস্‌তে যাবে এমন সময়ে দরজায় কেউ খট্ খট্ করলো। বিকাশ খুলে দিতে প্রণব এলো, হাতে মায়ের ওষুধ]

প্রণব ॥ এই যে বিকাশদা, কতোক্ষণ এসেছেন?—এদিকে আমাদের বাড়ীর খবর শুনেছেন?

বিকাশ ॥ শুনেছি।

প্রণব ॥ হোল। এক অঙ্ক শেষ হয়ে গেল। এইবার crisis এর মধ্যে লড়াই, শেষ অঙ্ক। Proletarian! আপনি দেখবেন বিকাশদা, আর আমার কোনও ভয় নেই। ঐ সব 'বাতায়নে নিশি জাগে, বিরহী পাপিয়া ডাকে' ব'লে আর নাকি কান্নার গান গাইছি না। এখন চাকরী যোগাড় করতে হবে, মিলে, ফ্যাক্টরীতে। অবসর সময়ে জঙ্গীগান গাইবো 'মজদুর হ্যায় হাম,; Unite, nothing to lose but your chains,—দেখবেন।

বিকাশ ॥ (হেসে) কিন্তু Proletarian হ'তে বোধহয় আরো একটু দেরী আছে।—তোমার বাবার চাকরী হবে,—নিজের প্রেসে।

প্রণব ॥ (আশান্বিত স্বরে) সে কি! না না।—কে বল্লে?

বিকাশ ॥ (ঘাড় নাড়ে) শুনলাম।

প্রণব ॥ সত্যি?—এইসব বড়লোকদের কিন্তু really একটা বনেদীভাব আছে, একটা aristocracy। (মুগ্ধের মতো মাথা নেড়ে) জমিদারদের কথাই ধরুন না। অত্যাচার তারা অবশ্য অনেক করেছে, কিন্তু গান বাজনা, আর্ট,—তারা না থাকলে তো এসব কিছুই থাকতো না। যতো বড়ো বড়ো

ওস্তাদ সব রাজা মহারাজার ঘরে মাইনে ক'রে রাখা। খালি, তারা কেবল classical গায়, তাই সেটা folk art হোল না। নইলে—আপনি হাসছেন ?

বিকাশ ॥ না,—এই ভাবছি যে, তারা যদি মহারাজার মাইনে খেয়ে তোমাদের মতো—আধুনিক সঙ্গীত না কাব্য সঙ্গীত কী বলো ?—তাই গাইতো তাহ'লে সেটা folk art হোত ?

প্রণব ॥ আপনি কেবল ঠাট্টা করেন।—দেখুন বিকাশদা, আমি অনেক ভেবে দেখেছি, ও ফ্যাক্টরীতেই চাকরী বলুন আর ও ফিল্মেরই চাকরী বলুন, সব এক। বড়োলোকদের তাঁবে চাকরী ক'রে বাঁচা। ঠিক কিনা বলুন ? তাহ'লে চাকরী যদি করতেই হয় তো ভালো চাকরীটা নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বলুন ?

বিকাশ ॥ আমি আর কী—তোমাদের কথাবার্তা শুনে খুব তারিফ করি।

প্রণব ॥ (ঠিক বুঝতে পারে না কথাটায় শ্লেষ আছে কিনা। একটু সংশয়িত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে) আমাদের দলেও আপনার খুব সম্মান, জানেন ? আপনার লেখাগুলোকে যা তারিফ করে সকলে। ওফ্‌!

বিকাশ ॥ কেন ?

প্রণব ॥ বাঃ আপনার যা বলিষ্ঠ লেখা! আপনাকে দেখলে কিন্তু মনেই হয় না দালালদের খিস্তি করে যে জায়গাগুলো লেখেন—! ওঃ দারুণ দারুণ! সাহিত্যে যে হাতিয়ার সেটা আপনার লেখায় এতো পষ্ট,—কী গালাগালি—বাপ্‌স্‌!

বিকাশ ॥ (চকিতভাবে) সেইজন্যে তোমাদের ভালো লাগে ? মানে,—খালি গালাগালির জন্য—?

[দেবেন মুখুয্যের প্রবেশ]

দেবেন ॥ এই যে বিকাশ,—বোসো বোসো। শুনেছ সব ? (বিকাশ

মাথা হেলায়) ভাবছিলাম কী করি। চলো একবার মোহিনী পালের বাড়ী থেকে ঘুরে আসি। তারা যদি ছাপতে রাজী হয়। বড়ো firm, push করবে ভালো, তাই-ই চলো, একবার দেখা যাক।

বিকাশ ॥ থাক্গে, ওর জন্যে আপনি—। পাল কোম্পানী এ ধরনের বই—, মাঝখান থেকে আপনার মুখ ছোট হবে।

দেবেন ॥ না না, সে সব কিছু না। গিয়ে বল্‌বো। ছাপায় ভালো, না ছাপায়—ফুরিয়ে গেল। এক সময়ে তো খুবই খাতির ছিল আমার সঙ্গে। দেখা যাক্, তারপর না হয় না হবে। চলো, চলো।

বিকাশ ॥ কিন্তু—

দেবেন ॥ আবার কিন্তু কী?

বিকাশ ॥ না এই—একটা কথা—কয়েকদিন থেকে ভাবছিলুম,—আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না যে আমার সমস্ত লেখায় গালাগালির ভাগটা—, একটু hysterical মনে হয় না আপনার?

দেবেন ॥ হ্যাঁ, আমার তো একটু হয়। আর সে তো খালি তোমার লেখায় নয়, তোমাদের অনেকের। তবে কী জানো? আমার মনে হওয়াতে তো কিছু প্রমাণ হয় না, আমি হলুম পুরনো যুগের লোক। আমাদের বিচার তো অনেক সময়েই ভুল হয়। তাই নতুনের বিচার করবে নতুন যুগের লোকেরা। তোমার চারপাশে সেই লোক রয়েছে, চারিদিকে একটা আন্দোলন রয়েছে, সেই সব বুঝেই তো তুমি লিখ্‌ছো, তা তারা যদি ভালো বলে তাহ'লে ঠিক আছে।

বিকাশ ॥ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। অনেক সময়ে এমন লোকে ভালো বলে যে—। থাকগে, ওটা আমি ফের বদ্‌লে লিখি —আপনি পড়ুন, তারপর—

দেবেন ॥ আহা, সে যা অদল বদল সে তো ছাপার সঙ্গে সঙ্গেই হ'তে, পায়ে। চলো, চলো। এটাকে ছাপতে পারলে তবু আমার একটা—। কী ক'রে চাকরীটা রাখলুম শুনেছ? (বিকাশ মাথা নাড়ে) চলো যেতে যেতে সেই গল্পই করি। আর তো কিছুই পারলুম না। নিজের পরাজয়ের গল্পটাই করি। চলো।

[দেবেনবাবু ও তাঁর পশ্চাতে বিকাশের প্রস্থান। বেহারীর চা নিয়ে প্রবেশ]

বেহারী ॥ এঃ, বিকাশবাবু চ'লে গেলেন!

প্রণব ॥ এই তো গেল।

বেহারী ॥ ডেইকে আনি, চা-টা—

প্রণব ॥ আরে দাঁড়া, দাঁড়া। ফিরে এসে আবার কী চা খাবে! ও আমি খাবোখন।

বেহারী ॥ আহা, তাঁর জন্যি করলাম,—টুক্ ক'রে এইসে চুমুক—

প্রণব ॥ আঃ বলছি না বিকাশদা খাবে না। ব'লে গেছে। তুই এককাজ কর। মায়ের এই ওষুধটা ওপরে দিয়ে আয়। যখন একেবারে ঘুম আস্‌বে না তখন ঠিক গুণে একটি বড়ি। বুঝলি? বেশী খেলেই একেবারে অক্কা। ঠিক ক'রে বল্‌বি।

[বেহারীর ওষুধ নিয়ে প্রস্থান। প্রণব তারিয়ে চা খাওয়া সুরু করেছে এমন সময় বিকাশের পুনঃপ্রবেশ]

বিকাশ ॥ বই দু'খানা ফেলে গিয়েছিলুম—

[বই দু'খানা তুলে নিয়ে ফিরতেই চোখ পড়ে চায়ের কাপে]

প্রণব ॥ (ভেতরে ভেতরে অপ্রতিভ হয়ে আলগোছে জিজ্ঞাসা করে) একটু চা খাবেন নাকি বিকাশদা?

বিকাশ ॥ (অল্প হেসে বলে) না, তুমি খাও—

[বেরিয়ে যায়। প্রণব তারিয়ে চা খেয়ে যাচ্ছে, প্রবেশ করলো সমীর রায়]

সমীর ॥ (বিনীত নমস্কারের ভঙ্গীতে) জয় হোক আধুনিক সঙ্গীতের!

প্রণব ॥ আরে, এসো, এসো, দরবারী সঙ্গীত এসো। 'সমীর রায়, বাংলা রাগসঙ্গীতের দক্ষতরুণ শিল্পী'—খুব লিখেছে, famous হয়ে গেলে তো হে!

সমীর ॥ আরে ছাড়ো, Classical গাইয়ের নাম, আর বাজারে কড়ির দাম। পাঁচগণ্ডায় এক পয়সা। আর তোমাদের আধুনিক সঙ্গীতের! একটু ককিয়ে কাঁদতে পারলেই পাঁচ টাকা মুজ্‌রো।

প্রণব ॥ মুজরো আমরা নিই না। আমরা গাই রেকর্ডে, রেডিয়োতে পাড়ার ফাংশনে, people এর কাছে। মুজরো ব'লেই ঠ'কে গেলে বাবা, ও বাগানবাড়ীতে কর্তার মুখ চেয়ে আমরা গাই না, বুঝলে হে, তোমরা।

সমীর ॥ গাইলে ভালো করতে ভাই। ও আলুওয়ালার পয়সা নিয়ে বাজারে খেম্‌টা নাচার অনেক দুর্ঘট।

প্রণব ॥ আহাহা, বাবুর বাগানবাড়ীতে গান গেয়ে গেয়ে তোমাদের তো ভারী ইজ্জৎ। Classical গান তো গনাফ্‌ফাট্‌।

সমীর ॥ ওঃ তোমাদের আধুনিক সঙ্গীত তো একেবারে কুল্‌পী জমাট। ঐ যে একটা রেকর্ড শুনি—'বাতায়নে নিশি জাগে, বিরহী পাপিয়া ডাকে, কু, কু'—কী গানরে—সখি আমায় ধরো ধরো।

প্রণব ॥ আরে ওটা একটা বুর্জোয়া ডেমক্র্যাটিক গান। কিন্তু জানো people এ খুব নিয়েছে। মফস্বলে কি বিক্রী। দারুণ!

সমীর ॥ তবে? এই তো বাবা তোমার people এর বোঝবার ক্ষমতা। তার চেয়ে মনোমত বাবু ধ'রে বাগানবাড়ীতেই নাচবো, তবু জিনিষটার কদর থাকবে।

প্রণব ॥ আরে ছাড়ো ওসব। তুমি বুর্জোয়া লোক, যার বাপের

একুশখানা বাড়ী কলকাতায় সে এসব শিল্পের সঙ্কট বুঝবে না। তার চেয়ে একটা গান যোগাড় করেছি শোন।

সমীর ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, তাইই শোনাও। তোমাদের ও সঙ্কট মঙ্কট আমি বুঝি না।

[প্রণব গলা ঝেড়ে নিয়ে সুরু করে]

প্রণব ॥ 'জানি, জানি,—এই জীবনের সকল ক্ষুধা মিটবে না তা জানি, হায়'—কীরকম, মুখটা?

সমীর ॥ আচ্ছা তোমরা কথায় কথায় এতো কাঁদো কেন বলতে পারো? বেশ খাড়া একটা সুর দিতে পারো না। সোজা গিয়ে সা-এ দাঁড়াতে পারো না? অমন নিসা নিসা ক'রে পাঁঠার মতো কাঁদো কেন? আশ্চর্য!

প্রণব ॥ (অত্যন্ত চ'টে) ধুত্তেরি! তোমাকে শোনানই আমার ভুল।

[দুজনের অলক্ষ্যে খুকু প্রবেশ করে অত্যন্ত উজ্জ্বল সাজে]

প্রণব ॥ শিল্পে একটা সঙ্কট এসেছে, তা জানো?

সমীর ॥ না তো। কিসের?

প্রণব ॥ কিসের আবার, শিল্পের। যে যা গাইতে চাচ্ছে, যা লিখতে চাচ্ছে,—পারছে?

সমীর ॥ (নিশ্চিত ভাবে) রেওয়াজ করুক। তা না হ'লে পারবে কী ক'রে ভাই? ফোঁকটে কেষ্ট মেলে না।

প্রণব ॥ (রাগে কটু হয়ে) আরে যাও যাও। একুশখানা বাড়ীর বাড়ীওয়ালার একমাত্র ছেলে এসব কথা বুঝবে না। গানের content খানা শুনলে বুঝতে।

সমীর ॥ দেখ ভাই প্রণব, আমার বাবা যে বাড়ীওয়ালা, তায় আবার একুশখানা বাড়ীর, এটা তাঁর পক্ষে নিশ্চয়ই অন্যায়। খুব অন্যায়। কিন্তু তারই জোরে দেখ আমি গান গাইতে ব'সে কথায় কথায় তোমাদের মতো কাঁদিনা। ক্ষুধাটুধা যদি পায় তো চুটিয়ে খাবারের পেছনে ছুটবো, সেটাকে যোগাড় ক'রে পেট ভ'রে খেয়ে তবে ছাড়বো। কণ্টেণ্ট, কণ্টেণ্ট,

জানিনা, গানের ঠাট্‌গুলো ঐ রকম হাত এলিয়ে ব'সে কুঁই কুঁই ক'রে কাঁদার মত হয় কেন ?

প্রণব ॥ (অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে) এই দেখ, এ আবার কী বল্‌ছে। ঠাট্‌গুলোর কী দোষ ? লোকে এই ঠাট্‌ নিচ্ছে। কী রকম পপুলার। খালি আমরা তো Progressive, অতএব Contentটা Progressive ক'রে দিলেই হোল, নইলে তো Formalist হয়ে যাবো Shoshtakovich এর মতো।

খুকু ॥ দাদা (দু'জনেই ঘাড় ফেরায়) তোমাকে 'সবাক ছবি ফিল্ম কোম্পানী' থেকে কে একজন খুঁজতে এসেছিল। ব'লে গেছে এলেই পাঠিয়ে দিতে।

প্রণব ॥ (অত্যন্ত আগ্রহে) তাই নাকি ? কখন এসেছিল ?

খুকু ॥ (অম্লান বদনে) এইতো, এক্ষুনি, তুমি বেরিয়ে যাবার পরেই। আমি বাবার সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন। বল্লে, ভয়ানক দরকার।

প্রণব ॥ (ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে) ওহে, সমীর, তুমি বোসো তাহলে, আমি—

সমীর ॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি আর ব'সে কী করবো। আমিও চলি।

প্রণব ॥ না, না, তুমি বোসো না।

খুকু ॥ আপনি বসুন না। সুসি তো এক্ষুনি আস্‌বে।

প্রণব ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি বোসো। [প্রস্থান]

খুকু ॥ (দণ্ডায়মান সমীরকে নিবিড়ভাবে অনুরোধ করে) বসুন। সুসি এই এলো ব'লে।

সমীর ॥ (চেষ্টাকৃত নিস্পৃহভাবে) তাতে কী ? আজ তো আমার গান শেখাবার দিন না।

খুকু ॥ আপনি বুঝি দিন বুঝে তার সঙ্গে আলাপ করেন ?

সমীর ॥ (ভ্রূ কুঁচকে) না, তা কেন।

খুকু ॥ (আলোচ্য বিষয়টা বদলে ফেলে) আচ্ছা, দাদার সঙ্গে আপনার কী ক'রে আলাপ হোল বলুন তো? দাদা তো ফিল্মে গান গায় আর কেবলই বিপ্লবের কথা বলে। একেবারে আপনার উলটো।

সমীর ॥ (হাসিমুখে মাথা নাড়ে) হ্যাঁ, প্রণবের আবার একটু politics politics বাই আছে কিনা।

খুকু ॥ (মাথা ঝাঁকিয়ে দাদার কথাটাও dismiss ক'রে দিয়ে) আমারও ভয়ানক গান শিখতে ইচ্ছে হয়।—আপনি আমায় গান শেখাবেন?

সমীর ॥ বেশতো শিখলেই পারেন, আপনার বোনের সঙ্গে।

খুকু ॥ (যেন ভয়ানক ভয় পেয়ে) ও বাবা, না। সুসি তাহলে ভয়ানক রাগ করবে না!

সমীর ॥ (আশ্চর্য হয়ে) কেন?

খুকু ॥ (মাথা ঝাঁকিয়ে) করবে। সে আছে কারণ। আচ্ছা, আমি যদি আপনার বাড়ীতে গিয়ে চুপি চুপি শিখে আসি? শেখাবেন?

সমীর ॥ নিশ্চয়ই, কেন শেখাবো না! (কথা ফুরিয়ে যায়। খুকু কী যেন ভাবতে ভাবতে শাড়ীটা একটু ঠিক করে। সমীর কেমন অস্বস্তি বোধ করে। বলে) আপনার এ শাড়ীটা খুব সুন্দর তো! খুব মানিয়েছে আপনাকে।

খুকু ॥ (ধরতাই পেয়ে খুশী হয়ে ওঠে) সত্যি? খুব মানিয়েছে? সত্যি বলছেন? আমার খুব ভালো লাগে শাড়ীটা। সকলে এতো হিংসে করে। আমার এমন দুঃখ হয়। আমি এটা পরতেই পারি না তাই।

সমীর ॥ কেন? কে হিংসে করে?

খুকু ॥ সে আমি বলবো না। বল্লে আপনি খুব রাগ করবেন।

সমীর ॥ আমি? কেন, আমি কেন রাগ করবো?

খুকু ॥ তারা আপনার নামেও যা তা বলে জানেন? বলে,

বড়লোকের ছেলেদের বিশ্বাস নেই। মেয়েদের নাচিয়ে বেড়ানোই ওদের পেশা।—এই সব।

সমীর ॥ (ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে) কে বলেছে একথা ?

খুকু ॥ সে আমি বলবোনা বাবা। আমাকে তাহ'লে ছিঁড়ে খেয়ে ফেল্‌বে না !

সমীর ॥ কিন্তু আমার জানা দরকার। সেই বুঝে আমাকে চলতে হবে এখন থেকে। কে বলেছে ?

খুকু ॥ না, না, নাম আমি বল্‌বো না। কিছুতেই না। (স'রে যেতে গেল বাইরের দিকে)

সমীর ॥ (উঠে প'ড়ে) শুনুন। কে বলেছে ? এ বাড়ীর কেউ ?

খুকু ॥ (ঘুরে দাঁড়ায় খুকু। মুখোমুখি হয়ে প্রশ্ন করে) আপনি পরশুদিন সুসিকে কিছু বলেছেন ?

সমীর ॥ (অস্বস্তি বোধ করে) কী বলেছি ?

খুকু ॥ (একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে) কোনও কথা ? কোনও একটা কিছু ? বলেন নি ?

[ক্রমশঃ সমীর সমস্ত এক্তিয়ার হারিয়ে ফেলছে নিজের ওপর। আর খুকুর গলার মধ্যে কেমন একটা হাসি]

সমীর ॥ আমি তাকে বারণ করেছিলুম কারো কাছে বল্‌তে।

খুকু ॥ (খুব মিষ্টি ক'রে হেসে) বাঃ, কী হয়েছে যদি ব'লেই থাকে ? আপনি বাপু পাগলা ছেলের মতো। আমি তার দিদি।

সমীর ॥ না, আমি তাকে বারণ করেছিলুম।

খুকু ॥ (আবার সেই একাগ্রতায়) কেন ?

সমীর ॥ আমার নামে ঐ সমস্ত অপবাদ কি সেই বলেছে ?

খুকু ॥ (মুহূর্তে বদলে গিয়ে) আমি বলেছি একবারও সেই কথা। আপনি বাপু ভয়ানক রাগী মানুষ! সুসি একটা কথাও বলেছে ব'লে আমি বলেছি আপনাকে ? সব নিজে নিজে বানাচ্ছেন—, আর আমি আপনাকে কিচ্ছু বলবো না।

সমীর ॥ না বল্লেও আমি বুঝতে পারি।

খুকু ॥ (আবার সেই নেশাধরানো হাসির আওয়াজ আসে) কচু পারেন—, ঘেঁচু পারেন।

সমীর। তবে কে বলেছে?

খুকু ॥ কে বলেছে?—যদি বলি কী খাওয়াবেন আমাকে?

সমীর ॥ কী?

খুকু ॥ Lunch খাওয়ান আজ দুপুরে! একটা বড় হোটেলে।

সমীর ॥ বেশ খাওয়াবো।

খুকু ॥ বেশ।—আমি এখন Tarzan এর ছবি দেখতে যাচ্ছি; শো ভাঙ্গলে নিউ মার্কেটের দক্ষিণের বড়ো গেটটায় আস্‌বো। আপনি থাক্‌বেন?

সমীর ॥ (মন্ত্রের প্রভাব লাগছে যেন সমীরের ওপর। মাথা নেড়ে জানায় সে থাকবে। বলে—) কিন্তু তখন বলবেন তো?

খুকু ॥ বলবো। আর যদি না বলি তাহলে বুঝি খাওয়াবেন না? (কি রকম ক'রে যেন তাকায় সমীরের দিকে। একটুক্ষণ যেন তাকিয়েই থাকে। সমীরের ভিতরটা কেমন যেন বিকল হয়ে যায়, বলে—)

সমীর ॥ বাঃ তা কেন খাওয়াবো না।

খুকু ॥ (হঠাৎ যেন সম্বিত হয়ে) আমি যাই, আমার সময় হয়ে গেছে।···(তবু কিন্তু যায় না) আপনি এতদিন আমাকে এড়িয়ে চলতেন কেন?

সমীর ॥ কই, আমি তো এড়িয়ে চলিনি, বরঞ্চ আপনিই বিকাশ-বাবুকে নিয়ে এতো ব্যস্ত থাকতেন—(খুকু কেমন ভাবে তাকিয়ে থাকে। সমীর একটু নার্ভাস হয়ে বলে) আপনাদের তো বিয়ে হবে শুনেছি।

খুকু ॥ ওরা বলেছে বুঝি এই কথা?—হবে না।

সমীর ॥ হবে না? তবে যে আমি শুনলুম—

খুকু ॥ ঐ তো! ওরা ব'লে ব'লে বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আমি কিছুতেই করবো না। আপনি দেখবেন।

(সমীর চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকে) এ সব কথা আপনাকে বলা উচিত না ! কিন্তু আপনাকে আমার—, আপনি কাউকে বলবেন না বলুন ।

সমীর ॥ (সম্মোহিতের মতো) বলবো না ।

খুকু ॥ জানেন আমি একদিন কথায় কথায় বলেছিলুম যে আমি Classical শিখবো, আধুনিক গান আমার ভালো লাগে না । পরদিনই সুসি দাদার সঙ্গে ঠিক ক'রে আপনার কাছে গান শিখতে শুরু ক'রে দিলে ।—আমি যাই । (প্রায় কান্নায় গলা ভিজিয়ে কথা ক'টি বলে খুকু হঠাৎ উঠে চললো দরজার দিকে । দরজা খুলে দেখে মুখ ফিরিয়ে সমীরকে বললো) সুসি আসছে । কিছু বলবেন না কিন্তু,—আমার দিব্যি ।

[দুই বোনে দেখা হলো ঠিক দরজার বাইরে ।…শোনা গেল—]

খুকু ॥ (নেপথ্যে) এই সুসি, কোথায় গিয়েছিলি ? সমীরবাবু কখ—ন থেকে এসে ব'সে আছেন ।

[সুসি কি একটা বলে, উত্তরে খুকু বলে—"আমি মামাবাবুর সঙ্গে—" খুকুর কণ্ঠ মিলিয়ে যায় । সুসি ভেতরে এল । এসে সে একবার সমীরের দিকে চায়, তারপরে একপাশে ব'সে জুতো খোলে । মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—]

সুসি ॥ কতক্ষণ এসেছেন ? [ক্রিয়াপদে সম্মানের যে দন্ত্য ন আছে সেটা না পারে স্পষ্ট ক'রে উচ্চারণ করতে, না পারে একেবারে বাদ দিতে]

সমীর ॥ (সংযত স্পষ্টতায়) অনেকক্ষণ ।

[সুসি একবার তাকায় সমীরের দিকে, হয়তো তার কণ্ঠ একটু স্পষ্ট কঠিন লেগেছিল সুসির কানে । কিন্তু কিছু ধরতে পারে না । নিজের সন্দেহকে উড়িয়ে দিয়ে সে ঘরের কোণে জুতো জোড়া রাখতে রাখতে বলে—]

সুসি ॥ একটা টিউশানি পেয়েছি । সকালে তিনটি ছোট ছোট মেয়েকে—এই Class two আর three-র—পড়াতে হবে । আর বিকালে এক Class Eight-এর মেয়েকে । আবার

সপ্তাহে দু'দিন তাকে গান শেখাতে হবে। জিজ্ঞাসা করলুম —কী গান শেখাতে চান? ভদ্রলোক বল্লেন—কী গান আবার? এই সাধারণ গান। আমাদের সময়ে কীর্তন টীর্তন চলতো। এখন এই প্রিয় ট্রিয় ব'লে যে সব গান হয়। কোনও রকমে এই বিয়ের এগজামিনটা পাশ করা আর কি! ব'লে তিনি খুব হাসলেন। আমিও হাসলুম। কিন্তু ভাবছি "প্রিয় ট্রিয় ব'লে গান" আমি এখন কোত্থেকে যোগাড় করি।

সমীর ॥ পরশু দিন আমি তোমাকে কিছু কথা বলেছিলুম। সে কথা তুমি কাউকে বলেছ?

সুসি ॥ (অবাক হয়ে) না।

সমীর ॥ (চোখাচোখি তাকিয়ে বলে) কাউকে বলনি?

সুসি ॥ না।

সমীর ॥ বলেছ। অথচ আমি তোমাকে বারণ করেছিলুম।

সুসি ॥ কিন্তু আমি বলিনি কাউকে।

সমীর ॥ মিথ্যে কথা।—আমার প্রাইভেট কথা নিয়ে পাঁচজনে আলোচনা করে এ আমি চাইনি। আমার মনের কথাগুলো উলঙ্গ ক'রে লোককে দেখিয়ে দেখানেপনার অভ্যাস আমার নেই। কিন্তু তোমার মনে হলো যে বড়লোকের ছেলেকে বিশ্বাস করা যায় না, মেয়ে নাচানোই ওদের পেশা, না? তাই তাড়াতাড়ি দিদিকে সাক্ষী ক'রে রাখতে হোল।

সুসি ॥ দিদি! (বুঝতে পেরে অনন্যোপায় হয়ে শুধু বলে) আমি কক্ষনো বলিনি কোনও কথা। আমি বলিনি। এতটুকু যদি বিশ্বাস না করতে পারা যায়—তো কেন ভালোবাসার কথা বলেছিলেন? আমি কে লোক, আমি কেমন লোক, না জেনেই—?

সমীর ॥ (একটু নরম হয়ে) কিন্তু তোমার দিদি কী ক'রে জানলো ?
(উত্তর না পেয়ে) সে যে নিজে বল্লে আমাকে ?

স্বসি ॥ (ঠোঁট কামড়ে) আমি কাউকে কোনও কথা বলিনি।

সমীর ॥ (আবার উত্তপ্ত হয়ে) তাহ'লে কী ক'রে জানলো সে ?
(আবার উত্তর না পেয়ে) ছাখ, চুপ ক'রে থাকাটা একটা কায়দা হ'তে পারে, কিন্তু তাতেই সবসময়ে মানুষকে ধাপ্পা দেওয়া যায় না। (তবু স্বসি চুপ ক'রে থাকে) আমার প্রথম অনুরোধ তুমি রাখলে না! আমার কথাটা তুমি পাঁচজনের ঠাট্টার জিনিষ ক'রে দিয়েছ! (স্বসি চুপ ক'রেই থাকে) এইজন্যেই যারা politics করে তাদের বিশ্বাস করতে নেই। তারা জীবনময় politics করে কি না। কিন্তু আমি ভদ্রলোক। তাই বাবার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছি আজ সকালে। অসবর্ণ বিয়েতে তাঁর আপত্তি। আমি এখন কী করবো বল্‌তে পারো ? বাড়ী ফিরে গেলে বাবা তো ভাববে যে তাঁর একুশখানা বাড়ীর লোভে আমি ভেড়ার মতো ফিরে এসেছি। তোমার মতো politics-এর লোকের হয়তো তাতে লজ্জা হোত না, কিন্তু আমি মানুষ, আমি ভদ্রলোক। ছি, ছি, আমি এতো ঘেন্না কখনো কাউকে করিনি। ছিঃ।

[স্বসি ঠোঁট কামড়ে মাথা নীচু ক'রে ব'সে থাকে। সমীর বেরিয়ে যায়। আলো ক'মে অন্ধকার হ'য়ে যায়]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান—সেই বসবার ঘর। কাল—সেইদিনই সন্ধ্যার পর। একটি standing lamp জ্বলছে। দেবেনবাবু ও বিকাশ। দেবেনবাবুর হাতে গড়গড়ার নল]

দেবেন ॥ এই হোল ছবি। আমাদের। কিন্তু কেন এমন হোল? ঘরে ঘরে এই যে ছত্রাকার ভাব, বইয়ের কথায় যাকে বলে নৈরাজ্য, এ এলো কেন? বর্তমানটাকে বুঝতে গেলে অতীতকে বুঝতে হয়। এই আমাদের সংসারের কথাই ধরো। আমার জ্যাঠা ছিলেন ডানপিটে লোক। লেখাপড়া করেননি আমার বাবার মতো, কিন্তু তখন নতুন সব রাস্তা বানানো হচ্ছে কলকাতায়, জ্যাঠামশায় তার খোয়া যোগাবার কণ্ট্রাক্ট পেয়েছিলেন। লাল হয়ে গেলেন। সেই টাকাতে এক জমিদারী কিনলেন। আমরা জমিদার-বংশ হলুম। দুর্ধর্ষ লোক ছিলেন। মদ খেতেন নিয়মিত। রং ছিল অবাঙালীর মত তামাটে। আজকালকার তুলনায় ব্যবহারও অবাঙালীর মতো ছিল। ঘোড়ায় চড়তে পারতেন, তলোয়ার খেলতে পারতেন। সে এক অন্য বাঙালীর জাত। আর আমার পিতৃদেব ছিলেন উল্টো। তিনিও লম্বা ছিলেন, কিন্তু ভুঁড়ি নিয়ে, ধীর মেয়েলি চলন নিয়ে, তিনি ছিলেন—যাকে বলে—cultured। আমার সেই প্রফেসর বাবা আমার জ্যাঠামশায়ের রীতিনীতি বরদাস্ত করতে পারতেন না। জ্যাঠামশায় নিজে বিপত্নীক ও অপুত্রক। কিন্তু আত্মীয় স্বজনের এক বিরাট গোষ্ঠী বাড়ীতে প্রতিপালন করতেন। পিসিমা মাসীমা ক'রে কতজন বুড়ীই যে ছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। আর বাবা কলকাতায় ছোট্ট একটি বাড়ী

নিয়ে, স্ত্রী আর পুত্র নিয়ে, সংসার পাতলেন। ছোট্ট ঘর, ছোট্ট বারান্দা,—বৃহৎ একান্নবর্তী সংসার ভেঙে ছোট্ট একটি সংসার একেবারে নিজের একার এক্তিয়ারে, মা তো খুশী হবেই। আমাদের দরজা জানলায় পর্দা ঝুলতো। কাঁচের বাসন বেশী ব্যবহার হোত। আর জ্যাঠামশায়ের ওখানে যদি কখনো চা হোতও তো পাথরবাটীতে দেওয়া হোত। পর্দার তো কোনো বালাই-ই ছিল না। বিরাট বাড়ী, সব সময়েই হৈ হৈ। হাসি কান্নার কথা ছেড়ে দাও, বিনয় প্রকাশ বা দুঃখ প্রকাশও কেউ কখনো আস্তে করতো না, সেগুলোও যেন সামাজিক ব্যাপার, social function। সেখানে পিঠের দিনে বা বড়ি দেওয়ার দিনে যে ঘটা হোত সেটা একটা উৎসব। ঋতু উৎসব। আর আমাদের বাড়ীতে বড়দিনে কেক্ কিনে খাওয়াটা বেশ উৎসব ছিল। আমার চেহারাটা তো দেখ্ছ, লম্বা না হ'লেও হাড় চওড়া, অনেকটা জ্যাঠামশায়ের মতো। তাঁরও একটু স্নেহ ছিল আমার ওপর। বলতেন, আমাকে পালন করবেন। (বিষণ্ণ হেসে) কিন্তু আমাকে নিয়েই ভীষণ ঝগড়া হোল দুই ভাইয়ে। বাবার গলা আস্তে, কথা-গুলো ক্ষুরধার। জ্যাঠামশায়ের গলা জোর, কিন্তু এক-বার হুঙ্কার দিয়ে উঠেই কেমন যেন চাপা হয়ে গেলেন। দরজার আড়াল থেকে আমি, বঙ্কু চাকর, আরো কে কে যেন উঁকি মারছিলুম। দেখলাম হাতের গড়গড়ার নলটা তিনি দু'তিনবার এ-হাত ও-হাত ক'রে হঠাৎ উঠে প'ড়ে বল্লেন—"আমি গুরুজন, অভিসম্পাত দেব না। কিন্তু তুই ভাবিস দেবু তোর একলার ছেলে, বংশের নয়? দেবুর কোন্ উপকারের মোহে তুই পুরনো মুখুয্যে গুষ্টীকে অপমান ক'রে আলাদা সংসার পাতছিস? যা, কালই চ'লে যা তোরা, নিয়ে যা দেবুকে। কাল থেকে এই সংসার

আঁটকুড়ো। এই হোল ঈশ্বরের লিখন, এ খণ্ডাবে কে!—তোদের যেন ভালো হয়। ভালো হোক।" খড়মের শব্দ ক'রে বেরিয়ে গেলেন।—বেশ গল্পের মতো, না? গল্পই বটে। লেখাপড়াজানা পুরো বাঙালী জাতটাই যেন আমার জ্যাঠামশায়কে ছেড়ে আমার বাবাকে আদর্শ বানালো। আজকালকার সমস্ত কাব্য গল্প উপন্যাসে দেখো জ্যাঠা-মশায় কোথাও নায়ক নয়। ঐ যে দুর্ধর্ষ প্রাণাবেগ, আমরা যেন ভয় করতে শিখলুম। বেশী করে ইংরেজিয়ানা শিখতে লাগলুম। বুড়োবুড়ীদের কথাবার্তা পালাপার্বণ সব অসভ্য কুসংস্কার ব'লে মনে লাগতে লাগল। আদর্শ হোল একটি ছোট্ট সংসার, আর নিয়মিত আয়। সাতে নেই পাঁচে নেই। পাড়ায় কোন গোলমাল বাধলেও আমরা আগ বাড়িয়ে যাই না। দ্বৈপায়ন। চাকুরীস্থল আর গেরস্তালি। চাকরী সম্বন্ধে অবশ্য বিরূপ কথা বলা হোত মাঝে মাঝে। কিন্তু সেটা নেহাৎ বলার জন্যেই বলা। আসল কথা ছিল secure regular income। সেখানে প্রফেসারিই বলো বা কেরানীগিরিই বলো দুইই সমান। বাবা বেঁচে থাকলে আমিও নিশ্চয় তাইই হতুম। কিন্তু আমি এ ব্যবসা সে ব্যবসা ক'রে শেষে প্রকাশক হয়ে বসলুম। আমারও গর্ব ছিল কেরানী নই ব'লে। যেমন তোমারও গর্ব আছে বুঝতে পারি, journalist ব'লে, clerk তো নয়। নিজে বেছে নিয়েছ profession। আমিও তো তাই। কিন্তু আজ আর আমার গর্ব নেই।

বিকাশ ॥ আমিও— (মাথা নাড়ে)। সাংবাদিকের কাজ সম্বন্ধে আগে খুব রোম্যান্টিক—। এখন খালি মাইনে।—আপনার জ্যাঠামশায়ের কী হোল?

দেবেন ॥ জ্যাঠামশায় সেই শক্ থেকে বোধ হয় আর উদ্ধার পেলেন না। বছর খানেকের মধ্যেই মারা যান। ডাক্তারে বলে

বেশী মদ খেয়ে। যাই হোক, সমস্ত সম্পত্তি তিনি জ্ঞাতি গোষ্ঠীর মধ্যে টুকরো টুকরো ক'রে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন, প্রজাদের দিয়ে গেছেন, কিন্তু দেখা গেল বাবাকে কিছুই দিয়ে যাননি। আমার জন্তে শুধু তুলট কাগজে লেখা একটি শ্লোক রেখে গিয়েছিলেন, মহাভারতের কোন শ্লোক বোধহয়, —যাতে বলছে যে, সাধারণ মানুষের কর্তব্য তার সংসারের প্রতি, তার চেয়ে উঁচু দরের মানুষের কর্তব্য তার সমাজের প্রতি, তার উপরে দেশের প্রতি, তারো উপরে উঠলে পৃথিবীর প্রতি, এবং সবচেয়ে উঁচু স্তরের যে মানুষ তার কর্তব্য তার নিজের প্রতি। কি জানি কী তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন। একবার ভাবি বুঝেছি, আবার ভাবি বুঝি নি। এ দ্বন্দ্ব আমার আর মিটলো না।

বিকাশ ॥ বেশ গল্পটা।

দেবেন ॥ গল্পই শুধু?—কি জানি, হয়তো আসলে গল্পই। এমন কি আমি, আমি যে-সময়ের ও যে-ভাবের বাঙালী, আমিও হয়তো গল্পই তোমাদের কাছে, আজকালকার ছেলেদের কাছে।

বিকাশ ॥ (একটু বিস্মিত হয়ে) আপনি রাগ করবেন না। একমাত্র আপনার সঙ্গেই, আমি মন খুলে—মানে,—ভালো ক'রে—কথা বলতে পারি।

দেবেন ॥ (লজ্জিত হয়ে) না, না তুমি বলো। তোমাকে তো আমি নিজের ছেলে বলেই মনে করি।……(হঠাৎ একটু আবেগে) নিজের ছেলেটা এতো অপদার্থ যে তোমাকে সন্তান মনে ক'রে তবু একটু সান্ত্বনা পাই।

বিকাশ ॥ (অত্যন্ত বিচলিত হয়। একটু পরে মুখ তুলে) আমি তার সম্মান রাখবো। তাই বলছি এটা গল্প,—জীবন নয়। এর শেষে খালি একটা—অনড় দুঃখ—। এমন একটা nostalgia—। কিন্তু জীবন তো খুব—খুব অদম্য—।

এই যে চারিদিকে আজ না খাওয়া—নাঙ্গা মানুষগুলো—সোজা হয়ে—নিজের হকের জন্যে—লড়াই—, সারা পৃথিবীময় এই যে নতুন জাগরণ, তার আশা আপনার এই ইতিহাসে নেই।—জ্যাঠামশায় ছিলেন ফিউডাল,—আপনার বাবা ছিলেন কোলোনিয়াল বুর্জোয়া,—সে সব দিন—চিরকালের জন্যে গেছে।—আপনি যদি—

দেবেন ॥ না, না, বিকাশ, জোর ক'রে সব জিনিষের সরল মানে কোরো না। জীবন অতো সরল নয়। জীবন একটা ভীষণ জটিল ব্যাপার। [সুসি বাইরে থেকে আসে] সমস্যাটা অতো সঙ্কীর্ণভাবে কেবল রাজনৈতিক নয়। সমস্যাটা human। মানবিক। জীবনের নীতি ঠিক করা। পরিপূর্ণ মানুষ হওয়া।

সুসি ॥ কণাদির বাড়ী থেকে ফোন কল্লুম, কিন্তু মামাবাবু বল্লেন যে, দিদি সিনেমা দেখেই বাড়ী রওনা হয়ে গেছে, তুপুরবেলা। রাঙাপিসীমার ওখানে,—রেখা মলুদের ওখানেও যায়নি। আর কোথায় ফোন করবো কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

দেবেন ॥ খোকা ?

সুসি ॥ দাদারও তো কোনো খবর পেলুম না। সমীরবাবুদের বাড়ীতেও ফোন করেছিলুম, কিন্তু তিনি শুনলুম বাড়ী নেই।

দেবেন ॥ হুঁ। ফিরবে, সবাই ফিরবে। এখন গিয়ে তোর মাকে একটু শান্ত হ'তে বল। বল্ যে অযথা নিজের অসুখ বাড়িয়ে আর লাভ কী, একটু শান্ত হয়ে থাকুক।—শান্তই বা হবে কী করে। শান্তি কোথায় ? (তু'একবার গড়গড়ায় টান দিয়ে) মানুষের জীবনে সবচেয়ে আদিম হচ্ছে যৌবন আর তার তুঃসাহস। সেই যৌবনকেই আমরা অস্বীকার করি। আবার একটা গল্প বলি শোন। তোমরা তো জানো বীণার সঙ্গে আমার বিয়েটা negotiated

marriage নয়, যাকে বলে love marriage। তার জন্যে অল্প-বয়সীদের কাছে আমার একটু সম্মানও আছে। কিন্তু কী সাবধানী love marriage! ঘর মিলিয়ে জাত মিলিয়ে মনে মনে গুরুজনদের সকল রকম negotiations-এর পথ খোলা রেখে আমরা প্রেমে পড়েছিলুম। অবশ্য, আমরা নয়, আমি। বীণার মধ্যে কোথায় একটা বন্যতা ছিল,—গোয়ার্তুমী। তখন আমি বল্লে ও নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে নরকেও যেতে পারতো। আমি কিন্তু খুব সাবধানী ভালো ছেলের মতো জানলা দিয়ে ঢলো ঢলো চোখে তাকিয়েছি,—আর অজস্র কল্পনা করেছি '—একদিন সন্ধ্যার মুখটায় বীণা একলা আমার ঘরে এসে হাজির। বাড়ীতে তখন কেউ নেই। বীণা বল্লে, বাড়ীতে তার বিয়ের কথা হচ্ছে,—'আপনি কী করবেন?' আমার মনে আছে আনন্দের চাইতে ভয় হয়েছিল বেশী। গুরুজনদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। জানি মত হবে, কিন্তু যদি না হয়? তাহলে তো নিজের কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধেই নিতে হবে!—হোল সম্মতি। কিন্তু খুব ভিতরে, কোথায় যেন আমি বীণাকে ভয় করতে সুরু করলুম। ও যা পারে আমি তা পারি না। অসভ্যতা করিনি, বেলেল্লা করিনি, সেটা ভালই, তাতে শিক্ষার মর্যাদা রেখেছি। কিন্তু সাহসও তো দেখাই নি! পাগল হয়ে উঠিনি জীবনকে জয় করতে! সাবধানী কেরানীর মন আমাদের।

সুসি ॥ বাবা, তুমি চিরকাল যে দাঁতটা ব্যথা করে সেইটাকেই আরো বেশী বেশী নাড়িয়ে সুখ পাও। নিজেকে কেবল এতো ছোট করে কী লাভ? ছেড়ে দাও মামাবাবুর কাগজের চাকরী। বুঝতে যখন পারছ, তখন কেরানীর মনোভাবটা তাড়াও।

দেবেন ॥ হুঁ। সকাল থেকে আসে দুধওয়ালা, তারপর ডিমওয়ালা, তারপর রুটিওয়ালা। কেমন ক'রে যে আসছে তারা তা

তো দেখি আর কারোর মনেও হয় না। আমি চাকরি ছাড়লে. চলবে কেন ?

সুসি ॥ সে দোষও তোমাদের। তোমার আর মায়ের। যখন কোনও আয় নেই, ধারের ওপর সংসার চলে, তখনো তোমরা আমাদের পঞ্চ-ব্যঞ্জন না সাজিয়ে খেতে দিতে পারো না। আমি তো কতদিন মানা করেছি। কিন্তু কেন তোমরা দাদাকে দিদিকে আদুরে গোপাল করে রেখেছ ? রাখছ ? দোষ তাদের, না, দোষ তোমাদের ? (পিছনে যেয়ে বাপের চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে) বাবা, আজ তোমার মন খুব খারাপ আছে, নইলে নিজেই আদর ক'রে খাইয়ে আবার নিজেই সেই খাওয়ার খোঁটা দিতে পারতে না। [দেবেন হঠাৎ উঠে ভিতরে চলে যান। বোধ হয় চোখের জল চাপতে]

সুসি ॥ এতটা কড়া কথা বাবাকে না বলাই উচিত ছিল। কী যে হয়েছে আমার আজ !—ও ! (হঠাৎ যেন মনে প'ড়ে যায় তার কী হয়েছে)

বিকাশ ॥ কী হয়েছে ?

সুসি ॥ (যেটা মনে পড়েছিল সেটাকে গোপন করে) নাঃ কিছু না।— বিকাশদা, আমার ভয়ানক হতাশ লাগছে। হতাশ নয়, frustrated। লাগা উচিত নয়, তবু লাগছে। আচ্ছা, frustrated-এর বাংলা কী ?

বিকাশ ॥ জানি না। কেন frustrated লাগছে ? Frustration আসে political understanding-এর অভাব থেকে। আমাদের এখনকার policy সম্বন্ধে কি তোমার কোন দ্বিধা আছে ? (তার দিকে মুখ না ফিরিয়ে) আছে, না ?
[যেন নিজেরও দ্বিধার কোন সমর্থন চায়]

সুসি ॥ (যেন ভেবে বিচার ক'রে প্রত্যেকটা কথা বলে) না। লড়তে আমি ভয় পাই না। কিন্তু এই যেন শেষ লড়াই হয়। —আমি জানিনা।

দেবেন ॥ (পুনঃ প্রবেশ ক'রে) মাথায় মুখে একটু জল দিয়ে এলুম। বুড়ো হয়েছি, Blood pressureটা বোধ হয় বেড়ে গেছে। সুসি তুই যা মা, তোর মায়ের কাছে একটু বসগে।

সুসি ॥ (চকিত হয়ে)—ও, হ্যাঁ। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি বাবা।

দেবেন ॥ (দরজার কাছ থেকে তাকে ডেকে ফিরিয়ে) সুসিমা, তুই আমার বিবেক! যখনি কোনও ভুল ক'রে ফেলবো তুই সমঝে দিস মা।

সুসি ॥ (বাবার কণ্ঠস্বরে সুসি যেন উদ্বেল হয়ে ওঠে) ঐ রকম বোলো না। বাবা তুমি খুব ভালো, খুব ভালো।

[হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এল বেহারী]

বেহারী ॥ ছোট্‌দিদিমণি, একবার ছুটি দেখি যান, মা যেন কেমন করতি লেগেছেন (আরো কী সব বললো বোঝা গেল না, সুসি ছুটে গেল ওপরে। দেবেন বলতে থাকেন—"কী হলো কী হয়েছে? আরে কেউ কিছু বলে না ··।" নেপথ্যে থেকে কী যেন বললে বেহারী ও সুসি এক সঙ্গে, বোঝা গেল না। অস্থির হয়ে উঠলেন দেবেন মুখুয্যে)

বিকাশ ॥ (সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে) আপনি একটু—একটু বসুন—(ছুটে ঢোকে সুসি)

সুসি ॥ বাবা (হাঁপাতে হাঁপাতেও সংযত করবার চেষ্টা করে গলার আওয়াজ) মা কি রকম করছে তুমি শীগ্‌গিরি ওপরে এসো। বিকাশদা, আপনি পাশের বাড়ী থেকে একটু ডাঃ নাগের ওখানে ফোন করুন, বলুন এক্ষুনি আসতে হবে। oxygen টক্সিজেন যা লাগে সব আনতে বলবেন।

[দেবেন আগেই চ'লে গিয়েছেন, 'এ কী করলে, এ কী করলে' বলতে বলতে। সুসিও চলে যায়। বিকাশ বাইরের দিকে যায়। যাবার সময় তার পায়ে লেগে Standing lamp-এর plugটা খুলে যায়। বিকাশ একবার ভাবে plugটা লাগিয়ে দেবে, কিন্তু তাড়াতাড়িতে চ'লেই যায়। ঘরে আলো নেই।—একটু পরে হঠাৎ শোনা যায় খিল্ খিল্ ক'রে খুকুর অচ্ছ হাসির আওয়াজ।

পরক্ষণে খুকু আসে বাইরের দিক থেকে, পিছনে সমীর। খুকুর পরনে সকালের সেই বেশ]

খুকু ॥ একি, আলোটালো নিভিয়ে এরা কোথায় গেল? বোধ হয় কেউ বাড়ীতেই নেই,—(ক্ষীণ আলোতে দেখা যায় সমীরের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সে এগিয়ে এসে আলোর সুইচটা নাড়াচাড়া করে। সমীর তার পিঠের কাছে এসে দাঁড়ায়। খুকু চাপাস্বরে বলে)—এই কী হচ্ছে? কেউ দেখে ফেললে কী হবে?

সমীর ॥ দেখুক গে, বয়ে গেল।

খুকু ॥ ওঃ, খুব সাহস, না? এই যাঃ, এমন—। (হেঁট হয়ে দেখে) এই ছ্যাখ plugটাই খোলা। আর আমি ওদিকে খুব সুইচ টিপ্‌ছি। (হি হি ক'রে হেসে মেঝের উপর ব'সে প'ড়ে plugটা লাগাবার চেষ্টা করতে করতে নাটকীয় সংলাপ বলার মতো ক'রে বলে) যেখানে plugটাই খোলা সেখানে সুইচ টিপ্‌লে কখনো কিছু হয়? (লাগিয়ে দেয় plugটা, আলো জ্বলে ওঠে। মুখ তুলে খুকু তাকায় সমীরের দিকে। তার চুল বিস্রস্ত, মুখটায় একটা অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য, ঠোঁট দুটো আধখোলা। সমীর হঠাৎ ব'সে পড়ে তার পাশে। বিহ্বল গলায় বলে)

সমীর ॥ খুকু···খুকু, এতদিন আমি ভুল করেছি,···তুমি···খুকু—

খুকু ॥ কী?

সমীর ॥ তুমি আমায় বিয়ে করবে? কালই?

খুকু ॥ (নিজের জয়ের নেশায় নিজেও যেন আবিষ্ট হয়ে গেছে। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একটু থেমে বলে) না। আজই।

(সমীর জড়িয়ে ধরে খুকুকে। খুকু তাকে জড়াতে দেয়। বিকাশ ঢোকে ঘরে। এক মুহূর্ত সব নিস্তব্ধ। তারপর খুকু সমীর তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে)

বিকাশ ॥ (যেন মুখস্থ বলার মত বলে) ডাঃ নাগ বল্লেন এক্ষুনি আসছেন, আমি ফোন করলুম কিনা, মায়ের খুব—(হঠাৎ চুপ ক'রে গেল। তারপর আস্তে বলল) অসুখ।

খুকু ॥ সমীর, তুমি একটু বাইরে যাও। আমি দু' একটা কথা ক'য়ে নিই। [সমীর চ'লে যায়। খুকু মুখোমুখি দাঁড়ায় বিকাশের]

খুকু ॥ কিছু বলবে ?

বিকাশ ॥ (প্রায় ফিস্ ফিস্ ক'রে) না, কিছু না, কিছু না।

খুকু ॥ তা'হলে আমি বলি। আমি সমীরকে ভালবাসি, তাকে বিয়ে করতে চাই। আমি একজন পুরুষকে বিয়ে করতে চাই। তোমাদের মতো—তোমাদের মতো ক্লীবকে নয়। তুমি, বাবা,—তোমরা সব ভাল মানুষ। আসলে তোমরা সবাই ক্লীব, তোমরা কাপুরুষ। সমীর যা চায় তা জোর ক'রে কেড়ে নিতে জানে, আর তোমরা ভালো মানুষের ভান ক'রে চুপ ক'রে থাকো। আসলে তোমরা ভীতু, তোমরা—ক্লীব, তোমরা—

[নেপথ্যে সুসি ও দেবেন যেন হাহাকার ক'রে ওঠেন]

খুকু ॥ মা— ?

বিকাশ ॥ (যেন হঠাৎ চেতনা পেয়ে একটা বিকৃতস্বরে উচ্চকণ্ঠে ব'লে ওঠে) মার ভয়ানক অসুখ,—তুমি সেই ওষুধটা কোথায় রেখে গিয়েছিলে ? কেউ পেলনা। (খুকু ছুটে ভিতরে চ'লে যায়। বেহারী ভিতর থেকে 'কী হোল, কী হোল বাবু' ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বাইরে চ'লে যায়। কান্না চলছে)

প্রণব ॥ (বাইরে থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে) বিকাশদা, লোক ক্ষেপে উঠেছে। মুসলমান দেখলেই মারছে।—হাওড়া—চন্দন-নগর—(হঠাৎ কান্না শুনতে পায়) ও কি ? মা— !

বিকাশ ॥ (আঁকড়ে ধ'রে তাকে যেতে বাধা দেয়) মুসলমান মারছে ? কেউ বাধা দিচ্ছে না ? কেউ বাঁচাচ্ছে না ?

প্রণব ॥ কে বাঁচাবে ? আমাদের কোনও organisation নেই, কোনও plan নেই—মা'র কী হোল ? সকলে কাঁদছে কেন ? (বিকাশের হাত ছাড়িয়ে ছুটে যায়। খুকু আসে। সে কাঁদছে, কিন্তু তার চোখ জ্বলছে)

খুকু ॥ (হাতের চিঠি ছিঁড়তে ছিড়তে) এই নাও তোমার সব চিঠি —ভালো ভালো উপদেশ দেওয়া চিঠি—political প্রেমপত্র সব—এই নাও—এই নাও (ছুঁড়ে মারে টুক্‌রোগুলো বিকাশের গায়ে। সমীর এসে দরজায় দাঁড়ায়, ডাকে খুকুকে। খুকু এগিয়ে গিয়ে)

খুকু ॥ মা মারা গেছে। আজ তুমি যাও। (কী এক আবেগ যেন তার গলা পর্যন্ত ফেনিয়ে ওঠে) সমীর আমরা পালিয়ে যাবো এখান থেকে, এরা সব নপুংসক, এরা কেউ বাঁচে না। এরা খালি মরবার অপেক্ষা করে। আমরা বাঁচবো, সমীর। যেখানে জল আর ধান, আর মাঠ আর আকাশ। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে—সমীর তুমি আমাকে নিয়ে যাবে— তুমি—

[আর বলতে পারে না। সমীরকে ছেড়ে ঘরের আর একদিক পর্যন্ত প্রায় অন্ধকারের মতো হেঁটে আসে, তারপর হঠাৎ একটা টেবিলের পাশে ব'সে প'ড়ে তার পায়াটা জড়িয়ে ধ'রে সশব্দে কেঁদে ওঠে।]

প্রথম অঙ্কের শেষ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

[স্থান—এক পার্কের অভ্যন্তর। কাল—রাত আট্‌টা সাড়ে আট্‌টা। পাত্র—বিকাশ। একটি বেঞ্চের ঠেসান দেওয়ার কাঠে নিজের বর্ষাতির ওপর ব'সে। বেঞ্চটা ভিজে। চারিদিকটাই কিছুক্ষণ আগের বৃষ্টিতে ভিজে।—বিকাশের চেহারার বদল হয়েছে। গালে মুখে দাড়ি। কপালে একটা বড়ো ক্ষত। মানুষটাই কেমন যেন ভূতে পাওয়া। পিছন দিয়ে নানা লোক নানা রকম আলাপ করতে করতে যাচ্ছে। একদল আঠারো উনিশ বছরের ছেলে উচ্চৈস্বরে আলোচনা করতে করতে চলেছে—]

১ম ॥ …আরে বাবা, ও কংগ্রেস বলো, কমিউনিস্ট বলো, সব জানা আছে, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।

২য় ॥ কিন্তু একজন তো কাউকে ভালো হ'তেই হবে, নইলে চলবে কী ক'রে?

৩য় ॥ ও ভালো আর হ'তে হবে না বাবা, ও শীগ্‌গিরই এ্যাটম বোম্‌ খেয়ে—

১ম ॥ আইনস্টাইন কী বলেছে দেখিস্‌নি কাগজে, ও ফোর্থ গ্রেট্‌ ওয়ার্ল্‌ড্‌ ওয়ার না?—একদম—

[তাদের গলা মিলিয়ে যায়। দূরে কে একজন ফিল্মের গান ধরেছে, গানের গলাটাও অশ্লীল।—এখানে দু'জন প্রবেশ করলো। সফল মানুষদের উপযুক্ত দামী স্যুট্‌ তাদের গায়ে]

১ম ॥ …বল্লাম, স্যার এরকম উপোসী ছারপোকার মতো আর কদ্দিন বাঁচবেন? একখানা permit বের ক'রে দিন, দেখুন,—হ্যা হ্যা হ্যা—। সব ওপরে ফাতনা রেখে নীচে ডুবে জল খাচ্ছে, চিন্‌তে তো বাকি নেই কোনো শালাকে—

[এরাও চ'লে যায়। উল্টোদিক থেকে আসে একটি শীর্ণ প্রৌঢ়

লোক। খানিকটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। হাতে ছেঁড়া ছাতা। লোকটি এগিয়ে আসে বিকাশের দিকে—]

প্রৌঢ় ॥ বাবুমশয় !

[বিকাশ শুনতে পায় না। প্রৌঢ় আবার ডেকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করে]

প্রৌঢ় ॥ বাবুমশয় !—আমি খুব নিকটেই থাকি। আমার একডা মাইয়া আছে—ষুলবছরের,—আর আমি থাকি। একখান্ আলায়্দা ঘর পাইছি। রোজগার পাতি কিছুই নাই—

বিকাশ ॥ (বাধা দিয়ে) আমার কাছে কিছু হবে না।

প্রৌঢ় ॥ বাবুমশয়, আমাদের খুব অল্প পাইসাতেই হইব—

বিকাশ ॥ এই নিন। এই দেড়টাকা আমার সম্বল। নিন আট আনা।—যান। [বিকাশের কথা আর আগের মতো ঠেকে ঠেকে যায় না]

প্রৌঢ় ॥ আপনি ভদ্রলোক। কিন্তু নির্বোধ। আমরা ভিক্ষুক নই।

বিকাশ ॥ তো কী চাচ্ছিলেন, আপনি ?

প্রৌঢ় ॥ ঐ যে কইলাম,—আমার একডা মাইয়া আছে ষুলবছরের, আর একখান্ আলায়্দা ঘর আছে।

বিকাশ ॥ (ভালো ক'রে প্রৌঢ়কে দেখে) আপনি দালাল ?

প্রৌঢ় ॥ আজ্ঞা হঁা। পূর্বে দালালি করছি যতো মিথ্যাবাদী মরা মান্ষের, আর অখন দালালি করি মাইয়াডার,—বন্ধ্যা জীবনের। (হেসে) বাবুমশয় আমাগোর কথায় সাহিত্য দেইখ্যা অবাক হয়েন না। ইস্কুলমাস্টার ছিলাম। পোলাগুলায় শিখাইছি Plain living high thinking। বুনা রামনাথের কথা শিখাইছি, বিদ্যাসাগর মহসীনের কথা শিখাইছি।—আর আজ সেই পোলাগুল্যান্রে রাস্তা থিক্যা নিয়া যাই মাইয়াডার কাছে। জীবনের চাহিদা মিটাই। কিন্তু ভিক্ষুক না। Honest labour করি।

বিকাশ ॥ আপনি কি refugee ?

প্রৌঢ় ॥ (তিক্ত হেসে) বাবুমশয়, ডিক্সনারীতে refugee মানে দেখ্‌ছি। তাতে ল্যাখে one who flies to a foreign country or power for safety। কিন্তু এই যে কইলকাতায় আসছি, একি বিদ্যাশে আসছি? Foreign country? আর এই যদি বাংলা দ্যাশ হয়,—আমার দ্যাশ হয়,—তো সেই যে বোরোধানের ক্ষ্যাতের পাশে ভিটেখান ছাইড়্যা আস্‌ছি, সেইডা কী? সেইডা কি বিদ্যাশ? (আবার হাসে। অস্বাভাবিক ভাবে হি হি ক'রে) বাবুমশয়, কথায় আর কথার মানে নাই, যা ইচ্ছা কইতে পারেন।

বিকাশ ॥ (সব পয়সা বাড়িয়ে) নিন্ আপনি। সব নিয়ে যান।

প্রৌঢ় ॥ (কেমন যেন রেগে ওঠে) কইছি না, আমরা ভিক্ষুক নই।—(তিক্ত ব্যঙ্গের সুরে) আমরা বাঙ্গালী। (উঠে পড়ে। দু'পা চ'লে গিয়ে ফিরে বলে) টাকা নিয়্যা আইসবেন, সামনেই আমার বাড়ী। বড়লোকদের পাড়ার প্যাষে, ছুটলোকদের পাড়ার আগে।

এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা, মধ্যে বালুচর,
হেইখানেতে আছেন দালাল তারিণী মাস্টর।

[ক্লান্তভাবে হি হি ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে যায় 'তারিণী মাস্টর'। সামনের আলো নিভে যায়। পিছনের পর্দার গায়ে আলো ফুটে ওঠে। তার সামনে একটা উঁচু পাটাতনের উপর মহামূল্য বেশ পরা খুকু ও সমীর আসে]

সমীর ॥ ও কে তোমার সঙ্গে কথা বলছিল?

খুকু ॥ কই, কেউ না তো।—সমীর, তুমি এখান থেকে আমাকে নিয়ে চলো। অন্য কোথাও। অনেক দূরে।—অন্য কোথাও। (সমীরের হাত ধরে টেনে এগিয়ে যেতে যায়। কিন্তু সমীর নড়ে না। খুকুকে টেনে প্রশ্ন করে)

সমীর ॥ শোন খুকু,—তুমি কী চাও বলতো? আর কী চাও তুমি? আর আমি তোমাকে কী দেব?

খুকু ॥ আমি ?—সত্যি বলছি তোমাকে—আমি হারিয়ে যেতে চাই। চলো সমীর আমরা পাহাড়ে যাই। কিম্বা সমুদ্রে যাই। এখানে অনেক লোক এসে আমাকে লোভ দেখায়। তুমি আমাকে বাঁচাও সমীর। চলো, আমরা অন্য কোথাও যাই,—অন্য কোথাও,—আরো দূরে—

[বলতে বলতে খুকু সমীরকে টানে। তারা এগিয়ে যায়। পিছনের আলো নিভে গিয়ে আবার বিকাশের ওপর আলো পড়ে। সামনে দিয়ে বর্ষাতি গায়ে একটি মেয়ে যায়]

বিকাশ ॥ (ডাকে) সুসি!

সুসি ॥ (ফিরে) কে ?—বিকাশদা! কী করছেন ?

বিকাশ ॥ ব'সে আছি।—তুমি এই রাত্তিরে—কোথায় ? পার্কের মধ্যে দিয়ে ?

সুসি ॥ বাড়ী। পার্কের সামনে—ঐদিকে—একটা বাড়ীতে টিউশানি করি। ফিরছিলুম। আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন ? মা মারা যাওয়ার পর আর তো আমাদের বাড়ীতে যান্‌ইনি। দাদা শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিল, বল্লে আপনি বাড়ী ছেড়ে দিয়েছেন।—কোথায় আছেন আজকাল ?

বিকাশ ॥ রাস্তা দিয়ে ফিরলে পারতে। এতো রাত্রে এসব পার্কের মধ্যে, ঠিক না।

সুসি ॥ (হেসে) রাস্তাতেও ঠিক হচ্ছিল না। ক'দিন কিছু লোক খুব অভদ্রতা করছিল। তাই বাবার আসবার কথা ছিল আজ, নিয়ে যেতে। কী জানি কেন বাবার দেরী হচ্ছে. অথচ আবার যদি সন্ধ্যার মত বৃষ্টি নামে,—তাই ভাবলুম পার্কের মধ্যে দিয়েই তাড়াতাড়ি চ'লে যাই।—ভরসা আর কোথায় বলুন ?

[কিছুক্ষণ নীরবতা]

বিকাশ ॥ কী, কিছু বলছো না যে!

সুসি ॥ আপনি বদলে গেছেন বিকাশদা। যেন অন্যলোক।

বিকাশ ॥ (তিক্তভাবে হেসে হঠাৎ) আমাদের দু'জনের সমান অবস্থা, না? দু'জনকেই ঝেঁটিয়ে ফেলেছে। এ যেন আস্তাকুড়ে সাক্ষাৎ। পচা কলা আর পচা বেল। (আবার হাসে, কিন্তু সুসির দিকে চোখ পড়তেই থেমে যায়) দেখ, খুকু-সমীর চ'লে যাওয়াটাই জীবনের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা না। অনেক ঘটনার মধ্যে একটা। একটু আগে একজন বুড়ো লোক—পূর্ববঙ্গের মাস্টার—তাঁর মেয়ের জন্যে দালালি করছিলেন। আমরা এদের নাম দিয়েছি ছিন্নমূল। কিন্তু আমি কী? তুমি কী? আমাদেরও কি কোনও মূল আছে? আমি, দেখ, মধ্যবিত্ত ঘরের লোক, প্রগতিশীল লেখক, বুদ্ধিজীবী, তাই নিজের শ্রেণীর লোককে সহ্য করতে পারি না। কল্পনা করি একটা দুর্দান্ত 'মজুর শ্রেণীর,' 'কৃষক শ্রেণীর', অথচ তাদের সম্পর্কেও কিছু জানি না। অথচ আমারই হাতে নবজীবনের মৌরুসী পাট্টা মনে ক'রে নির্বিচারে সকলকে তুচ্ছ করেছি, গালি দিয়েছি, তারপরে হঠাৎ একদিন দেখি যে আমরা ভুল ক'রে ফেলেছি। এমন ভুল, যে ৪৬এর দাঙ্গায় তো লোক বাঁচিয়েছি, কিন্তু এবার যেন জড় হয়ে ··বুড়ো পণ্ডিত নেহরুও শুনেছি কৃপাণ কেড়ে নিয়ে দাঁড়াতে পারেন···দিল্লীতে···আর আমরা? কী? কী করেছি? (চুলগুলো মুঠি ক'রে টানে) কিন্তু কেন···এমন হোল? আমরা ছিন্নমূল ব'লে। আমরা বিশ্বাস করি এক জিনিষ, ভালবাসি আর এক জিনিষ। প্রেমে যখন পড়ি তখন মধ্যবিত্ত মেয়ের প্রেমেই পড়ি, অথচ উপন্যাসে কবিতায় নায়িকা করবার চেষ্টা করি চাষার মেয়েকে, মজুরের মেয়েকে। যাকে ভালবাসিনি, যার সঙ্গে ঘর করিনি, বিছানায় চাঁদের আলোয় যার মুখ দেখিনি। আর তাই সব ব্যর্থ। আমার লেখা ব্যর্থ, লেখবার উদ্দেশ্য ব্যর্থ,—আমি ব্যর্থ।

সুসি ॥ এসব আপনি কী বলছেন? মজুরকে বা চাষাকে বিয়ে না করলে আমি বলতে পারবো না যে তারাই ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী?

বিকাশ ॥ (হঠাৎ হেসে) বলো না। আমি বারণ করেছি? (আবার হাসে) কিন্তু প্রেমে পড়বার সময়ে সমীরের প্রেমে পড় কেন? যার রাজনীতি nil, মানসিক দ্বন্দ্ব nil, কেবল অত্যন্ত হাল্কা স্তরের একটা ভালমানুষি,—আদুরে ছেলের ভাল-মানুষি,—অনুরূপা দেবীর গল্পের নায়ক,—একটু lateএ জন্মে গেছে?

সুসি ॥ (উঠে পড়ে) আমি যাই। দেরী হয়ে যাচ্ছে।

[বিকাশ হেসে ওঠে অস্বাভাবিক ভাবে]

সুসি ॥ বিকাশদা! চুপ করুন।—কী হয়েছে আপনার?

বিকাশ ॥ কেন? তোমার কিছু হয়নি?

সুসি ॥ আপনি এতো ভাববেন না। ভুল সকলে করে। মানুষে করে, আন্দোলনেও করে। এর আগে ভুল আন্দোলন হয়নি দেশে? কিন্তু সব মানুষ আমরা বন্ধুর মত মিলেমিশে থাকবো, ভাগ-বাটোয়ারা ক'রে খাবো—এ আশাটা তো মিথ্যে নয়। এ আদর্শ তো ভুল নয়। সুতরাং এর জয় হবেই। হ'তেই হবে।

বিকাশ ॥ ঠিক। ঠিক। কিন্তু আদর্শ যেখানে এতো মহৎ সেখানে এতো ভুল—এত অন্যায় ভুল, হয় কী ক'রে? আমি কেন মানুষ হিসেবে ছোট হয়ে যাই? ভাবতে হবে না? আজ আমরা—শতকরা নব্বইজন—বামপন্থী। কোনও না কোনও ধরনের সাম্যবাদের কথা বলি, সকলে। আর তাই রাস্তার পাশে ছোট ছোট স্টলে একই সঙ্গে অশ্লীল বই আর সাম্যবাদের বই পাশাপাশি বিক্রী হয়। তবু ভাববো না আমি কী? আমি কোথায়?—আমি খুব সুস্থ নই সুসি। তুমি বরঞ্চ বাড়ী যাও।

সুসি ॥ দেখুন রাজনীতির অনেক কথা আমি আপনার কাছেই শিখেছি, আমি বুঝতে পারছি না যে—

বিকাশ ॥ চুপ। তুমি খুব স্থির হয়ে কথা বলছো। আমার রাগ হয়। তার চেয়ে একটা গল্প বলি, শোন। এক ছিল কেরানী। আর তার ছিল দুটি সন্তান। একটি ছেলে, নাম বিকাশ। আর একটি মেয়ে, নাম বাণী। দু'জনেই ভীষণ লাজুক। লাজুক না,— আড়ষ্ট, অসহজ। তাই তারা ভাই-বোনে ভীষণ বন্ধু। চিরকাল। ছেলেটার যখন বছর দশেক বয়স তখন একজন মাস্টারমশাই ক্লাসে বলেছিলেন—ওহে বিকাশচন্দ্র ললিতলবঙ্গলতা ব্র্যাকেটে পুং, ক্যানাডার capital কী?—ছেলেরা খুব হাসতে লাগল। বিকাশের সব গুলিয়ে গেল। কোথায় ক্যানাডা, কী তার capital। মাথার মধ্যে ঝম্ ঝম্ করতে লাগল। বুঝলো এই ব্যঙ্গ তাকে শুনতে হবে প্রত্যেক দিন'—ইস্কুলে এসে, ইস্কুলের মাঝে, ইস্কুলের শেষে। বিকাশ শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইল মাস্টারমশায়ের দিকে। মাস্টারমশাই দাঁত বের ক'রে হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন। চিবুকটায় অজস্র সবুজ ফুটকি, কালো কালো দাড়ির গোড়া। সেগুলো যেন ক্রমশঃ ভয়ানক বড় হয়ে লেপে গেল। সব একাকার।—খুকুও ঐ কথাই বল্লে, ব্র্যাকেটে পুং।

সুসি ॥ আমি এসব শুনব না। আপনি চুপ করুন।

বিকাশ ॥ শুনো না। কেউ শোনেওনি কখনো। আমি তো নিজেকেই নিজে নিজে বলেছি, আবার নিজেকেই বলবো।

সুসি ॥ এ আপনি কী করছেন? চলুন আপনি আমার সঙ্গে। চলুন বাবার সঙ্গে দেখা করবেন। চলুন।

[হাত ধ'রে টানে]

বিকাশ ॥ এই, এই, এটা পার্ক, রাত্তির। লোকে কী ভাববে।

[সুসি হাত ছেড়ে দেয়। বিকাশ তিক্ত অস্বাভাবিক ভাবে হেসে ওঠে]

বিকাশ ।। ঐ বড় ভয়—লোকে কী ভাববে। ঐ ভেবেই তো আমরা আড়ষ্ট। প্রত্যেকটা শিক্ষিত লোক। অথচ আমাদের সামাজিক বোধ ? নেই। দ্বৈপায়ন। আর আদিম জাতগুলো সমাজের সঙ্গে এক হয়ে বাঁচে, কিন্তু তারা এই কথা ভাবে না। তাদের ভাবতে হয় না যে লোকে কী ভাববে।

সুসি ।। চলুন আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে তবে আমি ফিরবো। আর বাণীকে ব'লে আসবো যে আপনাকে যেন এরকম ছেড়ে না দেয়।

বিকাশ ।। (দাঁড়িয়ে প'ড়ে) বাণীকে ? ও,···মানে বাণী মারা গেছে।

[মঞ্চের একটা কোণে বিকাশের পুরনো বাড়ীর ঘরে আলো পড়ে। কাল,—রাত্রি। বিকাশের বোন বাণী গরুর মত অসহায় চোখ নিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। পাড়ার গুণ্ডা ছেলেদের সর্দার জগবন্ধু ব'সে হাত মুখ নেড়ে নিজের গৌরব-কাহিনী বর্ণনা করছে]

জগবন্ধু ।। ও শালার জাতকে বিশ্বাস আছে ? ভীষণ খচ্চড়। কাল দেখি তিন বেটা দর্জি—দখ্‌নে—লাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। স্টেশনে চড়েনি। আমাদের কর্মী-সঙ্ঘ সেখানে ছিল কিনা। ভেবেছে লাইন ধ'রে পাড়ি দেবে। শালা একে দখ্‌নে তায়—(হা হা ক'রে হেসে, চোখ টিপে) পাড়ি জমিয়ে দিলে এই জগবন্ধু ভট্‌চায। (আত্মতৃপ্তির সঙ্গে) (সেই ছেচল্লিশ সালে আর এই পঞ্চাশ সালে—মিলিয়ে টোটাল হবে—তা তোমার গিয়ে সতেরটা। এই হাতে। বাঙ্গালীর ছেলে লড়তে জানে কিনা দেখিয়ে দেব। (বাণীর বাহু ধ'রে) কি কথা টথা বলছ না যে ?

[বাণী আড়ষ্ট ভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে, একবার আড়ষ্ট ভাবে হাসবারও চেষ্টা করে কিন্তু আবার চোখ নেমে যায়। সেই অসহায় চোখ]

জগবন্ধু ॥ (আদর কাড়াতে) এইত আর একটা পান রয়েছে হাতে, দাওনা আমাকে, দেবেনা ?

[বাণী কোনও রকমে ডান হাতের পানটা এগিয়ে ধরে। অস্ফুটে বলে—]

বাণী ॥ এই নিন—

জগবন্ধু ॥ (এক হাতে বাণীর কোমর জড়িয়ে তাকে কাছে টেনে আরও আদর (কাড়ান গলায়) তুমি মুখে দিয়ে দাও। দাওনা।

[পান খাওয়া কাল দাঁত সুদ্ধ হাঁ করে। বাণী চরম অসহায় ভাবে আস্তে আস্তে তার মুখে পানটা দেয়। বিকাশ এসে ঘরটায় ঢোকে। জগবন্ধু তড়াক ক'রে উঠে পড়ে]

জগবন্ধু ॥ এই যে বিকাশদা, আপনাকেই খুঁজছিলাম। আমরা সারা রাত্তির জেগে গার্ড দিই, সেই ভলেন্টিয়ার ব্যাচ্‌কে সকলে পিক্‌নিক-এর চাঁদা দিচ্ছে। আপনাকেও কিন্তু দিতে হবে পাঁচ টাকা।

[বিকাশ কিছু না ব'লে চুপ ক'রে চেয়ে থাকে। জগবন্ধু একটু অপ্রতিভ হয়]

জগবন্ধু ॥ কাল এসে নিয়ে যাব।···আচ্ছা চললুম।

[ব্যস্ততায় মারামারি করবার সীসের মাথা দেওয়া বেঁটে লাঠিটা ভুলে ফেলে যায়।—বিকাশ ঘর পার হয়ে ভিতরে যেতে গিয়ে দরজার কাছে থমকে দাঁড়ায়। মুখ সম্পূর্ণ না ঘুরিয়ে বলে]

বিকাশ ॥ তোর লজ্জা করেনা ?

[বাণী যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। বিকাশ ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কিন্তু পর মুহূর্তে ফিরে আসে]

বিকাশ ॥ একটা লোফার, গুণ্ডা। পাশের ঘরে একটা লোক লুকিয়ে রয়েছে, তার সামনে—লজ্জা করে না ? তা ছাড়া ও ভেতরে আসবে কেন ? যদি টের পায় ?—ঐ জগবন্ধুটার সঙ্গে তুই—ছিঃ তোর মরা উচিত।

বাণী ॥ আমাকে বিয়ে করবে বলেছে।

বিকাশ ॥ মিথ্যে কথা বলেছে। সুবিধে নেওয়ার জন্যে বলেছে। তা ছাড়া ঐকি একটা বিয়ে করবার পাত্র? ইতর, অশ্লীল, —পাড়াতে যা কিছু ভালো কাজ হবে ওরা তার বিপক্ষে, যা কিছু খারাপ কাজ হবে ওরা তার পক্ষে—

বাণী ॥ সকলের মত এক নয়। যে যা ভাল মনে করে তাই করে। তোমার মতটাই যে সব চেয়ে ঠিক তার কী প্রমাণ?

বিকাশ ॥ (আহত বিস্ময়ে) এসব তুই কোথা থেকে শিখলি? এতদিন যা আমরা ব'সে ব'সে আলোচনা করেছি—বিপ্লবের—মানুষের কথা—সে সব? আজ ওর গুণ্ডামিকে তুই সমর্থন করছিস? নিরীহ লোক মারাকে?

বাণী ॥ (আবার বলে) আমাকে বিয়ে করবে বলেছে।

বিকাশ ॥ (ক্ষোভে প্রায় আর্তনাদ ক'রে) সেইটাই কি সব কথা হোল? বিয়ে করবে ব'লেছে বলেই তুই সবরকম প্রশ্রয় দিবি?

বাণী ॥ (ধীরে ধীরে চোখ তুলে দাদার দিকে তাকায়। তার সারা শরীর থর থর ক'রে কাঁপছে। কিন্তু কণ্ঠস্বর জোর হয়না) হ্যাঁ। আমি লেখাপড়া জানিনা।—তোমার লেখাপড়াজানা বন্ধুরা কেউ—আমাকে বিয়ে করবেনা। আমার স্বাস্থ্য ভালোনা। আমি চিরদিন খালি ভাল হয়ে থেকেছি। কেউ আমার কাছেও আসেনি। এ এসেছে। আমি কী করব? (দাদার দিক থেকে মুখ সম্পূর্ণ ফিরিয়ে নেয়। প্রায় অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে তার গলা বন্ধ হয়ে আসে, তবু বলে)

বাণী ॥ আমার অনেক বয়স হয়েছে। আর আমি কারুর গলগ্রহ হয়ে থাকব না। আমার জন্যে তুমি নিজে বিয়ে করতে পারছনা খুকুদিকে। আমি জানি। কিন্তু আমি চাকরী করতে পারি না, আমাকে বিয়ে করতেই হবে। তাই সে যা বলে সব ভাল, সব সত্যি,—মানুষ খুন করলেও তা—
[আর বলতে পারেনা, কেঁদে ফেলে। জগবন্ধু দৌড়ে ঘরে ঢোকে]

জগবন্ধু ॥ আমার হাণ্টারটা এখানে ফেলে গেছি দেখি দেখি—

বাণী ॥ (অকস্মাৎ মুখ তুলে) আপনি আমাকে কবে বিয়ে করবেন ?

জগবন্ধু ॥ তার মানে ? আরে দাঁড়াও, খবর পাওয়া গেছে সেই বুড়ো ডিমওয়ালাটাকে কাল বিকেলে কে নাকি এ পাড়ায় লুকিয়ে রেখেছে—[চ'লে যেতে চায়। বাণী এসে সামনে দাঁড়ায়]

বিকাশ ॥ (অজান্তে একবার পেছনের ঘরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে ত্রস্তে) বাণী ওকে যেতে দে, চ'লে যাক।

বাণী ॥ না। আমাকে বিয়ে ক'রে এ বাড়ী থেকে যত শীগ্‌গীর হয় নিয়ে চলুন। আমায় কথা দিয়েছেন।

জগবন্ধু ॥ কথা দিয়েছি মানে ? আরে বামুনের ঘরে কায়েতের মেয়ে,—বাবা মায়ের একটা মত নিতে হবে না ?

বাণী ॥ কবে মত নেবেন বলুন—কতদিন তো হ'য়ে গেল—কবে আমাদের বিয়ে হবে—

জগবন্ধু ॥ ওঃ এত চাপাচাপি করলে চলেনা,—এত যদি তাড়া থাকে অন্য লোক খুঁজে নাও।

বিকাশ ॥ অসভ্য,—চ'লে যাও এখান থেকে। অমানুষ—

জগবন্ধু ॥ যান যান্, ওসব বড় বড় বুলি কপচাবেন না। জগবন্ধু ভটচাযকে চটিয়ে এপাড়ায় টেঁকা যায় না। (জগবন্ধু বেরিয়ে যায়। বাণী—"শুনুন—" বলে তার পিছনে ছুটে যেতে যায়, বিকাশ হাত চেপে ধরে)

বিকাশ ॥ ছিঃ ছিঃ বাণী, তুই ফের যাচ্ছিস ? তুই কী ? (হঠাৎ হাত ছেড়ে দিয়ে) কিন্তু ডিমওয়ালাটার কী করি ? তোকে আর বিশ্বাস নেই, তোর আত্মসম্মান তুই খুইয়েছিস,—ওকে আমি কোথায় নিয়ে যাই— ?

[বুড়ো ডিমওয়ালাটা পাশের ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে, বিকাশ দৌড়ে বাইরের দরজা বন্ধ ক'রে দেয়]

বিকাশ ॥ তুমি বেরিয়ে এলে কেন ?

ডিমওয়ালা ॥ না বাবু, আর আমি এখেনে থেকে আপনাদের বিপদে ফ্যাল্‌বো না। আমি যাই। আল্লা যা করেন।

বিকাশ ।। তাই চলো, আমি তোমাকে অন্য একটা বাড়ীতে রেখে আসি।—কিন্তু তার আগে এই ক্ষুর দিয়ে দাড়িটা কামিয়ে ফেল। তারপরে এই চাদরটা মুড়ি দিয়ে চলো,—কেউ চিন্‌তে পারবে না।

[বৃদ্ধ কী ভেবে ক্ষুরের সরঞ্জামগুলো আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখে, মাথা নেড়ে বলে—]

ডিমওয়ালা ।। না বাবু, চেরোটা কাল এই নূর রেখে এয়েছি। আজ এন্তেকালের মুখে এসে এটা আর ফ্যাল্‌বো না। খোদার ইচ্ছে থাকে নূর নিয়েই বাঁচ্‌পো, নয়তো ইজ্জৎও যাবে জানও যাবে। থাক বাবু।

[বিকাশ কোনও রকমে তার গায়ে চাদরটা জড়িয়ে দেয় তারপর দু'জনে বেরিয়ে যায়। বেরুবার মুখে ডিমওয়ালা একবার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে। বুঝতে পারা যায় সে ভীষণ ভয় পেয়েছে। কিন্তু একমুহূর্ত চোখ বুজে থেকে যেন কোথা থেকে সাহস পায়। সোজা বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ সমস্ত নিস্তব্ধ। একলা বাণী তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ একটু দূর থেকে কারা যেন চীৎকার ক'রে ব'লে ওঠে—'কে রে? কে যায়?' পরক্ষণেই জগবন্ধুর গলা শোনা যায়—'বিকাশ বোস কাকে নিয়ে যাচ্ছে রে? ধর্, ধর্, পঞ্চা'—ভীষণ একটা পশ্চাদ্ধাবনের গোলমাল ওঠে। লোকগুলো যেন দৌড়ে কাছে এলো। গোলমালের মধ্যে শুন্‌তে পাওয়া যায়—সেই ডিমওয়ালা, বিকাশ বোস রেখেছিল-ইত্যাদি। নৃশংস মারের শব্দ পাওয়া যায়। দাঁতে চাপা কুৎসিত গালিগালাজ কয়েকটা, একটা গা-শিউরানো আর্তনাদ, একটা উন্মত্ত হিংস্র চীৎকার। পরক্ষণেই একটা লহমার স্তব্ধতা। বোঝা যায়, মানুষে রক্ত দেখেছে। এলোমেলো কথা শোনা যায় লাশটা সরিয়ে ফেলা সম্বন্ধে। খুনীকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তার মাথায় জল দেবার কথাও শোনা যায়।

হঠাৎ একটা অল্পবয়সী গলায় শোনা যায়—'জগাদা, পুলিশের লরী—'মুহূর্তের মধ্যে মনে হোল বাইরের ভীড় সাফ হয়ে গেছে।

একটা লরীর আওয়াজ দূর থেকে এগিয়ে আসছে। বাণী যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনিই দাঁড়িয়ে আছে। শব্দের মধ্যে আলো ধীরে ধীরে নিভে যায়। শব্দ চলতে থাকে। একটা স্তিমিত নীল রঙের আলো পড়ে। তাতে ছায়ার মতো দেখা যায় বাণীর দেহটা গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় ঝুলছে। বাইরে সেই লরীর আওয়াজ বেড়ে বেড়ে যেন অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তারই সঙ্গে বাইরে কোথায় যেন একটা কোলাহল। ক্রমশঃ বাড়ে। ক্রমশঃ। তারপর আলো মিলিয়ে যায়]

[আবার আমরা ফিরে আসি সেই পার্কের দৃশ্যে। বিকাশ আর সুসি। সুসি কাঁদছে]

সুসি ॥ (হঠাৎ জোর ক'রে নিশ্বাস নিয়ে) কষ্ট হচ্ছে। কি রকম যেন লাগছে।

বিকাশ ॥ কেন এতো কষ্ট, বেঁচে থাকার।

সুসি ॥ এ কষ্ট বেঁচে থাকার কষ্ট। ভুলের মাশুল। বাণী একটা ভুল করেছিল। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে গেল। কিন্তু সেটাও একটা ভুল হোল।

বিকাশ ॥ সবই ভুল, না? বেঁচে থাকাও ভুল, মরে যাওয়াও ভুল। ভুল কার? তার, না আমার? না আমাদের? আমরা বাণীকে ইস্কুল কলেজে পড়াতে পারিনি, খাইয়ে দাইয়ে স্বাস্থ্যবতী করতে পারিনি, খালি ভালো থাকার শিক্ষা দিয়ে দিয়ে পঙ্গু ক'রে দিতে পেরেছি। ভুল কার? কোথা থেকে সুরু এ ভুলের? কতো দিন, কতো যুগ থেকে?

সুসি ॥ কিন্তু তবু ম'রে যাওয়াটা ভুল। ইতিহাসের হিসেব তো ম'রে যাওয়ার সংখ্যা ধ'রে নয়, যারা বেঁচে ছিল তাঁদের কথা ধ'রে। জীবন মানেই তো তাই। যারা বেঁচে আছে, যারা বেঁচে থাকবে, তাদের কথা। তাই নয়, বলুন?

বিকাশ ॥ কিন্তু কী ক'রে বাঁচবে মানুষ? সেটা বলতে পারো?

সুসি ॥ তা আমি জানি না। বিকাশদা, আপনি আমার—বলতে

গেলে গুরু। আপনার কাছেই আমি রাজনীতির কথা শুনেছি। কিন্তু কোনোদিন সেটাকে জীবন থেকে আলাদা ক'রে ভাবিনি। মনে হয়েছে, রাজনীতি বুঝলে আমি আরও ভালো ক'রে বাঁচতে পারবো তাই রাজনীতি করেছি। নইলে করতুম না।—আমার পক্ষে আপনাকে বুঝিয়ে বলা শক্ত। সমীরকে আমি—। হয়তো সেটা ভুল। কিন্তু সে ভুলের জট আমার মনের ভিতর।—আমি এখনো হয়তো ভালবাসি সেই ভুলটাকে।—কিন্তু তবু আমি বাঁচবো। কাজ করবো, পরের দুঃখের ভাগীদার হবো,—হয়তো আর একজন কাউকে ভালও বাসবো। আমি ভালবাসতে চাই। বিকাশদা, আমি একটা সংসার চাই। আমি মা হতে চাই।

বিকাশ ॥ আর, একদিন সেই ভরা সংসারের দোর গোড়ায় যদি আবার সমীর এসে হাত বাড়িয়ে দাঁড়ায়? যদি আসে? কী করবে?

সুসি ॥ (মুখ ফিরিয়ে) আমি জানিনা।

বিকাশ ॥ এই। আমিও জানিনা। কেউ জানে না—তাইতো ভয় হয়।—এই না জানা—, এই অন্ধকার—। সমস্ত থিয়োরী আমার ভেঙে গেছে সুসি। আমাদের পৌরুষ নেই—, ব্র্যাকেটে পুং,—অথচ আমরা বাঁচতে চাই—(উঠে) চলো, তোমাকে খানিকটা পৌঁছে দিয়ে আসি। (হঠাৎ অত্যন্ত তিক্ত হেসে) ভগবান, এইসব কেরানীর বাচ্ছারা বাঁচতে চায়, তাদের কিছু নম্বর ক'রে grace দিও। নইলে আমরা সবাই ফেল হয়ে যাবো।

[আলো নিভে যায়। আবার পিছনের আলো জ্বলে ওঠে। আবার পাটাতনের ওপর সমীর ও খুকু]

সমীর ॥ ও কে তোমার সঙ্গে কথা কইল?

খুকু ॥ কই, কেউ না তো।—সমীর, আমি আর পারছি না। তুমি

এখান থেকে আমাকে নিয়ে চলো। অন্য কোথাও। অনেক দূরে,—অন্য কোথাও।

[সমীরের হাত ধরে সে এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু সমীর নড়ে না।]

সমীর ॥ (ক্লান্তস্বরে) কিন্তু তুমি কতো জায়গায় আমাকে নিয়ে ঘুরিয়েছ বলতো? আমার বাবা মারা যাবার পর থেকে আজ পর্যন্ত কতো হাজার টাকা তুমি উড়িয়েছ বলতো?— তুমি কি চাও বলতো খুকু? তুমি কী চাও?

খুকু ॥ (হঠাৎ তিক্তকণ্ঠে) বুঝতে পারো না? আমি একটা পুরুষ-মানুষ চাই।

সমীর ॥ (কণ্ঠস্বর ঘনিয়ে ওঠে) কী বলছো কী খুকু?

খুকু ॥ (পলকে বদলে গিয়ে) কেন তুমি আমাকে রাগিয়ে দিচ্ছ বলতো? রাগারাগি করে কোনো লাভ হয়, বলো?— সমীর, চলো আমরা গ্রামে চ'লে যাই, জঙ্গলের মধ্যে চ'লে যাই। সেখানে আমরা হারিয়ে যাবো সমীর। সত্যি বলছি, আমি হারিয়ে যেতে চাই। চলো, আমাকে নিয়ে চলো সমীর। সেইখানে আমি তোমাকে খুব ভালবাসবো। খুব। খু-উ-ব।

[বলতে বলতে সমীরকে টেনে নিয়ে যায়। পিছনের আলো নিভে যায়। মঞ্চের আর এক কোণে আলো জ্বলে ওঠে। অবিনাশের ঘর। ডাক্তারের দ্বারা অবিনাশ পরীক্ষিত হচ্ছেন। একটা Standing lamp-এর আলো]

অবিনাশ ॥ ডাক্তার, নাড়ীটা কী রকম দেখছ? বাঁচবো?—আর বাঁচবোই বা কী ক'রে? সবদিকে এতো তাড়া খেয়ে মানুষ বাঁচে? কেউ আপনার নয়, ডাক্তার, কেউ নয়। যতোদিন মাড়োয়ারীর গদিতে কলম পিষেছি সকলে ঘেন্না করেছে। সৎপথের তো কোনও সম্মান নেই। কিন্তু দেশে যুদ্ধ এলো, আকাল লাগলো, ব্যস্, আমিও ফেঁপে উঠতে লাগলুম। আমি আর কতোটুকু। এখনকার

পয়সা যদি তখন হাতে থাকতো তো দেখিয়ে দিতুম বাঙালী ব্যবসা জানে কিনা। এ একটা আর্ট ডাক্তার,—লোক ঠকাতে ঠকাতে নেশা ধ'রে যায়। লোকের সঙ্গে কথা বলি তো মনে মনে এক হাত তার গলায় রাখি, আর এক হাত তার পায়ে। যখন সুবিধে দেখি গলায় টিপুনি দিই, আর যেমনি বেগোড় বুঝি তো পায়ে হাত বুলোই। হ্যা, হ্যা, হ্যা।—কিন্তু কিচ্ছু হোল না। সব সময়ে এতো ভয়! সরকারের ভয়, অন্য ব্যবসাদারদের ভয়, শেয়ার হোল্ডারদের ভয়। অন্য লোকের সঙ্গে না মিশলে ব্যবসাও করা যায় না, অথচ কাউকে বিশ্বাসও করা যায় না। এমন কি খাওয়াচ্ছি দাওয়াচ্ছি, তবু নিজের এই দেহটাকেও বিশ্বাস করা যাচ্ছে না! তাই আবার পয়সা দিয়ে তোমাকে আনতে হচ্ছে Stethoscope কানে লাগিয়ে spying করবে ব'লে।—তুমি ডাক্তার বড়ো ভালো লোক। কারণ তোমার গলাকাটা ব্যবসাটা লোকে মেনে নিয়েছে, license দিয়ে দিয়েছে। আর আমাদের বলে hoarder, black-marketeer। আশ্চর্য! জীবন ভোর অনেক অছেদ্দা সয়েছি। এখন আমার পড়তা পড়েছে। ভালো থাকছি, ভালো খাচ্ছি, লোকজনের ছেদ্দা ভক্তি পাচ্ছি, আর ঠিক এখনই তোমাদের যতো বিপ্লব করবার টাইম হোল!—মুস্কিল হচ্ছে, ডাক্তার, মনের ভেতরটাই কেমন যেন ছত্রাকার হয়ে গেছে। কী যে বিশ্বাস করি আর কী যে ভালবাসি, কিছুই বুঝতে পারি না। এক একবার ইচ্ছে করে সবাইকে বিশ্বাস ক'রে বাঁচি, কিন্তু সে তো আর সম্ভব না। [ডাক্তার কিন্তু কোনও উত্তর করে না। বধিরের মতো নাড়ী দেখে, বুকে স্টেথোস্‌কোপ দেয়, চার্ট লেখে, শেষে রক্তের চাপ দেখবার যন্ত্র বের করে। ঘরের মধ্যে শেড্‌ দেওয়া একটা আলো। সমস্ত কেমন নিঝুম।]—আজ আর আমার কেউ

নেই ডাক্তার, তুমি ছাড়া। স্ত্রীপুত্র তো নেইই। ইচ্ছে ছিল বড়ো ভাগ্নীটা বুড়ো বয়সে আমার কাছে এসে থাকবে। সে কোথায় কাকে জুটিয়ে নিয়ে পালালো। আমার তখন আবার pressureটা বেড়েছে, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, বল্লুম—তুই থাক আমার কাছে।—না। টাকা চায়। আমি টাকা দোব কেন? কী লাভ আমার? তখন সে অনেক রকম যাচ্ছেতাই কথা ব'লে—blackmailing-ই বলতে পারো ডাক্তার—জোর ক'রে ২৫০০ টাকা নিয়ে গেল। (হঠাৎ হেসে) ছুঁড়ী একের নম্বর ব্যবসাদার। তা এখন যদি রাগ ক'রে থাকি তো টাকাটা তাহলে তো বেবাক loss। তাই আমিও একটা বোড়ে টিপেছি। তোমার ইন্‌জিনীয়ার ভাইকে যেখানে পাঠিয়েছি? সারিন্দায়? সেটা হোল সমীরের মরা বাপের পত্তনি নেওয়া এলাকা। একদম বুনো জায়গা কিন্তু—হয়তো Tungsten আছে। লুকিয়ে বের করতে হবে যাতে সরকার না টের পায়। অস্ত্রশস্ত্র বানাতে যে ভীষণ দরকার। আমিও এদিকে McNill & Ferguson-এর সঙ্গে কথা ক'য়ে রাখছি,—লুকিয়ে পাচার হয়ে যাবে। লাল হয়ে যাবো ডাক্তার—, যদি অবশ্য তোমার ভাই বেইমানী না করে। তা বোধ হয় করবে না। কারণ সেই যে কী মেয়েটার পেট নষ্ট করতে গিয়ে জানে মেরে দিলে?—সে তো তুমি আমি সবাই জানি ডাক্তার। হ্যা হ্যা,—একেই বলে business secret,—কক্ষনো মুখ ফুটে বলবার দরকার হয় না, অথচ কাজ ঠিক ঠিক হয়ে যায়। খুকুও ঠিক করবে।—আরে, ওসব চ্যাংড়ার সাধ্যি কি ওকে আটকে রাখে। ওকে ফিরে আসতেই হবে। কী? এইবার চুপ করতে হবে? আচ্ছা।—আচ্ছা ডাক্তার, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। মানুষ বাঁচে ব'লে রক্ত চলাচল করে, না রক্ত চলাচল করে

ব'লে মানুষ বাঁচে? না না হাসির কথা না বলতে পারো, মানুষের জন্যে সমাজ বাঁচে, না সমাজের জন্যে মানুষ? আচ্ছা, বাপু, আচ্ছা এই চুপ করলুম। এই নাও।

[Pressure দেখা চলতে থাকে, আলো নিভে যায়। আবার পিছনে আলো জ্বলে। একটি আদিবাসী ছেলে যেন খুকুকে জড়িয়ে ধ'রেছিল, আলো জ্বলতেই ছিট্‌কে বেরিয়ে যায়। খুকুর পুরো আঁচলটা খুলে প'ড়ে যায়। সে তাড়াতাড়ি সেটা সামলে নিতে থাকে। অপর দিক থেকে সমীর আসে। সে মাতাল]

সমীর ॥ কে এখানে ছিল?

খুকু ॥ কই, কেউ না তো। (মিষ্টি ক'রে) তুমি তো গ্লাস নিয়ে বসেছিলে, উঠে এলে কেন? ফুরিয়ে গেছে? চলো, আমি আর একটা বোতল বের ক'রে দিচ্ছি!

[সমীরকে পার হয়ে তার হাত ধ'রে টেনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। সমীর নড়ে না]

খুকু ॥ চলো—!

সমীর ॥ তুমি এখানে বেরিয়ে এসেছিলে কেন? ঘর থেকে?

খুকু ॥ (হঠাৎ কঠিন কণ্ঠে) এই চাঁদের আলোর জন্যে! বৃষ্টি পড়লে মাটির যে গন্ধ হয়, তার জন্যে। তুমি যেখানে আমাকে নিয়ে যেতে পারোনি, তার জন্যে।

সমীর ॥ (তিক্ত ব্যঙ্গের কণ্ঠে) যতো ন্যাকামী।

খুকু ॥ (নরম কণ্ঠে) চলো, আমি তোমাকে মদ বের ক'রে দিচ্ছি।

সমীর ॥ লোকটা কে ছিল?

খুকু । (নিজের আগের কথার সুরে) চলো—যাবে না? —

সমীর ॥ (আরো উত্তপ্ত স্বরে) লোকটা কে ছিল?

খুকু ॥ (হঠাৎ হেসে উঠে) সেকি একজন? এ, ও, সে,—কতো লোক।—জীবনভোর সে কি কম লোক? অনেক—অনেক লোক। (উচ্চৈস্বরে হাসতে হাসতে আবার সমীরের হাত ধ'রে টানে। সমীর মত্তভাবে এগোতে এগোতে বলে—)

সমীর ॥ বেশ্যা—bitch—

খুকু ॥ (আরো হাসতে হাসতে হঠাৎ থেমে) কিন্তু বিছানার কাছে এলেই দেখেছি—একটাও পুরুষ নয়। (আবার উচ্চৈস্বরে হেসে উঠে সমীরকে হাত ধ'রে টানতে টানতে বলে—)

খুকু ॥ চলো, মদ খাবে চলো,—তুমি মদ খাবে চলো—

[তেমনিই হাসতে হাসতে সমীরকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে, আর আলো নিভে যায়। আবার সেই পার্কের বেঞ্চের ওপর আলো পড়ে। বেঞ্চে ব'সে দেবেনবাবু ও তারিণী মাস্টার। তারিণী মাস্টার বিড়ি খাচ্ছে]

দেবেনবাবু ॥ না, না, তারিণীবাবু মানুষও অবস্থার দাস না, অবস্থাও মানুষের দাস না। অবশ্য উল্‌টোটাও সত্যি, অবস্থাও মানুষের দাস, মানুষও অবস্থার দাস। আরে ঐ যে বলে না—

এপিঠ ওপিঠ উলটো কথা।
দু'য়ে মিলে সত্যি পাতা॥

কিন্তু এক্‌লা এক একটা মানুষ তো মুক্ত মানুষ। যেমন ত্রৈলঙ্গ্য স্বামী, বা আমাদের ঠাকুর রামকৃষ্ণ। আহা! এঁদেরই বলি অবতার। নররূপে মানুষ কতোটা ভগবানের কাছাকাছি যেতে পারে এঁরা তারই পিল্‌পেগাড়ি ক'রে গেছেন। এখন, যার যেমন চরিত্র সে তেমনি নিজের ভাগ্য তৈরী করে। চোরকে জিজ্ঞাসা করো, সে বল্‌বে, অবস্থার চাপে। কিন্তু সেই একই অবস্থার চাপে আর একটা লোক ফুটপাতে ব'সে না খেয়ে ম'রে গেল। আমার মেয়েগুলো একই অবস্থার মধ্যে মানুষ। অথচ দু'জন দুই প্রকৃতির। ছেলেটা বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেছে, বন্ধু-বান্ধবের পুরানো গানের সুর চুরি ক'রে নাকি ফিল্মে টাকা রোজগার করছে। করুক। এই আপনার অবস্থায় আপনি যা করছেন, আমি হ'লে হয়তো তা করতুম না।—করুন।

তারিণী ।। করুমই তো। আমি আপনের ঐ হালা ভগবানেরে আর মানি না। আজীবন ভালো থাইকবার চ্যাষ্টা করছি, কী ফায়দাটা হইছে? বাবুমশয়, ন্যায় অন্যায় সব কথার কথা। আসল কথা হইল বাঁচা। জুয়াচুরি কইর‍্যা,—যেমন কইর‍্যা হউক, —বাঁচা। যে হালারা অখনও মরা মাইন্‌ষের বড়ো বড়ো কথাগুলা কপ্‌চায় তাগোর মুখের ওপর থাপ্পড় মাইরা উলঙ্গ বাস্তবেরে প্রকাশ করা। এই হইল কাম। কবিতে খালি নরম নরম কথা কয় নাই, বাবুমশয়, কবিতে এও কইছে—

দুখে দুখে জ্বলুক রে আগুন
পরান ফাইট্যা, আঁধার কাইট্যা,
বাইরৌক রে আগুন।।

হেই আগুনের জ্বালায় হক্কল ভালো কথা পুইড়্যা ছাই হইত্যা আছে, ছাখেন না? হেই আগুনের জ্বালায় স্বামী স্ত্রী, বাপে বেটায়, ভায়ে ভায়ে হক্কল প্রেম ভালবাসা পুইড়্যা খাক্ হইত্যা আছে, ছাখেন না? আরো হইব, আরো হইব। টাকার দাম নি আরো কইম্‌ব, মনুষ্যত্বের দাম আরো কইম্‌ব, বাপে মায়ে নিজের পোলার মুখের থিক্যা খাবার কাইড়্যা খাইব,—আর পোলাগুল্যান একটা সিগ্রেটের লোভে নিজের মায়েরে বেচ্যা দিব। চিতার আগুন জ্বইল্‌বো বাবুমশয়। হেই আগুনে আপনাগো মত ভালোমানুষ,— আর যতো শয়তান,—সব জ্বইল্যা পুইড়্যা মইরব। হেই আগুনে এ সভ্যতার—এই মানব সভ্যতার —সংক্রান্তির তর্পণ হইব। হিঃ হিঃ হিঃ—বাবুমশয়, আমি তারিণী মাস্টর হেই যজ্ঞের একজন হোতা। আর আমার মাইয়াডার মত যত নি দুর্ভাগা মাইয়্যা আছে, সব হইল হেই যজ্ঞের কাষ্ঠ,—সমিধ।

[বিকাশ তারিণী মাস্টারের এই কথার প্রায় সুরুতেই ঢুকেছিল, এখন হাতের পান এগিয়ে দেয়]

বিকাশ ॥ এই যে, পান এনেছি—

দেবেন ॥ (পান নিতে নিতে সনিশ্বাসে)

আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধধর্মাশ্রয়।

রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্মময় ॥

তারিণী ॥ (পান নিতে নিতে বিকাশকে লক্ষ্য ক'রে) কী, হাসেন ক্যান ?

বিকাশ ॥ (আরো হেসে) আপনার চালিয়াতি দেখে। নিন্ পান খান—

তারিণী ॥ (সজারুর মতো কাঁটা ফুলিয়ে) চালিয়াতির কি ত্থাখলেন ?

বিকাশ ॥ (খুঁক খুঁক ক'রে হেসে) সেই সংক্রান্তির যজ্ঞে আপনি হোতা, না ? মানুষগুলো আমরা এমন চালিয়াৎ! যে লোকটা প্রেমে পড়ে সে ভাবে তার মতো ভালো কেউ কখনও কাউকে বাসেনি। যে একটু দুঃখ পেল সে ভাবে তার মতো দুঃখ জীবনে কেউ কোথাও কখনো পায়নি। সব নিজের নাভির দিকে তাকিয়ে। Galileo-র সময়ে আছি আমরা,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র হচ্ছে এই পৃথিবী, —আর এই পৃথিবীর কেন্দ্র হচ্ছে মানুষ,—আর সেই মানুষের কেন্দ্র হলুম আমি। আরে কোটী কোটী মানুষ এই পৃথিবীতে তাড়া খেয়ে ঘূর্ণিপাকের মধ্যে ঘুরছে, একটা মানুষের কী দাম, কতোটুকু দাম, তার মধ্যে ?

তারিণী ॥ আইজ্ঞা হ। হেই কোটী কোটী মাইনষের প্রত্যেকটা লোক —একটা মানুষ। বোজলেন ? এক একটা মানুষ।

দেবেন ॥ প্রত্যেকটা জলকণা নিয়েই একটা সমুদ্র হয়, প্রত্যেকটা—

বিকাশ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু জলকণার মধ্যে সমুদ্র নেই। সে ঢেউ নেই—সে উদ্বেলতা নেই। আয়তনের পার্থক্য হ'লে যে গুণগত পার্থক্য হয়,—এসব খুব পুরানো কথা।

তারিণী ॥ কিন্তু বাবুমশয় আইজ অনেক লক্ষ মাইনষের মনে আমার মত দুঃখের জ্বালা। হেই জ্বালায় সংক্রান্তির তর্পণ হইবই। আমাগো মত যতো লোকের মনে এই আগুন ধইর্‌য়্যা

আছে, তারাই হইল হোতা। চালিয়াতি করি নাই বাবুমশয়—

বিকাশ ॥ (অত্যন্ত অসহিষ্ণু ও কর্কশভাবে) আপনি যজ্ঞের হোতা নন, আপনিও কাষ্ঠ। এবং সংক্রান্তির দিন, ক্ষণ,, চেহারা, কোনোটাই আপনার ইচ্ছে বা ফরমাস মত হবেনা।

দেবেন ॥ থাক, থাক, বিকাশ, তুমি বোধহয় ঠিক সুস্থ নও। থাক্‌গে। তারিণীবাবুর সত্যিই ভীষণ কষ্ট। তুমি জানোনা। এই পার্কেই ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ। উনি আমার কাছে—। মানে, ওঁর মেয়েকে আরকি—

বিকাশ ॥ (ঘাড় নেড়ে) আমি জানি।

দেবেন ॥ —শুনে—বল্‌বো কি বিকাশ—বড়ো কষ্ট হোল। গেলুম মেয়েটাকে দেখতে। আহা,—মা গৌরী,—কতোদিনের তপজপে যেন শরীরটা একহারা। কতো লোকের পাপের লজ্জায় মায়ের চোখের পালক যেন ভারী হয়ে আছে। তাকিয়ে থেকে বল্লুম—মাগো তোর এই চোখে যেন রাগ না ঝলসায়, তা হ'লে কেউ বাঁচবে না। অল্প একটু হাস্‌লে, বল্লে,—কথায় কেমন মিষ্টি বাঙাল টান,—বল্লে—রাগ কার উপরে বাবা?—এমন চোখ ফেটে জল এলো। মনে হোল, আমার খুকু যদি এম্‌নি হোত,—পায়ের ধুলো নিলুম বল্লুম —'আদ্য অন্ত এই মানুষে, বাইরে কোথাও নাই'। মাগো, তুই আমার গুরু।

[কিছুক্ষণ সবাই চুপ ক'রে থাকে। দেবেনবাবু চোখ মোছেন তারিণী মাস্টারের চোখে একটা শূন্য জলুনি]

দেবেন ॥ আমাদের সময় ভাঁটিয়ে এলো এখন পারাপারের কড়ির কথা ভাবতে হচ্ছে। দেখি কি, জমার ঘরে কেবল শূন্যি। কী করেছি এতোদিন,—সকলে? মনে মুখে তো এক করিনি। নিজের মনের ভগবানের কাছে তো কোনদিন ন্যাংটা হয়ে দাঁড়াইনি। খালি ভয়ের খোঁটায় বাঁধা থেকে ঘুরপাক

খেয়েছি,—কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত। মুক্তি কই! মানুষগুলো মুক্তি পাবে কোন পথে! হায় হায়!

বিকাশ ॥ (একটু চুপ ক'রে থেকে প্রশ্ন করে) মানুষ বাঁচে কেন বলতে পারেন? এত রাগ, এত কষ্ট নিয়ে?—নিজেদের কষ্টগুলো নিজেরা ফেনিয়ে তুলে অপরের দয়া জাগাবার চেষ্টা করি, কেন?—মানুষ বাঁচে কেন, আদপে?

দেবেন ॥ আশায়। সুখের আশায়।

বিকাশ ॥ আপনার কী আশা? আপনার বয়স হয়ে গেছে। সংসার ছিন্নভিন্ন। কী আশা আপনার?

[দেবেনবাবু যেন আর্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠেন। হঠাৎ অস্থির তীব্রভাবে চেঁচিয়ে ওঠে তারিণী মাস্টার]

তারিণী ॥ না, সুখের জইন্য না। মানুষ বাঁচে মুক্তির জইন্য।

বিকাশ ॥ কী মুক্তি? কিসের থেকে মুক্তি?

তারিণী ॥ নিজের থিক্যা মুক্তি। নিজের যত পাপ আইর পুণ্য, নিজের যত ক্রোধ আইর ভালবাসা, যত স্বপ্ন আইর হতাশা, সব বিপরীত টানে মাইন্ষের অন্তরটা ক্ষতবিক্ষত হইত্যা আছে। যতই চিন্তা করবেন ততই ঐ পেঁয়াজ ছাড়ানের মত তার অন্ত পাইবেন না। প্রকৃতির টান একদিকে, আর এই সভ্যতার টান উলটা দিকে। প্রকৃতি প্রয়োজন হইলে দেহে লোম দেয়, আর মাইন্ষে ভব্যতা কইর‍্যা পিরাণ পরে। আর তাই ঘোড়ারে কুত্তারে উলঙ্গ মনে হয় না, কিন্তু শতকরা নিরানব্বইটা লোক উলঙ্গ হইলে দেখা যায় না। হিঃ হিঃ হিঃ, বাবুমশয়, ক্যানসার হয়, দেইখ্ছেন? এই সভ্যতাটা হইল মানুষ-জানোয়ারের ক্যান্সারাস্ গ্রোথ। তাই এই দ্বন্দ্বের মধ্যে আর জীবনের অর্থ নাই। অর্থ হইল মাত্র এক একটা ক্ষণে। কতোদিন আগে ফুলশয্যার রাতে যখননি নূতন বৌয়ের গায়ে হাত দিছিলাম, হেই একটা ক্ষণ। হেই বৌ বুড়ী হইল, কদাকার হইল, মারা

গেল,—সব মিথ্যা। হেই ফুলশয্যার রাতে দুইজনার—হেইটাই একমাত্র সত্য। হেইটাই ফির্ মনে মনে কল্পনা কার। আর অপেক্ষা করি, আইর একটা জ্বলন্ত ক্ষণের, যখন হাউইয়ের মত চীৎকার কইর‍্যা আকাশে উইড়্যা নিজেরই আগুনের জ্বালায় আমরা নিজেরাই পুইড়্যা মরুম। এই মুক্তি। আমার মাইয়াডারে যেন—আমার মাইয়াডার মুক্তি চাই বাবুমশয়, তার চক্ষে যেন আগুন জ্বলে,—একবার—একবার—

[কেঁদে ফেলে তারিণী মাস্টার]

বিকাশ ॥ (আস্তে আস্তে)—এই। ক্ষণের মধ্যে বাঁচা। ভবিষ্যতে বিশ্বাস নেই, তাই জীবনের চেয়ে মুহূর্ত বড়ো। আমিও এই পাপ করেছি। আমিও চেয়েছি একটা উগ্র মুহূর্তে জ্বলে ফেটে চৌচির হয়ে সার্থক হই। ভেবেছি, সুস্থ বিপ্লবের কথা। মুখে বলেছিও। কিন্তু নিজেরই অজান্তে, প্রায় মনের ভিতরে, এই আক্রোশজনিত জীবনবেদ সেই বিপ্লবের তলা ক্ষইয়ে দিয়েছে। বাস্তবকে বোঝবার চেষ্টা করিনি, শুধু নিজেদের লেবেল এঁটে দিয়ে সমস্যাগুলোর সরলীকরণ করেছি। সার্থকতা কোথায়? কীসের জন্য বাঁচি আমরা? এই লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী মানুষের মধ্যে আমার ব্যক্তিগত দুঃখ কতোটুকু? কী দাম তার? যে নিরীহ চাষীটা ইতিহাসের গোড়ায় জমিদারের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিল, যার ঘর পুড়ে গিয়েছিল, যার বউ বা মেয়ে অত্যাচারিত হয়েছিল, তার দুঃখের আগুন কি আমাদের কারোর চেয়ে কম ছিল? কিন্তু আজ কোথায় সেই ব্যক্তিগত জীবন আর তার জ্বালা?—অথচ একটু দূর থেকে দেখুন,—কী বলে ইতিহাস?—যে অনেক সহস্র বৎসরের উৎপীড়নের পর একদিন শোষিত জনসাধারণ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে উঠলো, তার হাতপায়ের শিকল যেন খেলনার জিনিসের মত টুকরো

টুক্‌রো হয়ে পড়লো, তার মাথা-ঝাঁকুনিতে একটা বিপ্লব ঘ'টে গেল। এই হোল ইতিহাস। ব্যক্তির নয়, সমগ্রের। তারি মধ্যে আবার সুরু হোল কতো মিথ্যে, কতো জোচ্চ্চুরি, কতো উৎপীড়ন, কতো ইতরতা। তবু ইতিহাসের রথ চলে। আবার কোন্ এক বিপ্লবের জন্যে মহাকালের বুকের মধ্যে নিঃশব্দ আয়োজন চলে। আর মানুষ বাঁচে। সুখ না পেলেও বাঁচে, মুক্তি না পেলেও বাঁচে। বাঁচতে হবে ব'লে বাঁচে। প্রকৃতির তাগাদায় বাঁচে। ঘাস কেন বাঁচে? গাছ কেন বাঁচে? চারাগাছের ওপর কেউ যদি ইট বসিয়ে দেয়? গাছগুলো প্রাণপণে চেষ্টা করে তের্‌চা হয়ে পাশ দিয়ে বেঁকে বড়ো হ'তে। কিন্তু সূর্যের দিকে তাকিয়ে। কোথায় গেল আগের বছরের ঘাসগুলো? তবু মাঠ তো সবুজ। বাঁচতেই হবে আমাদের। কিন্তু কোনও মোহ নিয়ে নয়। নিজের সুখদুঃখের কোনও সার্থকতার আশা ক'রে নয়। ভিখিরির মত কোনও আক্রোশ নিয়ে নয়। হয়ত রাধিকার মত আজীবন কেঁদে। কিন্তু তবু সেই মহাকাল কৃষ্ণকানাইয়ার জন্যে সর্বস্ব উজাড় ক'রে দিয়ে। আমরা সংক্রান্তির যুগের লোক। মহাকালের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তো গভীর হওয়া চাই। উলঙ্গ বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের তাকে বুঝতে হবে। শান্ত হয়ে, ধীর হয়ে, সত্যকে বুঝতে হবে,—বলতে হবে, মেহের আলি, সব সচ্ ছায়, সব সচ্ ছায়।

[কখনও ব'সে, কখনও পায়চারি ক'রে, কখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌তে বল্‌তে কোন্ সময়ে বিকাশ অন্ধকারে মিলিয়ে যায়,—তারপর দু'জন বৃদ্ধ চুপ ক'রে ব'সে থাকে, আর অনেক দূরে একটা ঘড়ি বাজতে থাকে।]

তৃতীয় অঙ্ক

[সহরের বাইরের একটা ভাঙা পুরানো বাড়ীর অভ্যন্তর। বাড়ীটা বহু পুরানো। ছোট ছোট ইঁটের পুরানো নবাবী আমলের বাড়ী। কিন্তু তারপরে আবার কোন ইংরেজী-শিক্ষিত উত্তরাধিকারী সংস্কৃত করতে চেয়েছেন কোরিন্থিয়ান থাম দিয়ে, ভেনিশিয়ান খড়্‌খড়ি দিয়ে। আমাদের সভ্যতার মত।—আজকে সবই জীর্ণ। দেয়াল থেকে চুণবালি খ'সে পড়েছে, সিঁড়ির রেলিং ভাঙা আর বাঁকা। আসবাব বল্‌তে একটা পুরানো কৌচের কঙ্কাল। দরজার বাইরে হয়তো পড়ন্ত বিকালের তেরছা রোদ রয়েছে অজস্র আগাছার ঝোপঝাড়ের ওপর। কাছে কোথায় কাঠ চ্যালা করা হচ্ছে, আর দূরে মাঠে কে যেন তার গরুটাকে ডাকৃছে।

তারিণী মাস্টার বিকাশকে যেন ধ'রে ধ'রে নামিয়ে আনে ভাঙ্গা সিঁড়িটা দিয়ে। এনে বসিয়ে দেয় ছেঁড়া সতরঞ্চি পাতা সেই ভাঙা কৌচটার ওপর]

তারিণী ॥ আপনি ইয়ার মধ্যে ঢোকেন ক্যান্‌? চাষাগোর হইয়া এই যে মার খাইলেন ইয়াতে আপনের কোন্ কামটা হইল?

বিকাশ ॥ আমার? একটা কিছু হলো। ইতিহাস খুশী হোল। আমারও মুক্তি হোল।

[বিকাশের কথা বলার ভঙ্গী আরো বদলে গেছে। তীক্ষ্ণতা গিয়ে যেন আউল বাউল ফকিরের মত একটা নগ্ন কণ্ঠস্বর এসেছে। যার কিছু ভান করার নেই। যার সবার প্রতি মমতা। আর, কোথায় যেন একটা ব্যাকুলতা।]

তারিণী ॥ (বিকাশকে বসিয়ে) বিকাশবাবু, চক্ষের সামনে আমি কখুনও কোনও মাইন্‌ষেরে বীরত্বের কাজ কইরতে দেখি নাই। কেমন মনে হইত ঐটা একটু অস্বাভাবিক। যারে

melodramatic কয়। আপনে যাইয়া যখন বন্দুকের সামনে খাড়া হইলেন, আপনেও চ্যাঁচাইলেন, আপনেরও গলার শিরগুলান্—আমি দেখ্‌ছি—ফুইল্যা উঠ্‌ছিল। কিন্তু মনে হইল না যে আপনে মরণের কথা মনে রাইখ্যা বাহাদুরী কইরতে আছেন,—মনে হইল, যখন গুলির ধমকে হক্কল চাষাগুলান্ সত্য বইল্‌তে ডইর্‌ছে হেই সময়ে আপনে আউগিয়া সত্য কথাটি কইলেন। ঐ ক্রোধকে নমস্কার করি। আগের কালে ঋষিদের বোধ করি ঐ ক্রোধ আগুন জ্বাইল্‌তো। আমিও রাগ করি। তাথে অনেক খাদ আছে, অনেক স্বার্থ। বিকাশবাবু, মনটারে এই মহৎ ক্রোধে পৌঁছানের উপায় কী?

বিকাশ॥ জানি না। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি নিজের পথ নিজে খুঁড়ে তৈরী করতে। অপরকে পথ বাত্‌লাবো কী ক'রে বলুন!

[দু'জনে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। কোথায় দূরে একটা ট্রেন বাঁশী বাজাতে বাজাতে চ'লে যায়]

বিকাশ॥ কী জানেন, একটা কথা আছে? আত্মসমর্পণ? আমি নিজেকে তেমনি সমর্পণ ক'রে দেবার চেষ্টা করছি ইতিহাসের হাতে। এই আমার প্রেম নিবেদন, আমার ভজনা। এ রাধা ভজনা নয়, এ ভগবানের ভজনা নয়, এ হোল আমার মহাকালের ভজনা। গতকাল আর আগামীকালের যে মালাটি গাঁথা আছে তার পায়ের কাছে আমি যেন নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে পারি। এই আমার আজকের দিনের সার্থকতা।

তারিণী॥ কিন্তু আজকের দিনটা? তার সার্থকতা কি কেবল আগামী কালে পৌঁছানের ধাপ হিসাবে? তার নিজের জীবন নাই? তার জীবনটারে ফুলে ফলে ভরণের কোনো দায় নাই?

তার কী হইব? খালি নি মাথায় বাড়ী খাইয়া, চক্ষে প্রায় অন্ধ হইয়া, বেবাক প্রাণটারে ভবিষ্যতের লাইগ্যা দান কইর‍্যা যাওন? বিকাশবাবু আমাগোর ছ্যাশে বন্ধ্যা মাইনষের দান নেওয়া হয় না, বলে—বাঁজার হাতে রোয়া গাছ বাঁজাই হয়।

[বিকাশ চুপ ক'রে থাকে। তারিণী মাস্টার তার দিকে একবার চায়]

তারিণী ॥ অথচ এই সত্যবাদিতা, এই ক্রোধ—! (দাঁড়িয়ে উঠে) যে কাজ আমাগোর করা উচিত ছিল, করি নাই, তারই ফলে আজ তোমার মত মাইনষের বাবা এতো কষ্ট এতো বঞ্চনা। আমাগোর পাপে আজ তোমাগোর শাস্তি।

[বিকাশ হেঁট হয়ে শুধু নমস্কার করে। বোঝা যায় তারিণী মাস্টার অত্যন্ত বিচলিত। সুসি বাইরে থেকে এসে পৌছোয়]

তারিণী ॥ (হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছে) আমি যাই, তোমার এখানে লুকেয়া থাকনের খবরটা সদরে চালান হইছে কিনা শুইন্যা আসি। (দরজার কাছে ফিরে) আমার মাইয়াডা—আমার মাইয়াডা অপবিত্র হইছে, এহানে থাইকলে অরে কইতাম যে এই মানুষটার জীবনে দু'টা দিন একটু শান্তি আইন্যা দেস, তাতে তর্ সব পাপের থিক্যা মুক্তি হইব।

[তারিণী মাস্টার বেরিয়ে যায়। সুসি একটা ওষুধের শিশি ও একটি ড্রপার হাতে নিয়ে আসে]

সুসি ॥ কেমন আছেন, আজ?

বিকাশ ॥ ভালই। (সুসি তার চোখে ওষুধ দেয়) তোমাদের বড্ডো অসুবিধেয় ফেলেছি, না? এই ছুটোছুটি ক'রে কলকাতা থেকে এখানে লুকিয়ে আসা—, অবশ্য তারিণীবাবু আর তাঁর মেয়েকে ভাগ্যে নিয়ে গিয়েছিলুম দেশে, তাই খুব সুবিধে হয়ে গেছে,—উনি সেই সময়ে মেয়েকে ছেড়ে আমার সঙ্গে না এলে—

সুসি ॥ (ঘরের কাজ করতে করতে মুখ না ফিরিয়ে) বিকাশদা আপনি এখানে কবে এলেন ?

বিকাশ ॥ ঐ তো যেদিন ঝামরগাছিতে মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলুম, —চাষীরাই লুকিয়ে নিয়ে এলো,—তাদের হয়ে মার খেয়েছি। তারিণীবাবুও সঙ্গে সঙ্গে চ'লে এসেছিলেন—তিনিই তোমার বাবাকে খবর দেন—(হেসে) তাঁর কাছে শুনলুম এটাই নাকি তাঁর জ্যাঠামশায়ের পোড়ো বাড়ী। দেখেছ কিচ্ছু বাদ দেওয়া যায় না। সব আবার ফিরে ফিরে নিজের উৎসের মুখে এসে বুঝতে হয়। তাই নয়? কে আমি? কোথা থেকে আমি? কেমন ক'রে আমি?—

সুসি ॥ (বাধা দিয়ে পূর্বের মত কণ্ঠে) আপনি ঝামরগাছিতে কবে গেলেন? আপনার দেশে?

বিকাশ ॥ (কী একটা যেন চাপা দিয়ে হেসে বলে) ঐ তো ইউনিয়ন বোর্ডের ব্যাপার নিয়ে গোলমাল হচ্ছিল সেখানে—আমি যেদিন তারিণীবাবু আর তাঁর মেয়েকে নিয়ে গিয়ে আমাদের বাড়ীটায় বসবাসের বন্দোবস্ত ক'রে দিলুম সেইদিনই ঐ কৃষকরা দল বেঁধে জৌলুশ বের করেছে—আমি আর তারিণীবাবু দেখতে গেলুম, আর—ব্যস্—।

সুসি ॥ (হঠাৎ মুখ তুলে) আপনি ঝামরগাছিতে আসবার আগে কোথায় ছিলেন? আপনার সঙ্গে পার্কে দেখা হওয়ার পর?

বিকাশ ॥ (একটু পরে খুব শান্তভাবে) কেন? কী হয়েছে?

সুসি ॥ দিদি কাল ফিরেছে সারিন্দা থেকে—। সমীর—, সমীর নাকি আত্মহত্যা করেছে—

[বিকাশ চুপ ক'রে থাকে। সুসিও]

সুসি ॥ আপনি সারিন্দায় গিয়েছিলেন। আপনি জানতেন।

[বিকাশ চুপ ক'রেই থাকে। সুসি কেঁদে ফেলে। কাঁদতে থাকে হু হু ক'রে। বাইরে তখন কাঠ চ্যালানো বন্ধ হয়ে গেছে।

পাখীরা সব গাছের কাছে এসে জমা হচ্ছে, তাদের ডাকাডাকির শব্দ। দূরে একটা গরু ডাকছে]

বিকাশ ॥ (একটু পরে) এই যে তোমার কান্না, এ একেবারে ব্যক্তিগত। জাতির ইতিহাসে এর কতোটুকু দাম? অথচ এই ভালবাসার চেয়ে আদিম কিছু নেই, বাঁচার মধ্যে এতো বড়ো মূল্যবান জিনিস আর কিছু নেই। উঃ, এ যে মানুষ কী ক'রে মেলাবে! কী ক'রে যে একটা মেয়েকে অন্ধের মত ভালবেসে ইতিহাসকে সার্থক ক'রে তুলবে—! মানুষের এই ছোট্ট জীবনটা ফুলে ফলে ভরে উঠবে, কিন্তু তবু ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না! এ কী করে হবে? ঐ বুঝি পরাণরা আসছে,—ওঠো, ওঠো, সুসি, কেঁদো না—

[সুসি চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায়। বিকাশ তার প্রায়ান্ধ চোখে তাকিয়ে হঠাৎ ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করে—]

বিকাশ ॥ খুকু আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেনি?

সুসি ॥ (কণ্ঠস্বর শুনে বিস্ময়ে একটু যেন থমকে যায়)—হ্যাঁ, বার বার ক'রে আপনার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করছিল। আমি বলিনি। বাবাকেও বারণ ক'রে দিয়েছি।

বিকাশ ॥ হ্যাঁ, বোলো না। আদর্শ দিয়ে, আমার ইতিহাসবোধ দিয়ে, আমি কেবলই চেষ্টা করছি আমার চারদিকটা পরিপাটি ক'রে সাজাতে। এর মধ্যে খুকু এলে—। তুমি বুনোদের নাচ দেখনি সুসি,—সারিন্দায় দেখেছি,—সে একটা নেশা—, হঠাৎ মনে হয় এতো জটিল চিন্তা আমাদের এই জীবনের—এর চেয়ে ঢের ভালো ঐ 'হেইডি হাইডি হাই—অরণ্য ডাকে ঐ যাই'—। কেবলই সরলীকরণের চেষ্টা—(নিজেকে ঠাট্টা ক'রে হাসতে যায়, কিন্তু পারে না। আর্তভাবে বলে) কী করবো? আমি যে কিছুতেই মেলাতে পারছি না—

[পরাণ সুধন্যা ইত্যাদি চাষীবাগ্দী এসে পড়ে]

চাষীরা ॥ জমিদারবাবুরা খুব তল্লাস করতি নেগেছেন আপনার জন্যি। কদ্দিন যে আপনারে লুকুয়ে রাখতি পারবো তা জানিনে। আমাদের চোখির ওপর আপনারে মেরে আপনার চোখ অন্ধ ক'রে দেল, আর আমরা কাঠের পুত্‌লির মত সব দাঁড়েয়ে দ্যাখলাম।

একজন
চাষী ॥ চক্ষুটা কেমন আছে বাবু? দেখতি পাচ্ছেন, না, না?

বিকাশ ॥ না দেখ্‌তে ঠিক পাচ্ছি না। একহাত দূরে সব একদম ঝাপ্‌সা! (হেসে) এখন আমার জগতের চৌহদ্দি ঐ একহাতের মধ্যে।

চাষীরা ॥ বাবু, আমরা মুখ্যু চাষা। এই আপনার কাছে আসি যাই— কতোকথা শিখ্‌তেছি। আপনি না থাক্‌লে আমাদের যে কী হবে—

বিকাশ ॥ আমিও যে কতোকথা শিখ্‌ছি তোমাদের কাছে, তারও কি শেষ আছে? একটা গল্প বলি, শোন। তেভাগার সময়ের গল্প। একটা চাষী, বরকত। নিজের বল্‌তে দু'বিঘে জমি,—বাকি ভাগে। শোনা গেল বরকত আলিকে বেঁধে নিয়ে যাবে। কেন? সেই ছেঁড়াট্যানাপরা মুখ্যু চাষীটা কী এমন আগুন ফুঁ দিয়ে ছাড়িয়ে বেড়াচ্ছে যে জমিদার জোতদার সব সোনার লঙ্কাপুরীর মধ্যে একেবারে সভা ক'রে বসলো? তাকিয়া ঠেসান দিয়ে,—গড়গড়া নিয়ে,—কেউবা হাতে নস্যির টিপ,—সল্লা হ'তে লাগ্‌ল। বিকেল গড়িয়ে সাঁঝ এলো, সাঁঝ গড়িয়ে রাত। মাঝে মাঝে এ মহাল ও মহাল থেকে নায়েব গোমস্তা এসে পড়ছে ভগ্নদূতের মত,—বাবুমশায় সর্বনাশ, দক্ষিণের চাষারা তেভাগা চায়,—বাবুমশায় সর্বনাশ, উত্তরের চাষারা তেভাগা চায়,—পুবে চায়, পশ্চিমে চায়,—পেয়াদা দিন বাবুমশায়, পুলিশ দিন, নইলে সবাই জানে প্রাণে মরবো। বাবুমশায়দের

দাঁত কিড়মিড় ক'রে ওঠে,—গড়গড়ার নল আছড়ে মারে আসরের ওপর আর হুঙ্কার দিয়ে বলে—কে তাতাচ্ছে এই বেটাদের ? এদের তো এতো বুদ্ধি নেই। নাম উঠ্‌লো —বরকত আলি। মীরগাঁয়ের আধিয়ার বরকত আলি। সেই বুঝি সকলের মাথা আউলে দিয়েছে। মুখ্যুরা বোঝে না যে আউলে দিচ্চে মহাকাল। বরকত খালি নকীবের মত সেইটে ফুক্‌রে জানান দিয়েছে বই তো নয়। আগুন তো বরকতে মা, আগুন যে সবার পেটে পেটে। (চাষীরা সকলে গুঞ্জন ক'রে সায় দেয়) কিন্তু মরণকালে তো মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ হয়, দৈববাণী কানে ঢোকে না। তারা তাই ঠিক করলো বাবুদের লরী ক'রে বিকেলবেলায় মীরগাঁয়ে গিয়ে বরকতকে বেঁধে সোজা চালান দিতে হবে সদরে। সদরে, —যেখানে সত্যকে বন্ধক রেখে তেজারতির কারবার চলে। সেইখানে এই মানুষটাকে চালান দিতে পারলেই যেন খাণ্ডবদাহন বন্ধ হয়ে যাবে।

[একটু চুপ ক'রে নিজের চোখে হাত রাখে]

সুসি ॥ (উদ্বিগ্নভাবে) আবার কী চোখে লাগছে ? আজ তাহ'লে আর কথা বলবেন না। থাক।

চাষীরা ॥ আজ না হয় থাক বাবু আর একদিন শোন্‌ব।

বিকাশ ॥ না, না, গল্পটা শেষ ক'রে নিই। শীতের বিকেল। মীরগাঁয়ে যাবার মেঠো পথটা ধুলো হয়ে প'ড়ে আছে। দু'পাশে ক্ষেত নেমেছে,—ধান কেটে কেটে বিড়ে বেঁধে সারি দিয়ে রেখেছে,—কার ঘরে ধান তুলে মাড়াই হবে তাই নিয়েই তো লড়াই চলেছে। এমন সময়ে কাকের মুখে খবর ছড়িয়ে পড়লো, বরকত মিঞাকে ধরতে গেছে। গাঁয়ের পর গাঁ যেন কুক্ শুনে জেগে উঠ্‌লো। মানুষ বেরিয়ে পড়লো লাঠি নিয়ে, বর্শা নিয়ে, কুড়ুল, নিয়ে, কাটারি নিয়ে।

আলের ওপর দিয়ে ছুটে আসতে লাগ্‌লো সদরে যাবার সড়কের দিকে। সেখানে তারা চোখ কুঁচকে ঠাহর করবার চেষ্টা করে লরীটা কোথায়! দূরে গাছপালাছাওয়া গ্রামগুলোর মাথায় ধোঁয়া জমছে, আকাশটা ময়লা কাঁথার মতো, আর চারদিক ধূলোমাখা। লরী দেখ্‌তে পায় না। একদল দেখ্‌তে পেল। নাজামগঞ্জের কাছে। পিছনে আকাশভর্তি ধূলোর দৈত্য জাগিয়ে লরীটা ছুটে আসছে। জনাপঞ্চাশের সেই দল খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। বুড়ো লক্ষ্মণ সামন্ত লাঠি হাতে মহড়া নিতে দাঁড়ায়। পথ না পেয়ে লরীটা থামে একেবারে লক্ষ্মণ সামন্তের গা ছুঁয়ে। তারপর বন্দুক দেখানোর পালা চলে,—চাপাস্বরে গর্জন চলে। চতুর্দিকে দিগন্ত পর্যন্ত ফাঁকা, সূর্য একেবারে ঢলে পড়েছে মাঠের নাগাল। আর দু'পক্ষ টান্ টান্ হয়ে আছে। গৃহস্থীদের এককথা,—বরকত মিঞাকে ছেইড়ে দাও। একটা পেয়াদা এই টান্ টান্ ভাব সহ্য করতে না পেরে আকাশের দিকে বন্দুকটা তুলে একটা গুলি ক'রে বসে। হঠাৎ যেন সময়টা ভেঙে টুক্‌রো হয়ে লাফিয়ে উঠ্‌লো। চলল দু'পক্ষের লাঠি। পা লক্ষ্য ক'রে গুলি হোল কয়েকটা। দু তিনজন ছিট্‌কে পড়্‌লো ধূলোর ওপর। লক্ষ্মণ সামন্তও পড়্‌লো। ডান পায়ের হাড় ভেঙে গেছে তার। ধূলোর ওপর হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে এগিয়ে যায় পাঁচুর বর্শাটা হাতে নিয়ে। চাকাটার সামনে এক হাঁটুতে উঁচু হয়ে ব'সে বর্শাটা বাগিয়ে ধরে চাকাটা ফুটো ক'রে দেবে ব'লে। ওপর থেকে একটা পেয়াদা মারামারির মধ্যেও সেটা দেখতে পায়। বন্দুক বাগিয়ে ধরে। যেমনি বুড়ো সামন্ত প্রাণপণ জোরে বর্শাটা চালিয়েছে, বন্দুকের গুলিও এসে লেগেছে তার বুকে। বর্শা তাই লাগ্‌লো না টায়ারে —পিছলে গেল। আর লক্ষ্মণ সামন্ত উল্টে পড়্‌লো ধূলোয়:

আর রক্তে মাখামাখি হয়ে। আর বরকত মিঞাকে নিয়ে লরী চ'লে গেল সরকারের সদরের দিকে।

[গল্প শুনে চাষীরা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে]

বিকাশ ॥ এই তো গল্প। এখন আমার জিজ্ঞাসা আছে দু'টি। বরকত তো বাঁচ্‌লো না আর বুড়ো লক্ষ্মণ সামন্তও মারা গেল। এই শুনে কি মনটা ভাঙে? মনে হয় কি, কী লাভ এই দাবীদাওয়ার লড়াই ল'ড়ে?

[চাষীরা বুঝতে পারে না এ প্রশ্ন। এক একজন ক'রে ভাঙা ভাঙা ভাবে উত্তর দেয়। এদের প্রত্যেকের কথা যেন ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে সমষ্টির চিন্তার পদ্ধতি প্রকাশ করে]

চাষীরা ॥ আজ্ঞে কী বল্‌তিছেন?—আজ্ঞে মন ভাঙার কথা ওঠে কিসি?—দুঃখু নাগে যথাথ।—সামন্ত'র পো যেন বাঘির ব্যাটা, অমন মানুষ এ এলাকায় নাই।—কিসির এ এলাকায় নাই? আমাদের সুধন্বা বাগ্দী? আমাদের বরকতেরে ধরতি আলে প্যায়দাবাজী ঘুরুয়ে দেবানে।—তা বরকত তো হইয়ে ওঠ্‌ তুই, নইলি করে কী সুধন্বা?—কেন আমাদের বাবু তো বরকত। কতা বলে, গল্প বলে, যেন আগুন ছুঁয়ুয়ে যায়। আমরাও টিকের নাগাল জ্বল্‌তি থাকি।—হাঁ, জ্বলো বটে, তবে কেন না ভিজে টিকে, তাই তাড়া ক'র্যে এট্টু ঘন ঘন ফুঁ লাগাতি হয়।

[সকলে হাসে। বিকাশও হাসে। যেন শান্তি পেয়ে]

বিকাশ ॥ রাম জন্মালো কবে। রামের কথা শুনে শুনে কতো লোক রাম হবার চেষ্টা কর্‌লো। বরকত আর লক্ষ্মণ সামন্ত তেমনি কতোবার হবে, কতো জায়গায়, কতো নাম নিয়ে হবে।—কিন্তু আর একটা কথা। বুড়ো সামন্ত যে মরলো, সেটা কার তরে? নিজের, না বরকতের?

চাষীরা ॥ বাবু নিজির জন্যি সবাই মরতি পারে, তারে আমরা ছেদ্দাভক্তি করি না।—বড়োজোর আহউহু বলি।—দুঃখু করি যথাত্থ।—কিন্তু পরের জন্যি যে মরে তারে আমরা ভক্তি করি।—হাঁ ভক্তি করি বটে কিন্তু ভালবাসি না।—তা পরের তরে যে মানুষটা মরে সে কি তোর-আমার নাগাল যে তুই তারে ভালবাসবি?—বাবু, যে মানুষটা একসঙ্গে নিজের তরেও মরে আর পরের তরেও মরে তারে আমরা ভালওবাসি আর ছেদ্দাভক্তিও করি। এই লক্ষ্মণ সামন্তও তাই করেছে।—ও নিজির তরেও মর্‍য়েছে, আবার বরকত্তের তরেও মর্‍য়েছে।

[বিকাশকে আবার চোখে হাত দিতে দেখে তারা উঠে পড়ে, বলে—]

চাষীরা ॥ আজকের মত আমরা চল্লাম বাবু, আপনার চোখি ফের নাগ্‌তিছে।

বিকাশ ॥ (চোখ মুছে কোনও রকমে ভেজা গলায় বলে) এঁকে তোমরা আজকে ঝামরগাছিতে তারিণী বাবুর মেয়ের কাছে পৌঁছে দাও।

চাষীরা ॥ আজ্ঞে। তা আল্‌ভাঙ্‌তি হবে ক্রোশ-খানিক। আপনি জুতোটুতোগুলো পুঁটুলিতে জড়য়ে ন্যান্। আমরা সনাতনের কাছেথে এট্টু আগুন নে নিই।

[তারা বেরিয়ে যায়। সুসি তার আনা টিফিন-কেরিয়ারটা বিকাশের কাছে এনে রাখে]

সুসি ॥ এইতে আপনার কিছু খাবার আছে। আর এইখানে আমি জল গড়িয়ে রেখে গেলুম। (জুতো খুলে পুঁটুলি করতে করতে) আপনার কথাগুলো যেন ক্রমশঃ কি রকম বাবার মতো হয়েছে।

বিকাশ ॥ হয়েছে না? আমিও তো তাই চাই। একেবারে তোমার

বাবার মতো না, অথচ কেমন তারই মতো। ঐ যে,—ঐ যে 'শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' ঠিক আজকের কথা বলার মতো, অথচ যেন বুক খুলে কথা বলা। আহা, কী কথা, শুন হে মানুষ ভাই। ঐ রকম দরাজ বুকে ভালবেসে যদি না আমার বিপ্লবের কথা বলতে পারি তো,—এত দিন কী ছিল জানো?—ইংরেজিশিক্ষিত লোকের ঐ যে একটা মুখ টেপা ভাব আছে?—কী রকম যেন কোণগুলো উঁচিয়ে উঁচিয়ে রাখা?—ওর মধ্যেই তো আমাদের পৌরুষের অভাব। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি সুসি—ভালই হয়েছে যে আমি অন্ধ হ'তে বসেছি—'আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ গর্ব করিতে চূর'—এইবার সম্পূর্ণ হোক আমার surrender, আত্মদান। এতো কষ্ট সুসি, এতো কষ্ট নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ায়। কারণ এখনও তো সে মহাকাল আমার কাছে একটা অঙ্ক, গল্প নয়, বন্ধু নয়, বঁধু নয়।—আচ্ছা, তুমি যাও। এই সব কথা আমার বলা উচিত নয়। তুমি যাও।

সুসি ॥ যাই।—কাল থেকে আমি এখানেই থাকছি।

বিকাশ ॥ এখানে?

সুসি ॥ হ্যাঁ, এখানে।

[বিকাশ চুপ ক'রে থাকে। সুসি দরজার কাছে যেয়ে ফিরে দাঁড়ায়]

সুসি ॥ আমি যদি কোনওরকমে যেয়ে পড়তে পারতুম তাহ'লে হয়তো সমীর মরতো না—

[দরজার একপাশের চৌকাঠে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে]

বিকাশ ॥ (একটু পরে আস্তে ডাকে) সুসি। সুসি—

সুসি ॥ (এইবার তার কণ্ঠস্বরে বোঝা যায় সুসি নিঃশব্দে কাঁদছিল এতক্ষণ)

—'তারপর অবকাশ। রাত্রি উঠে আসবে গাঢ় নীল। স্তব্ধ ডানা পৃথিবীর নীড়ে আসবে নেমে, সুস্থ কামনার স্বর্ণচিল' —(একটু থেমে কেমন আর্তভাবে বলে)—'সুস্থ কামনার স্বর্ণচিল, প্রতিদিনের জ্বলন্ত অস্তের পর—শ্রম বিরতির পর'—

[একটু পরে অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে যায় স্থুসি। বোঝা যায় চোখের জলে তার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা। বিকাশ চুপ ক'রে ব'সে থাকে কৌচটায়। দূরে একটা রেলের বাঁশী বাজে। ট্রেন ছেড়ে দেয়। বিকাশ আস্তে আস্তে কী যেন বল্‌তে থাকে। ক্রমশঃ শোনা যায়—]

বিকাশ ॥……দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে ॥

সেই প্রভাতের স্নিগ্ধ সুদূর গন্ধ
আঁধার বাহিয়া রহিয়া রহিয়া আসে।
আকাশে যে গান ঘুমাইছে নিঃস্পন্দ
তারাদীপগুলি কাঁপিছে তাহারি শ্বাসে।
অন্ধকারের বিপুল গভীর আশা,
অন্ধকারের ধ্যাননিমগ্ন ভাষা
বাণী খুঁজে ফেরে আমার চিত্তাকাশে ॥

[খুকু এসে দাঁড়ায় পিছনের দরজায়। তার পরণের শাড়ী কালো, জামা কালো। বিকাশ আপনমনে অস্থির হয়ে ওঠে। খুকু তাকে ডাকে—]

খুকু ॥ বিকাশ—

[বিকাশের সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে যায়। খুকু এগিয়ে আসে]

খুকু ॥ বাব্বা, এরা কেউ তোমার ঠিকানা দেবে না। যেন আমি তোমাকে ধরিয়ে দেব। কিন্তু এরাও তোমায় রক্ষে করতে পারবে না। এতো বোকা। পেয়ে গেলুম তো ঠিকানা।

(পাশে এসে) আমার দিকে তাকাবে না? রাগ করেছ? (হাঁটু গেড়ে ব'সে) কী দরকার? ওতে খালি মিথ্যে তর্কাতর্কি হয়। মানুষ যা করে তা ভালো লাগে ব'লেই করে। ভালো লাগে না অথচ যে ভালো কাজ করে তার মত ঠক্ আর দুনিয়ায় নেই। তাই না? বলো?

[বিকাশ ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে খুকুর মুখের দিকে চায়। খুকু তার মুঠিবাঁধা হাতদু'টিকে আদরের সঙ্গে নিয়ে নিজের গালের ওপর ধরে। বিকাশ চোখ বিস্ফারিত ক'রে ভালো ক'রে দেখবার চেষ্টা করে]

খুকু ॥ ওকি, ওরকম ক'রে দেখ্‌ছ কেন?

বিকাশ ॥ (আরো চেষ্টা ক'রে) তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।

খুকু ॥ (চম্‌কে) সেকি! কেন?

বিকাশ ॥ (হঠাৎ তেমনি জোরে) তোমার জন্যে।

খুকু ॥ কী বলছো! কী হয়েছে তোমার?

বিকাশ ॥ (তেমনি তার মুখটা ধ'রে) তুমি এখানে এসেছ কেন?

খুকু ॥ তোমার জন্যে বিকাশ।—উঃ লাগছে—কী করছো বিকাশ —লাগছে—

[বিকাশ সচেতন হয়ে হাত ছেড়ে দেয়। খুকু উঠে বসে]

খুকু ॥ তোমার খুব জোর হয়েছে দেখছি। ঐ মারামারি ক'রে? (সপ্রশংসায়) তুমি অনেক বদলে গেছ, জানো?

বিকাশ ॥ (করুণভাবে) আমি তোমাকে খুব ভালবাসি খুকু—

খুকু ॥ (পিঠের দিক থেকে তার কাঁধে মুখ রেখে ফিস্ ফিস্ ক'রে) আমিও—

বিকাশ ॥ (করুণ ব্যাকুলভাবে) আমি তোমাকে ভয়ানক ভালবাসি খুকু —অথচ তুমি তো ভালো না—

খুকু ॥ (মুখটা তেমনি কাঁধের ওপর রেখে সাপের মত একবার তাকায়

বিকাশের দিকে, বলে) কেন ভালো নয়? আমি সমীরকে কোনওদিন ভালবাসিনি।—তুমি আমাকে ভালবাসো অথচ তুমি এইটা বুঝতে পারো না? বিকাশ, তুমি আমাকে বুঝতে পারো না।

বিকাশ ॥ পারি। বুঝতে পারি। আজকাল আমি তোমাকে অনেকটা বুঝতে পারি।

খুকু ॥ বিকাশ, আমাকে বিয়ে করবে?

বিকাশ ॥ জানতুম। আমি জানতুম। তারপর! তারপর! আরো বলো।

খুকু ॥ (যেন অহঙ্কারে লাগে) কী জানতে তুমি?

বিকাশ ॥ যে তুমি আবার আমার কাছে ফিরে আসবে।

খুকু ॥ কেন?

বিকাশ ॥ তুমি যে আমার। আর আমিও যে তোমার। এ্যাতো গিঁট পড়ে গেছে। এতো আর খোলা যাবে না, খুকু।

খুকু ॥ (আবার খুশী হয়ে স্বপ্ন দেখার মত ক'রে বলে) তারপর আমরা চ'লে যাবো। সারিন্দায়! সে সব সম্পত্তি এখন আমার, জানো? সেখানে বুনোদের মধ্যে আমরা বুনোর মতন ঘর বেঁধে থাকবো! তুমি ক্ষেতে কাজ করবে, আমি বাড়ীতে মুরগী পুষবো। ছাগল পুষবো। অমাবস্যার রাত্রে আগুন জ্বালিয়ে দেব্‌তার কাছে মুরগী বলি দেব। আর পচাই খেয়ে গান গাইবো, নাচবো। সেই হোল জীবন বিকাশ, যেখানে মুক্তি আছে। যেখানে নিজের সঙ্গে নিজের বিরোধ নেই, যেখানে বাঁচার মধ্যে একটা নেশা আছে,—গাছের গন্ধে, মাটির গন্ধে,—জোয়ান মানুষের গায়ের ঘামের গন্ধে। বিকাশ, সেইখানে তুমি আমার বর হবে। আমার মরদ। বুনোদের মতো সাজ ক'রে আমি ছাগল দুইবো, কুয়ো থেকে জল তুলবো, আর তুমি দাওয়ায় ব'সে ব'সে

দেখবে,—আর আমার নামে গান বাঁধবে। কাজ করা, ভালবাসা সব একসঙ্গে মিলে যাবে। ভালো লাগে বিকাশ? ভালো লাগে ভাবতে? এসব সত্যি ক'রে তোলা যায়, জানো? বিকাশ সে টাকা আজ আমার আছে। তুমি যাবে? বিকাশ?

বিকাশ ॥ কিন্তু কেউ তো তোমাকে কোনো সমাজে নেবে না। তারা ভাবে তুমি ডাইনী, তাদের সমাজের আইনকানুন সব ভেঙে দিতে চাও। কুর্‌লা ব'লে সেই ছেলেটি? তোমার সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতা করেছে ব'লে তারা তাকে কাঠ পুড়িয়ে ছ্যাকা দিয়েছে। সে তাই চ'লে গেল কয়লাখনিতে কাজ করতে। তুমি কেন ছুঁলে তাকে? সে তো আর সে রইলো না।

খুকু ॥ (যেন প্রেতের মুখোমুখি হয়েছে) তুমি কী ক'রে জানলে? এ সব কথা তোমায় কে বল্লে?

বিকাশ ॥ (অত্যন্ত সহজ ও করুণভাবে) আমি যে সারিন্দায় গিয়েছিলুম।

[খুকু আর সহ্য করতে পারে না, চঞ্চল হয়ে উঠে পড়ে]

বিকাশ ॥ তখন আমার মধ্যে বড্ডো অস্থিরতা। মনে হোল তোমাকে একবার না দেখতে পেলে আমি বাঁচবো না! তাই গেলুম। জানতে গিয়েছিলুম যে তুমি কী হদিস পেলে বাঁচার। গিয়ে দেখলুম, একদিকে Tungsten-এর জন্যে তোমাদের ইন্‌জিনীয়ার যেখানে সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি ক'রে বুনোদের পাড়া, বুনোদের ক্ষেত, নষ্ট ক'রে দিচ্ছে, আর একদিকে তুমি সেই কুর্‌লাকে ফুস্‌লে নিয়ে গিয়ে তাদের সমাজ, তাদের আইন, নষ্ট ক'রে দিচ্ছ। সেই তো—সেদিনও অমাবস্যার রাত্রি—ডুম্ ডুম্ ক'রে সেই বিশাল ঢাক বাজছে আর সব লোক জড়ো হয়েছে আগুনের পাশে,—মা ধরিত্রীকে যেখানে সেখানে খুঁড়ে যে অনাচার বাবুরা করছে তার ফলেই তো বুনো পল্লীতে মহামারী এসেছে, তাই তারা জড়ো হয়েছে,—দেবতার

কাছে বলি দেবে ব'লে। কিন্তু কুর্‌লা নেই। মুখগুলো যেন কালো পাথরের মতো হয়ে যায়। আগুনের সাম্‌নে ব'সে সর্দার কী একটা হুকুম দেয়। আর কয়েকজন বেরিয়ে যায়। মিনিট কুড়ির মধ্যেই তারা কুর্‌লাকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে আসে। বলে,—সেই ডাইনীর কোল থেকে তারা টানতে টানতে নিয়ে এসেছে।—

খুকু ॥ (নিজের ওপর সমস্ত এক্তিয়ার হারিয়ে ফেলে) তারপর কী? তারপর কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

বিকাশ ॥ তোমাদের বাংলোতে। ফাঁকা বাড়ীতে তখন তোমরা ঝগড়া করছো।

খুকু ॥ তুমি কি সব দেখেছো? সব?

বিকাশ ॥ হ্যাঁ, সব। খুকু, আমি নিজের কানে শুনলুম তুমি সমীরকে বোঝাচ্ছ যে তোমার পেটে তারই সন্তান। সমীর মদ খেতে খেতে কুৎসিত কথা বলল। তারপর তার নতুন উইলের খসড়া বের ক'রে তোমাকে শোনাতে লাগল যে কুর্‌লার সঙ্গে ব্যভিচারের অপরাধে তুমি ত্যাজ্য। সব শুনলুম। দেখলুম। তুমি লুকিয়ে তার মদের গেলাসে কী ঢাললে তাও দেখলুম! তারপর—উঃ।—সেই রাত থেকে আমার চোখে লাগতে সুরু হোল। উঃ, এ কী তৈরী করলে নিজেকে খুকু, যাকেই ছোঁও সেইই নোংরা হয়ে যায়। সেইই নষ্ট হয়ে যায়!

খুকু ॥ (কাঠের মতো ব'সে থাকে, তারপর শুক্‌নো গলায় বলে) সেই উইলটা তুমি আমাকে দিয়ে দাও। কেন তুমি সেদিন চুরি ক'রে এনেছিলে?

বিকাশ ॥ কেন? তখন ভয়ানক ইচ্ছে হয়েছিল। পরে বুঝেছি তোমাকে দাবিয়ে রাখতে পারবো ব'লে। (উঠে কৌচের গদির মধ্যে হাত্‌ড়ে উইলের খসড়াটা বের ক'রে) এই নাও।

[ছিনিয়ে নিয়ে খুকু উল্টেপাল্টে পড়ে। সেটাই বটে]

খুকু ॥ (সেটায় আগুন ধরিয়ে) আর কোনও প্রমাণ রইল না কিন্তু—।

বিকাশ ॥ আর রইল না বুঝি ?

খুকু ॥ না—না।—এরপরে যদি তুমি ফের ঐসব কথা বলো তাহ'লে আমাকে বল্‌তেই হবে তুমি মিথ্যে কথা বলছো। —আমি বল্‌বো !

বিকাশ ॥ নিশ্চয়। বোলো।

খুকু ॥ (একদৃষ্টে তাকিয়ে)—কী চাও কি তুমি ?

বিকাশ ॥ খুকু, সেই থেকে আর আমি ভালো ক'রে দেখতে পাই না, জানো! আজ আমি অন্ধ। (খুকু অস্ফুটে চীৎকার ক'রে ওঠে) হ্যাঁ। কিন্তু তোমাকে তো ছাড়তে পারবো না। তোমার ভাগ্য যে তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে, খুকু।

খুকু ॥ (হঠাৎ চীৎকার ক'রে ওঠে) কী চাও কি তুমি ? (হাত ছিনিয়ে নিতে চায়)

বিকাশ ॥ আমি তোমাকে ভালবাসি খুকু। আমি চাই তুমি শেষ হয়ে যাও। কিন্তু তার আগে তুমি কুর্‌লার ছেলেকে আমার কাছে দিয়ে যাও। তারপর ম'রে যেও।

[খুকুর একটা হাত সে ধ'রে আদর করে। খুকু ছিনিয়ে নেয় নিজের হাত। অস্বাভাবিক ভীত কণ্ঠে চীৎকার ক'রে ওঠে—]

খুকু ॥ পাগল—পাগল হ'য়ে গেছে—

[ত্রস্তভাবে সে দৌড়োয় দরজার দিকে। বিকাশ অন্ধের মত ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে]

বিকাশ ॥ বলো, কেন, কেন তুমি এসেছিলে ?

খুকু ॥ (প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতে করতে) তুমি

আমাকে বিয়ে করবে ব'লে। আমাকে বাঁচাবে ব'লে বিকাশ—

বিকাশ ॥ তাইতো করবো, খুকু। আর তাইতো আমি সব কথা ব'লে দিয়েছি। পুলিস তোমাদের সেই ইন্‌জিনীয়ারকে ধরেছে। সে স্বীকার করেছে যে সে বিষ খাওয়ানোর কথা জানে। বলেছে—, সে নাকি অনেক কথা বলেছে। অনেক কথা।

[খুকু যেন হিম হয়ে যায়]

বিকাশ ॥ এ তুমি কী করলে, এমনি ক'রে তুমি ম'রে গেলে?—এসো এসো খুকু, একেবারে শেষ হয়ে যাওয়ার আগে তুমি কুর্‌লার ছেলেকে আমার হাতে দিয়ে যাও [টেনে নিয়ে আসতে থাকে কৌচের দিকে]

খুকু ॥ (কাঁদতে কাঁদতে বলে) ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে। আর আমি কখনও তোমার সামনে আসবো না। ছাড়ো ছাড়ো আমাকে—বিকাশ, তোমার পায়ে পড়ি তুমি আমাকে ছেড়ে দাও,—আমাকে বাঁচতে দাও, বিকাশ—

বিকাশ ॥ (তার কথা না শুনে বলতে থাকে)—খুকু, যেওনা,—খুকু, আমি তোমাকে ভালবাসি,—তোমার আঙুল ছুঁলে আমার মনে হয় আমি যেন আগুন হয়ে জ্বলে যাবো,—তোমার হাত—তোমার পা—, তোমার পায়ের ওপর আমি ম'রে যেতে পারি। কতোদিন কতো কষ্ট পেয়ে তোমাকে আমি এতো ভালোবেসেছি বলতো,—আমি যদি পারতুম দু'হাতে তোমাকে চিপে আমার বুকের মধ্যে রেখে দিতুম—তুমি আমার বউ, আমার জন্মজন্মান্তরের বউ,—খুকু, খুকু তোমার জীবনের একমাত্র সত্য হোল ঐ কুর্‌লার সন্তান, বাকি সব মিথ্যে,— ওকে তুমি আমাকে দিয়ে যাও খুকু,— ওকে আমি বুকে ক'রে মানুষ করবো—আমার সমস্ত ভাঙাচোরার মিল মেলাবে! আমার আদর্শ, আমার ইতিহাস, আমার বক্তৃতা, আমার প্রেম—(পাগলের মত

হাসে) তোমাকে আমি যেতে দেব না খুকু—ঐ সন্তান আমার কোলে তুলে দিয়ে তারপর তুমি যেখানে ইচ্ছে যেয়ো—(হাসতে হাসতে তাকে টেনে আনে কৌচের কাছে) এসো, এসো এই অন্ধের সঙ্গে তোমার এখন গাঁটছড়া বাঁধা, অন্ধের সঙ্গে মৃত্যুর,—বোসো—খুকু, আমি তোমাকে ভালবাসতুম—খুব ভালবাসতুম। খুব। কতো লোক পৃথিবীতে ভালোবেসে বেসে ম'রে গেছে। তাই না? তবু তো পৃথিবী বাঁচে। খুকু, তোমাকে আমি এখনো ভালবাসি। এখনো। খুকু,—আমার খুকু,—

[খুকু হতাশ হয়ে কাঁদতে থাকে আর বিকাশ পাগলের মতো প্রেমের কথা ব'লে যেতে থাকে]

শেষ